

মধ্য-লীলা ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেহনস্তাভুতৈশ্বৰ্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং ।

নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ শ্রাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এথা গোড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।

শ্রীরূপগোস্বামীর পত্নী আইল হেনকালে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বন্দে ইতি । শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সৰ্ব্বাবতারাণাং বীজরূপং অহং বন্দে শরণং ব্রজামি । কথন্তুতং অনন্তং অগণনং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ঐশ্বৰ্য্যং যন্ত তন্ । যৎ যন্ত শ্রীচৈতন্য প্রসাদাৎ অমুগ্রহাৎ নীচোহপি হীনজনোহপি ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্তকঃ ভক্তিশাস্ত্ররচনক্ষমঃ শ্রাৎ । শ্লোকমালা । ১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

মধ্যলীলার এই বিংশ পরিচ্ছেদে গোড় হইতে শ্রীপাদ সনাতনের কাশীতে গমন, কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন, তাঁহার স্খিঞ্জাসার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক সম্বন্ধতত্ত্ব নিক্রপণে ভগবৎ-স্বরূপের ভেদ বিচারাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্লো। ১। অন্বয় । যৎপ্রসাদাৎ (যাঁহার অমুগ্রহে) নীচঃ (নীচ ব্যক্তি) অপি (ও) ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক) শ্রাৎ (হইয়া থাকে) অনস্তাভুতৈশ্বৰ্য্যং (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বৰ্য্যশালী) [তং] (সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি) ।

অনুবাদ । যাঁহার অমুগ্রহে নীচব্যক্তিও ভক্তি-শাস্ত্রের প্রবর্তক হইয়া থাকে, অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বৰ্য্যশালী সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি । ১

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐশ্বৰ্য্য অনন্ত ও অদ্ভুত ; তাহারই প্রভাবে তিনি “নীচ-শূদ্রদ্বারাও” শাস্ত্রাদির প্রচার করাইয়াছেন । “আর এক স্বভাব গৌরের গুন ভক্তগণ । ঐশ্বৰ্য্যস্বভাব গুঢ় করে প্রকটন ॥ সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গৰ্ব্বনাশ । নীচশূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৩৫৭৯-৮০ ॥”

শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিশাস্ত্রবিষয়ক সমস্ত তত্ত্বই কাশীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ২০২১২২২৩ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী সংক্ষেপে সেই সমস্ত তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন ; এই কয় পরিচ্ছেদকে “সনাতন-শিক্ষাও” বলা হয় । ভক্তিতত্ত্বগর্ভ সনাতন-শিক্ষা বর্ণনের প্রারম্ভে “অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বৰ্য্যশালী” শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়াই গ্রহকার কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকে তাঁহার বন্দনা করিলেন । তাৎপর্য্য এই যে—“যাঁহার কৃপায় নীচও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক হইতে পারে, তিনি কৃপা করিয়া আমার ছায় অযোগ্যকে যেন তাঁহার উপদেষ্ট তত্ত্ব বর্ণনের যোগ্যতা দেন ।”

২। গোড়ে—বাল্যলার পাৎসাহের রাজধানী গোড় নগরে । বন্দিশালে—বন্দিশালায় ; কারাগারে । পত্নী—চিঠি ; শ্রীরূপ বৃন্দাবনযাত্রাকালে শ্রীপাদ সনাতনের নিকট যে পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা (২১২০৩১-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য) । হেনকালে—সেই সময়ে ; শ্রীসনাতন যখন কারাগারে বন্দী, তখন (২১২০২৯ পয়ার দ্রষ্টব্য) ।

পত্নী পাণ্ডা সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
 যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা— ৩
 তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্ ।
 কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৪

এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজধন দিয়া ।
 সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৫
 পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
 তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ ৬

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

৩। আনন্দিত হৈলা—শ্রীকৃপের পত্নী শ্রীসনাতন জানিতে পারিলেন, তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত শ্রীকৃপ এক যুদ্ধির নিকট দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন ; এই টাকার সাহায্যে কারারক্ষীকে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে পারিবেন। প্রভুর চরণ-দর্শনের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে তাবিয়াই শ্রীপাদ সনাতন আনন্দিত হইলেন। যবন রক্ষক—কারাগারের পাহারাওয়াল। যবন (মুসলমান ব্যক্তি) ।

৪-৫। রাজমন্ত্রী-সনাতন ব্যবহারিক বিষয়ে অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন ; তিনি তাবিলেন—পাহারাওয়ালার সহায়তা ব্যতীত কারাগার হইতে পলায়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; পাহারাওয়ালার সহায়তা পাইতে হইলেও তাহার প্রীতিবিধান সর্ব্বাঙ্গে দরকার ; তাহাকে তিনি টাকা দিয়া বাধ্য করিবেন, এ সঙ্কল্প তো তাঁহার ছিলই ; কিন্তু প্রথমেই টাকার কথা বলিলে পাহারাওয়াল। বিরক্ত হইতে পারে মনে করিয়া নানাবিধ তোষামোদ-বাক্যে প্রথমে তাহাকে খুশী করার চেষ্টা করিলেন (৪-৫ পয়ারে) ; এই দুই পয়ারে সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন যে, নিজে উদ্ধোগ করিয়া যদি কেহ কোনও বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভগবান তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া দেন ; এইরূপে পাহারাওয়ালার চিন্তে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তিনি স্বীয় মুক্তির নিমিত্ত তাহাকে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর সনাতন-কর্ত্ত্বক পাহারাওয়ালার উপকারের কথা উল্লেখ করিয়াও সনাতনের প্রত্যুপকারে পাহারা-ওয়ালাকে উন্মুখ করাইবার চেষ্টা করিলেন (৬ষ্ঠ-পয়ারে)—পাহারাওয়াল। যেন মনে করিতে পারে, সনাতনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহার একটা কর্ত্তব্য। এই দুই উপায়ে পাহারাওয়ালার চিন্তা জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি টাকার কথা বলিলেন (৭ম-পয়ার) ।

জিন্দাপীর—জীবিত পীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষ ।

কেতাব-কোরাণ শাস্ত্রে—মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থে ।

আছে তোমার জ্ঞান—তুমি বেশ অভিজ্ঞ ।

সনাতন পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—“তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ; কোরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তো তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছেই, তাহা ছাড়া সাধনেও তুমি সিদ্ধ মহাপুরুষ ।” বলা বাহুল্য, এ সমস্ত খোসামোদ-বাক্য মাত্র ।

এক বন্দী—কারাবদ্ধ একজন লোককেও । নিজধন দিয়া—নিজের টাকা দিয়া । “নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া পুণ্যজনক কাজ মনে করিয়া । সংসার হইতে—সংসার-বন্ধন হইতে ; জন্মমৃত্যু হইতে । গোসাঞা—ঈশ্বর ।

“তুমি তো ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞান ; ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিয়াছ—যে ব্যক্তি একজন বন্দীকেও কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, ভগবান্ও সে ব্যক্তিকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন ; তুমি সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ; তুমি কি আমাকে মুক্তি দিয়া স্বীয় উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবে না ?”

৬। পূর্বে ইত্যাদি—পূর্বে—শ্রীসনাতন যখন রাজমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁহার অন্তর্গত এই যবন কারারক্ষী একবার মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল । ছাড়ি—কারাগার হইতে ছুটাইয়া দিয়া । প্রত্যুপকার—উপকারীর উপকার ।

পাঁচসহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার ।
 পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৭
 তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয় ।।
 তোমাতে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয় ॥ ৮
 সনাতন কহে—তুমি না কর রাজভয় ।
 দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আইসয় ॥ ৯
 তাঁহাকে কহিও—‘সেই বাহুকৃত্যে গেল ।
 গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি কাঁপ দিল ॥ ১০
 অনেক দেখিল, তার লাগি না পাইল ।
 দাঁড়কা সহিত ডুবি কাহাঁ বহি গেল ॥’ ১১

কিছু ভয় নাহি, আমি এদেশে না রব ।
 দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব ॥’ ১২
 তথাপি যবন-মল প্রসন্ন না দেখিল ।
 সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥ ১৩
 লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ।
 রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাঁড়কা কাটিয়া ॥ ১৪
 গড়িয়ার পথ ছাড়িল, নারে তাহা বাইতে ।
 রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতরা পর্বতে ॥ ১৫
 তথায় এক ভূমিক হয়, তার ঠাঞি গেল ।
 “পর্বত পার কর আমা” বিনতি করিলা ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যে পাহারাওয়ালার একটা কর্তব্য, ইহাই এই পয়ারে সনাতন পাহারাওয়ালাকে বুঝাইলেন ।

৭। সর্বশেষে টাকার কথা বলিতেছেন । “আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব ; তাহা গ্রহণ কর ; তোমার পুণ্যও হইবে, অর্থলাভও হইবে ; আমাকে ছাড়িয়া দাও ।”

৮। রাজভয়—রাজা আমাকে শাস্তি দিবেন, এই ভয় ।

৯-১১। দক্ষিণ গিয়াছে—দক্ষিণদেশে (উড়িষ্যাদেশে ২১৯২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য) যুদ্ধ করিতে গিয়াছে ।
 যদি লেউটি আইসয়—যদি ফিরিয়া আসে । যুদ্ধে গিয়াছে, ফিরিয়া না আসিতেও পারে, যদিহে আসে ।
 বাহুকৃত্যে—মলত্যাগ করিতে । দাঁড়কা—হাতের বেড়ী । কাহাঁ বহি গেল—শ্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গেল জানিনা ।

“তুমি রাজাকে বলিবে—সনাতন গঙ্গার নিকটে মলত্যাগ করিতে গিয়াছিল ; আমিও সঙ্গে ছিলাম ; তাহার হাতে বেড়ীও ছিল ; কিন্তু গঙ্গা দেখিয়াই সনাতন গঙ্গায় কাঁপাইয়া পড়িল ; আমি অনেক অমুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে আর পাইলাম না ; শ্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না ; হাতে বেড়ী থাকায় বোধ হয় সাঁতার দিতেও পারে নাই । হয়তো গঙ্গাগর্ভেই ডুবিয়া মরিয়াছে । এসব কথা বলিলে—তোমার দোষ ছিল না বুঝিয়া এবং আমি মরিয়া গিয়াছি মনে করিয়া রাজা তোমাকে আর শাস্তি দিবেন না ।”

১২। সনাতন আরও বলিবেন—“তুমি কোনও চিন্তা করিও না ; পাৎসাহ আর কখনও আমাকে দেখিতে পাইবেন না ; কারণ আমি এদেশেই থাকিব না ; আমি ফকির হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব ।” দরবেশ—ফকির ; সন্ন্যাসী । মক্কায়—মুসলমানদের তীর্থস্থান । প্রহরী মুসলমান বলিয়া সনাতন মুসলমানতীর্থের নাম করিলেন । হৃদয়ের অভিপ্রায় তীর্থস্থান ।

১৩। রাশি কৈল—একত্র করিলেন ।

১৫। গড়িয়ার—গড়ের দ্বার ; গড়—পরিখা । হুসেন সাহের রাজধানী গোড়-নগরের গড়ের (অর্থাৎ পরিধার) দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল, সর্বসাধারণে তাহাকে গড়িয়ার পথ বলিত (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী) । গড়িয়ার দিয়াই প্রসিদ্ধ পথ ; সে স্থানে রাজার প্রহরী আছে বলিয়া ধরা পড়ার ভয়ে সনাতন সেই পথে যাইতে পারেন না । অপ্রসিদ্ধ পথে চলিয়া চলিয়া পাতড়া-নামক পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

১৬। তথায়—পাতড়াপর্বতে । ভূমিক—ভূমির মালিক । বিনতি—বিনয় ।

সেই ভূঞা-সঙ্গে হয় হাথগণিতা ।
 ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এক কথা—॥ ১৭
 ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অফমোহর হয় ।
 শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়—॥ ১৮
 রাত্রে পর্বত পার করিব নিজলোক দিয়া ।
 ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ ১৯
 এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান ।
 সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২০
 দুই উপবাসে কৈল রন্ধন-ভোজনে ।
 রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে—॥ ২১
 এই ভূঞা কেনে মোর সম্মান করিল ?
 এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল—॥ ২২
 তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছে ?
 ঈশান কহে—মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥ ২৩
 শুনি সনাতন তারে করিল ভৎসন—
 সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ? ॥ ২৪
 তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ।
 ভূঞা-কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া—॥ ২৫
 এই সাত সুবর্ণমোহর আছিল আমার ।
 ইহা লঞা ধর্ম দেখি কর মোরে পার ॥ ২৬

রাজবন্দী আমি—গড়িদার যাইতে না পারি ।
 পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ পার করি ॥ ২৭
 ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে ।
 অফমোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৮
 তোমা মারি মোহর আজি লইতাম রাত্রে ।
 ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলুঁ পাপ হৈতে ॥ ২৯
 সম্ভৃষ্ট হইলাম আমি—মোহর না লইব ।
 পুণ্য-লাগি পর্বত তোমা পার করি দিব ॥ ৩০
 গোসাঞি কহে—কেহো দ্রব্য লৈবে আমা মারি ।
 আমার প্রাণরক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥ ৩১
 তবে গোসাঞির সঙ্গে ভূঞা চারি পাইক দিলা
 রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার কৈল ॥ ৩২
 পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে—
 জানি শেষদ্রব্য কিছু আছে তোমাস্থানে ? ৩৩
 ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ ।
 গোসাঞি কহে—মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ ॥ ৩৪
 তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা ।
 হাতে করোয়া, ছিঁড়া কান্ধা নির্ভয় হইলা ॥ ৩৫
 চলিচলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
 সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যানভিতরে ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

১৭। ভূঞা—ভূমিক । হাথগণিতা—যে ব্যক্তি হাত দেখিয়া সমস্ত বিষয় গণিয়া বলিতে পারে ।
 ১৮। হাতগণিতা গণিয়া বলিল—এই লোকটির (সনাতনের) নিকটে আটটি সোনার মোহর আছে ।
 ২২। সনাতন মনে করিলেন—“আমি এই ভূঞার সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক ; ছদ্মবেশে আসিয়াছি—
 নিতান্ত দরিদ্রের বেশে ; তথাপি এই লোকটি আমাকে এত সম্মান করিতেছে কেন ? তবে কি আমার বা আমার
 ভৃত্য ঈশানের নিকটে টাকা পয়সা আছে বলিয়া মনে করিয়াছে ? আমার নিকটে তো কিছুই নাই ; ঈশানের
 নিকটে কি কিছু আছে ?” ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ঈশান—সনাতনের সঙ্গী
 ভৃত্যের নাম ।

৩২। পাইক—গ্রহরী ।

৩৫। করোয়া—জলপাত্রবিশেষ । কান্ধা—কাঁধা । নির্ভয় হৈলা—মূল্যবান কিছু সঙ্গে নাই বলিয়া
 দল্ল-তঙ্করের ভয় তাঁহার আর ছিল না ।

৩৬। হাজিপুরে—একটি স্থানের নাম ; ইহা সম্ভবতঃ মজফরপুর জেলায় । উদ্যান—বাগান ।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম ।
 গোসাঞির ভগিনীপতি—করে রাজকাম ॥ ৩৭
 তিনলক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
 ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাংশার স্থানে ॥ ৩৮
 টুঙ্গীর উপর বসি সেই গোসাঞিঃক দেখিল ।
 রাত্রে একজনসঙ্গে গোসাঞিঃ পাশ আইল ॥ ৩৯
 দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
 ছুটিবার বাত গোসাঞিঃ সকলি কহিল ॥ ৪০
 তেঁহো কহে—দিন-দুই রহ এই স্থানে ।
 ভদ্র কর ছাড় এই মলিন বসনে ॥ ৪১
 গোসাঞিঃ কহে—এক ক্ষণ ইহাঁ না রহিব ।
 গঙ্গা পার করি দেহ—এক্ষণি চলিব ॥ ৪২

যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
 গঙ্গা পার করি দিল, গোসাঞিঃ চলিল ॥ ৪৩
 তবে বারাণসী গোসাঞিঃ আইলা কথোদিনে ।
 শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ৪৪
 চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা ।
 মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা— ॥ ৪৫
 দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে ।
 চন্দ্রশেখর দেখে—বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে ॥ ৪৬
 ‘দ্বারে বৈষ্ণব নাহি’ প্রভুরে কহিল ।
 ‘কেহো হয় ?’ করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৭
 তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে ।
 ‘তাঁরে আন’ প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে— ॥ ৪৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩৭। সনাতনের ভগিনী-পতি শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন ; তিনি ছিলেন পাংশাহের কর্মচারী—পাংশাহের ঘোড়া সরবরাহ করিতেন । শ্রীপাদ সনাতনের এক ভগিনী ছিলেন ; তাঁহাকেই শ্রীকান্তের নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল (২।১৩।২৩-২৪ পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

৩৯। টুঙ্গী—উচ্চস্থানবিশেষ । শ্রীকান্ত উচ্চস্থান হইতে উঠানের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনকে দেখিলেন ; সনাতনের ছদ্মবেশ দেখিয়া কোনও গোপনীয় রহস্ত অহুমান করিয়া শ্রীকান্তও একজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে গোপনে আসিয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ।

৪০। ইষ্টগোষ্ঠী—আলাপাদি । ছুটিবার বাত—কি ভাবে সনাতন কারাগার হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তাহা ।

৪১। তেঁহো কহে—শ্রীকান্ত সনাতনকে বলিলেন । ভদ্র কর—ক্ষৌরী হও । কারাগারে ছিলেন বলিয়া সনাতন অনেক দিন যাবৎ ক্ষৌরী হইতে পারেন নাই ; তাই তাঁহার গৌফ দাঁড়ি খুব বড় হইয়াছিল ; এজ্জা শ্রীকান্ত তাঁহাকে ক্ষৌরী হইতে বলিলেন । মলিন বসনে—ময়লা কাপড় ।

৪৪। বারাণসী—কাশী । শ্রীপাদ সনাতন কাশীতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুও কাশীতেই আসিয়াছেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল—প্রভুর চরণদর্শন পাইবেন ভাবিয়া ।

৪৫-৬। প্রভু যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন, তাহাও সনাতন জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে বসিলেন । তখন প্রভু ছিলেন চন্দ্রশেখরের গৃহের অভ্যন্তরে ; অন্তর্যামী প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—“চন্দ্রশেখর । তোমার দ্বারে এক বৈষ্ণব আসিয়াছেন ; তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস ।” চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—কোনও বৈষ্ণব নাই । সনাতনের দেহে তখন তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ছিল না বলিয়াই চন্দ্রশেখর সনাতনকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন নাই ।

৪৮। দরবেশ—মুসলমান ফকির । সনাতনের গৌফ দাঁড়ি, ভোটকম্বল ও করোয়া দেখিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকে মুসলমান ফকির বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।

প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ ।
 শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥ ৪৯
 তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা ।
 তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫০
 প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন ।
 ‘মোরে না ছুঁইহ’ কহে গদগদ বচন ॥ ৫১
 দুইজনে গলাগলি রোদন অপার ।
 দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ ৫২
 তবে প্রভু তাঁর হাথ ধরি লঞা গেলা ।
 পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥ ৫৩
 শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ-সম্মার্জন ।
 তেঁহো কহে—মোরে প্রভু ! না কর স্পর্শন ॥ ৫৪

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ।
 ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৫
 তথাহি (ভাঃ ১।১৩।১০)—
 ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
 তীর্থীকূর্কস্তু তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা ॥ ২
 তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।১১)—
 ন মেহভক্তশ্চতুর্কেদী মদ্বক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
 তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুহুম্ ॥ ৩
 তথাহি (ভাঃ ৭।১।১০)—
 বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
 পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠন্ ।
 মন্ত্রে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
 প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

এবং ভক্ত্যেব কেবলয়া হরেশ্বাযঃ সম্ভবতীত্যাঙ্কং ইদানীং ভক্তিং বিনা নাশ্চ কিঞ্চিৎ ততোষহেতুরিত্যাহ
 বিপ্রাদিতি । পূর্বেকোক্তা ধনাদয়ো যে বিষড়্গুণা শ্বেতব্রূক্তাদ্বিপ্রাদপি স্বপচং বরিষ্ঠং মন্ত্রে । যদ্বা সনৎকুমারোক্তা
 দ্বাদশ-ধর্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যঃ । তদ্বক্তং মহাভারতে । ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাংস্ত্র্যাং হ্রীস্তিতিক্ষাহনমূয়া । যজ্ঞশ্চ
 দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণশ্রেতি । কথন্তুতাং বিপ্রাং অরবিন্দনাভশ্চ পাদারবিন্দবিমুখাং । কথন্তুতং
 স্বপচং তন্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং হিহিতং কর্ম । বরিষ্ঠশ্চে হেতুঃ স এবন্তুতঃ স্বপচঃ সর্বং কুলং
 পুনাতি ভুরিমানো গর্কো যন্ত সতু বিপ্রঃ আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলম্ । যতো ভক্তিহীনশ্চ এতে গুণাঃ গর্কায়ৈব
 ভবন্তি ন শুদ্ধয়ে অতো হীন ইতি ভাবঃ । স্বামী । ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৫১। মোরে না ছুঁইহ—ভক্তি-প্রণোদিত দৈন্তবশতঃ সনাতন বলিলেন—“প্রভু, আমি অস্পৃশ্য পামর,
 তোমার স্পর্শের অযোগ্য ; আমাকে স্পর্শ করিও না ।”

গদগদ বচন—প্রেমাবেশবশতঃ গদগদ বচন ।

৫৩। পিণ্ডা—ঘরের বাহির দাওয়া । আপন পাশে—কোনও গ্রন্থে “তারে আসনে” পাঠ আছে ।

৫৫। শোধিতে—পবিত্র করিতে ।

শ্লো। ২। অম্বয় । অম্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

ভক্তগণ ভক্তিবলে যে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করিতে পারেন, স্মৃতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেও পবিত্র করিতে পারেন,
 এই ৫৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

শ্লো। ৩। অম্বয় । অম্বয়াদি ২।১।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৪। অম্বয় । অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাং (অরবিন্দ-নাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিমুখ) বিষড়্গুণ-
 যুতাং (দ্বাদশগুণযুক্ত) বিপ্রাং (ব্রাহ্মণ হইতে) তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মন, বাক্য,
 চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ) স্বপচং (স্বপচকে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) মন্ত্রে (মনে করি) ; [যতঃ]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(যেহেতু) সঃ (তিনি—সেই ঋপচ) কুলং (কুলকে) পুনাতি (পবিত্র করেন), তু (কিন্তু) ভুরিমানঃ (অতিশয় গর্ভযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ) ন (না—পারেন না) ।

অনুবাদ । শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিরহিত দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ ঋপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি ; যেহেতু, এতাদৃশ ঋপচও স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন ; কিন্তু অতিশয় গর্ভযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না ।” ৪

অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ—অরবিন্দের (পদ্মের) ছায় (সুন্দর ও সুগন্ধি) নাভি বাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদ (চরণ) রূপ অরবিন্দ (কমল) হইতে বিমুখ, শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন (ব্রাহ্মণ হইতে) । **দ্বিষড়্গুণ-মুতাৎ—**দ্বিগুণিত ষড়্গুণ অর্থাৎ দ্বাদশ গুণযুক্ত (ব্রাহ্মণ হইতে) । ধর্ম, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম), তপঃ, মাংসবর্জ্যভাব, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (দুঃখ-সহনশীলতা), অমৃয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহবার ও উপস্থের বেগ সম্বরণ) ও ক্ষত (বেদাধ্যয়ন)—এই দ্বাদশটি হইল ব্রাহ্মণের গুণ । এই বারটি গুণ বাঁহার আছে, এরূপ কোনও ব্রাহ্মণও যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাদৃশ বিপ্রাৎ—ব্রাহ্মণ হইতেও ঋপচং—ঋপচকে, কুকুর-মাংসভোজী নীচজাতীয় ব্যক্তিবিশেষকে বরিস্তং—শ্রেষ্ঠ মন্ত্ৰে—মনে করি । ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ একথা বলিতেছেন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে । অবশ্য ঋপচ-মাত্রই যে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে । কিরূপ ঋপচ শ্রেষ্ঠ, তাহাও শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন । **তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং—**তাঁহাতে (পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণে) অর্পিত হইয়াছে মন, বচন (বাক্য), ঈহিত (কাঙ্ক্ষা চেষ্টা), অর্থ এবং প্রাণ বাঁহার—যিনি সম্যকরূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সর্বোত্তমভাবে বাঁহার কাম্য, তাই বাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তাতে ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির চিন্তাতেই ব্যাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণকথাব্যতীত বাঁহার বাক্য অস্ত কোনও কথায় রত হয় না, শ্রীকৃষ্ণসেবার অমুকুল কার্য্যই যিনি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত রাখেন, বাঁহার অর্থ-সম্পত্তিও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই নিয়োজিত হয় এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্তই যিনি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন—বাঁহার প্রাণ-ধারণের অস্ত কোনও উদ্দেশ্যই নাই—সেই পরম ভক্ত যে ঋপচ—তিনি মূর্খ হইলেও, দ্বাদশ-গুণযুক্ত পণ্ডিত অথচ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সামাজিক হিসাবে হয়তো ঋপচ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সম্মান বেশী ; সেই ব্রাহ্মণ যদি আবার ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশ গুণের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে সমাজে সাধারণ লোকের নিকটে তাঁহার হয়তো খুব বেশী সম্মান হইতে পারে—তিনি ভগবানে ভক্তিহীন হইলেও, সম্যকরূপে ভগবদ্বহির্মুখ হইলেও সমাজে হয়তো তাঁহার অনাদর হইবে না, শ্রেষ্ঠব্যক্তি বলিয়াই হয়তো তিনি সাধারণ লোকের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন । কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রীপ্রহ্লাদ যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি সামাজিক সম্মান নহে—তাঁহার ভিত্তি হইয়াছে চিন্তের পবিত্রতা এবং অপরকে পবিত্র করিবার শক্তি । এই শক্তির ও পবিত্রতার উৎস হইল ভগবানে ভক্তি । ভক্তি বাঁহার আছে, সেই ঋপচও—যিনি সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত হেয়, আভিজাত্যাভিমानी ব্যক্তিগণ অপবিত্র অস্পৃশ্য বলিয়াই বাঁহাকে মনে করেন, ভক্তিমান হইলে সেই ঋপচও—দ্বাদশগুণাশ্রিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, যদি সেই ব্রাহ্মণের ভক্তি না থাকে । কারণ, শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—ভক্তিমান ঋপচও স্বীয় ভক্তির প্রভাবে কেবল নিজেই পবিত্র হইয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি স্বীয় কুলং—ঋপচ কুলকে, যে কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই কুলকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন । কিন্তু যিনি ভক্তিহীন, তাদৃশ ভুরিমানঃ—বংশমর্যাদার গর্বে, ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশগুণাদির গর্বে যিনি অত্যন্ত গর্বিত, তাদৃশ ব্রাহ্মণ স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন না ; স্বীয় কুলকে পবিত্র করাতো দূরের কথা, তিনি নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না ; যেহেতু, যে ভক্তির প্রভাবে জীব পবিত্র হয়, অপরকেও পবিত্র করিতে পারে, সেই ভক্তি তাঁহার নাই । গৃহে লক্ষ-লক্ষ টাকার উপকরণ থাকিতে পারে, কিন্তু দীপের অভাবে তাহা অন্ধকারই থাকিয়া যাইবে, লক্ষ টাকার উপকরণ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে পারিবে না ।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।

সর্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৫৬

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩২)—

অঙ্কোঃ ফলং স্বাদৃশদর্শনং হি

তষাঃ ফলং স্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।

জিহ্বাফলং স্বাদৃশকীর্তনং হি

সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৫

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।

কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত-পাবন ॥ ৫৭

মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।

কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গন্তীর অপার ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অঙ্কোরিতি। স্বাদৃশানাং কথঞ্চিদুদয়করণবতামপি দর্শনমেবাঙ্কোঃ ফলম্। এবমত্রাপি। যতঃ লোকে স্বর্গমর্ত্যপাতালে ভাগবতাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ সুদুর্লভাঃ ভবন্তি। শ্লোকমালা।

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তির প্রভাবে তত্ত্ব যে অপরকেও পবিত্র করিতে পারেন, এই ৫৫-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। সর্বেন্দ্রিয় ফল—তোমাকে স্পর্শ করাই স্বর্গপ্রিয়ের, তোমাকে দর্শন করাই চক্ষুর, তোমার গুণ গান করাই জিহ্বার, তোমার গুণমহিমা শ্রবণ করাই কর্ণের, তোমার গাত্র-গন্ধাদি গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। যেহেতু, তুমি ভক্ত। পরবর্তী শ্লোক এই পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অয়। স্বাদৃশদর্শনং (তোমার মতন লোকের দর্শন) হি (ই) অঙ্কোঃ (চক্ষুর) ফলং (ফল), স্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (তোমার মতন লোকের গাত্রস্পর্শই) তষাঃ (দেহের) ফলং (ফল), স্বাদৃশকীর্তনং (তোমার মতন লোকের গুণাদিকীর্তন) হি (ই) জিহ্বাফলং (জিহ্বার ফল); হি (যেহেতু) লোকে (লোকমধ্যে) ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্ত) সুদুর্লভাঃ (সুদুর্লভ)।

অনুবাদ। পৃথিবী প্রহ্লাদকে বলিলেন—হে প্রহ্লাদ! তোমার মতন লোকের (ভক্তের) দর্শনই চক্ষুর ফল (অর্থাৎ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গাত্রস্পর্শই দেহের ফল (গাত্রস্পর্শই দেহের সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গুণাদি কীর্তনই জিহ্বার ফল (গুণাদিকীর্তনেই জিহ্বার সার্থকতা); যেহেতু জগতে ভগবদ্ভক্তেরাই সুদুর্লভ। ৫

জগতে যাহা সুদুর্লভ—সহজে পাওয়া যায় না—তাহা যদি ইঞ্জিয়ার বিপরীত হইত, তাহা হইলেই ইঞ্জিয়ার চরম-সার্থকতা। ভগবদ্ভক্ত জগতে অতি দুর্লভ; কারণ যে ভক্তির কৃপায় লোক ভক্ত হইতে পারে, সেই ভক্তিই সুদুর্লভা (ভ, র, সি, ১।১২২); ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি যে পর্যন্ত চিত্তে থাকিবে, সেই পর্যন্ত ভক্তির কৃপা লাভ হইতে পারে না, ভক্তির কৃপাব্যতীতও কেহ প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য হইতে পারে না; কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বাহার নাই, এরূপ লোক জগতে অতি বিরল; তাই ভক্তও অতি দুর্লভ। এরূপ অবস্থায় যদি কখনও কোনও ভাগ্যে কোনও ভক্ত কাহারও ইঞ্জিয়-পথবর্তী হন, তাহা হইলেই তাহার ইঞ্জিয়ার সার্থকতা। পূর্ববর্তী ৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ববর্তী ৫৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। কৃষ্ণকে কেন দয়াময় বলা হইল, তাহার কারণ পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৫৮। রৌরব—এক রকম নরক; ইহা জলন্ত অগ্নারে পরিপূর্ণ, দুই হাজার যোজন বিস্তৃত; পাপীকে এই নরকে চলাফেরা করিতে হয়। মহারৌরব—সংসাররূপ মহারৌরব; সংসার-যন্ত্রণাকে রৌরবের যন্ত্রণার তুল্য মনে করিয়া সংসারকে মহারৌরব বলা হইয়াছে। অথবা, সংসারে থাকিয়া নামামোহে মুগ্ধ হইয়া জীব এমন সব কার্য

সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ।
 আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥ ৫৯
 ‘কেমনে ছুটিলা ?’ বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল ।
 আত্মোপাস্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল ॥ ৬০
 প্রভু কহে—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা ।
 রূপ অনুপম দৌহে বৃন্দাবন গেলা ॥ ৬১
 তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে ।
 প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দৌহারে ॥ ৬২
 তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল আলিঙ্গন ।
 প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ! ॥ ৬৩
 চন্দ্রশেখরে প্রভু কহে বোলাইয়া ।

এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহা লৈয়া ॥ ৬৪
 ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।
 শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৬৫
 সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।
 শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৬৬
 মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে ।
 সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্র ঘরে ॥ ৬৭
 পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা ।
 সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৬৮
 মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ।
 তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

করে, যাহার ফলে তাহাকে রৌরব-নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ; এজন্ত সংসারকে (রৌরবের হেতু বলিয়া) মহারৌরব বলা হইল । অথবা, এহলে রৌরবশব্দে কারাগারও হইতে পারে ।

গম্ভীর অপার—কৃপার সমুদ্র অতি গম্ভীর এবং অতি বিস্তৃত ; ইহার তল নাই, পার নাই ।

৫৯ । প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন—“প্রভু, আমি কৃষ্ণকে জানি না, আমি জানি তোমাকে ; কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না ; তবে তোমার কৃপাতেই যে আমি উদ্ধার পাইয়াছি, ইহাই আমি জানি ।”

উদ্ধার-হেতু—উদ্ধারের কারণ ।

৬০ । কেমনে ছুটিল—কারাগার হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলেন ।

৬১ । শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত প্রয়াগে যে প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, প্রভু সনাতনকে তাহা বলিলেন ।

৬৪ । এই বেশ—সনাতনের গৌর-দাঁড়ি ও ছেঁড়া মলিন বস্ত্রাদি ।

৬৫ । ভদ্র করাইয়া—ক্ষৌরী করাইয়া । শেখর—চন্দ্রশেখর ।

৬৬ । আনন্দ অপার—নূতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি দ্বারা সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন । দাস-গোস্বামীকে প্রভু বলিয়াছিলেন—“ভাল না থাইবে আর না ভাল পরিবে । ৩৬২৩৪৪” ভাল থাওয়ার, ভাল পরার জন্ত ইচ্ছা থাকিলে, তাহাতেই চিন্তের আবেশ জন্মে, এজন্ত নিষেধ করিয়াছেন । ভালদ্রব্যে সনাতনের আবেশ নাই দেখিয়া প্রভু আনন্দিত হইলেন ।

সনাতন স্বীয় জীর্ণ মলিন বস্ত্রই পরিয়া রহিলেন ।

৬৭ । মধ্যাহ্ন করি—মধ্যাহ্নের স্নানাদি কৃত্য সমাধা করিয়া । ভিক্ষা—আহার । প্রভু তপনমিশ্রের গৃহেই আহার করিতেন ।

৬৯ । কৃত্য—নিত্য কৃত্য কিছু বাকী আছে ; সে কাজ নির্বাহ করিয়া পরে প্রসাদ পাইবে । মনের উদ্দেশ্য এই :—প্রভুর সঙ্গে বসিলে, আহারের পূর্বে প্রভুর ভুক্তাবশেষ পাইবে না ; এজন্তই কৃত্য বাকী আছে বলিয়া সনাতনকে তখন বসিতে দিলেন না ; প্রভুর আহারের পরে, প্রভুর শেষপাত্র (ভুক্তাবশেষ) মিশ্র কৃপা করিয়া সনাতনকে দিবেন ।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল ।
 মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ ৭০
 মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন ।
 বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন ॥ ৭১
 মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ।
 নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ ৭২
 তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিল ।
 তেঁহো দুই বহির্বাস কোপীন করিল ॥ ৭৩
 মহারাত্রী দ্বিজে প্রভু মিনাইলা সনাতনে ।
 সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে— ॥ ৭৪
 সনাতন । তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে ।

তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥ ৭৫
 সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব ।
 ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ? ৭৬
 সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।
 ভোটকঞ্চলপানে প্রভু চাহে বারেবার ॥ ৭৭
 সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায় ।
 ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥ ৭৮
 এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।
 এক গোড়িয়া কাত্মা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে ॥ ৭৯
 তারে কহে—আরে ভাই । কর উপকারে ।
 এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

৭০ । শেষপাত্র—ভুক্তাবশেষ ।

৭২ । নিজ-পরিধান—তোমার নিজের পরণের ; যাহা তুমি নিজে ব্যবহার করিয়াছ, এরূপ ।

৭৩ । মিশ্রের দেওয়া পুরাতন কাপড় খানিকে চিরিয়া দুইখণ্ড করিলেন ; এক খণ্ড দ্বারা কোপীন ও অপর খণ্ড দ্বারা বহির্বাস করিলেন ।

৭৪ । মহানিমন্ত্রণ—দীর্ঘকালের জ্ঞাত নিমন্ত্রণ ।

৭৬ । ব্রাহ্মণের ঘরে—প্রত্যেক দিন আহার করিয়া ব্রাহ্মণকে উদ্বেগ দেওয়া এবং ব্রাহ্মণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নহে ভাবিয়া সনাতন একথা বলিলেন । ঘরে ঘরে অন্ন অন্ন করিয়া ভিক্ষা (মাধুকরী) করিয়া আনিলে কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়াও হইবে না, বিশেষতঃ অভিমানের শেষ যদি কিছু থাকে, তাহাও দূর হইবে—ইহা ভাবিয়াই তিনি মাধুকরীর কথা বলিলেন ।

মাধুকরী—মধুকর অর্থ ভ্রমর ; ভ্রমর ফুলের মধু খায় ; কিন্তু একটীমাত্র ফুল হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত মধু সংগ্রহ করে না ; ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে অন্ন অন্ন করিয়া মধু সংগ্রহ করে । এইরূপে মধুকরের তায়—যাঁহারা একই গৃহস্থের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত আহাৰ্য্য গ্রহণ করেন না, পরন্তু অন্ন অন্ন করিয়া—গৃহস্থ অনায়াসে দু'এক মুষ্টি যাহা দিতে পারে, তাহাই—সংগ্রহ করিয়া ভজনের জন্ত জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদের এইরূপ আচরণকে মাধুকরী (মধুকরের তায়) বৃত্তি বলে । অধিক পরিমাণ দাবী করিয়া কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া মাধুকরী-বৃত্তি-বিরোধী ।

৭৭ । ভোটকঞ্চল—সনাতনের ভোটকঞ্চল । প্রভু বরাবরই সনাতনের ভোটকঞ্চলের দিকে চাহিতে লাগিলেন ; সনাতনের বৈরাগ্যের সঙ্গে মূল্যবান ভোটকঞ্চল মানায় না, ইহাই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টির অভিপ্রায় । বলা বাহুল্য, এই ভোটকঞ্চল সনাতন নিজে ইচ্ছা করিয়া আনেন নাই ; তিনি ছেঁড়া কাঁথাই সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; তাহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে ছেঁড়া কাঁথা ছাড়াইয়া ভোটকঞ্চল দিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৩৫-৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য) ।

৭৮ । প্রভুরে না ভায়—প্রভুর পছন্দ হয় না । ভোটত্যাগ—ভোটকঞ্চল ত্যাগ ।

৭৯ । মধ্যাহ্ন করিতে—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিতে । গোড়িয়া—গোড় (বজ্র) দেশবাসী কোনও নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি ।

সেই কহে—হাস্ত কর প্রামাণিক হঞা ? ।

বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ? ॥ ৮১

তৈহো কহে—হাস্ত নহে কহি সত্যবাণী ।

ভোট লেহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥ ৮২

এত বলি কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া ।

গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৩

প্রভু কহে—তোমার ভোটকঞ্চল কোথা গেল ।

প্রভু পদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৪

প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার ।

বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৮৫

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ ।

রোগ খণ্ডি সত্বৈজ্ঞ না রাখে শেষ রোগ ॥ ৮৬

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস ।

ধর্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥ ৮৭

গোসাঞি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ ।

তঁার ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥ ৮৮

প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।

তঁার কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৮৯

পূর্বের ঘৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল ।

তঁার শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টকা ।

৮১। সনাতন যখন গোড়ীয়ার নিকটে ভোটকঞ্চলের পরিবর্তে ছেঁড়া কাঁথা চাহিলেন, গোড়ীয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; তিনি মনে করিলেন—সনাতন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছেন ; মূল্যবান ভোটকঞ্চলের পরিবর্তে কেহ যে ছেঁড়া কাঁথা চাহিতে পারে, তাহা কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায় ? হাস্ত—উপহাস ; ঠাট্টা । প্রামাণিক—গণ্যমান্য ব্যক্তি ।

৮৪। সবকথা—কি জ্ঞাত এবং কিরূপে তিনি ভোটকঞ্চলের পরিবর্তে কাঁথা লইলেন, তৎসমস্ত কথা ।

৮৬। যিনি ভাল চিকিৎসক, তিনি যেমন কোনও রোগীর রোগ চিকিৎসা করিতে যাইয়া তাহাকে সম্যক্রূপেই রোগমুক্ত করেন, রোগের কিঞ্চিৎ অবশেষও যেমন কখনও রাখেন না ; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যখন তোমার বিষয় খণ্ডাইয়া দিয়াছেন, বিষয়-ভোগের শেষ চিহ্ন স্বরূপ ভোটকঞ্চলই বা তিনি আর তোমার জ্ঞাত রাখিবেন কেন ?

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে চিন্তে ভোগবাসনা জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়াই শ্রীপাদ সনাতনের মঙ্গলকামী প্রভু তাঁহার ভোটকঞ্চল পছন্দ করেন নাই । শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সমস্ত বস্তুই মলববৎ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, পশ্চিমধ্যে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তই তাঁহাকে একখানি ভোটকঞ্চল দিয়াছিলেন ; এই কঞ্চল ব্যতীত অপর কোনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু তাঁহার নিকট ছিল না বলিয়াই কঞ্চলকে “শেষ বিষয়” বলা হইয়াছে ।

সত্বৈজ্ঞ—উত্তম বৈজ্ঞ (চিকিৎসক) । শেষ রোগ—রোগের অবশেষ ।

৮৭। যিনি মাধুকরী মাগিয়া থাকেন, তিনি যদি তিন টাকা মূল্যের ভোটকঞ্চল পায়ে দেন, তাহা হইলে লোকেও তাহাকে ঠাট্টা করিবে এবং তাঁহার বৈরাগ্য-ধর্মেরও হানি হইবে । ধর্মহানি—বৈরাগ্য-ধর্মের হানি ।

৮৮। গোসাঞি কহে—প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন গোস্বামী বলিলেন ।

প্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—“কৃষ্ণই তোমার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন (৮৫ পয়ার) ।” সনাতন এই পয়ারে যাহা বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—কৃষ্ণ নহেন, প্রভুই তাঁহার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন ।

৮৯। ভগবৎ-কৃপা না হইলে তত্ত্ব-নিরূপণ তো দূরের কথা, তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও জীবের সামর্থ্য হয় না, ইহাই এই পয়ারের মর্ম । প্রশ্ন করিতে—তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ।

৯০। পূর্বে—দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে অবস্থান-সময়ে । রায়-পাশ—রায়রামানন্দের নিকটে । তাঁর শক্ত্যে—প্রভুর শক্তিতে ; প্রভুর কৃপায় ।

ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ।

আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব-নিরূপণ ॥ ৯১

তথাহি—

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্যভক্তিরসাশ্রয়ম্ ।

তত্ত্বং সনাতনায়ৈশঃ কৃপয়োপদিদেশ সং ॥ ৬ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।

দৈন্ত্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা— ॥ ৯২

নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম ।

কুবিষয়-কূপে পড়ি গোড়াইনু জনম ॥ ৯৩

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ।

গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাহি সত্য মানি ॥ ৯৪

কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।

আপন কৃপাতে কহ 'কর্তব্য আমার' ॥ ৯৫

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ? ।

ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয় ?" ॥ ৯৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সং ঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সনাতনায়ৈতি তুঙ্গভাদি চতুর্থী সনাতনং জ্ঞাপয়িতুং বোধয়িতুং কৃষ্ণ-স্বরূপাদিকাশ্রয়ং তত্ত্বং কৃপয়া উপদিদেশ উপদিষ্টবান্ অথবা নিমিত্তচতুর্থী সনাতনং নিমিত্তং কৃপা অত্যান্ উপদিষ্টবান্ । তত্র স্বরূপং পরমানন্দঃ, মাধুর্যং অসমোক্তিতয়া সর্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপ-গুণ-লীলাদি-সৌষ্টব্যম্, ঐশ্বর্যং অসমোক্তানন্ত-স্বাভাবিক-প্রভুতা, ভক্তিরসঃ এতেষাং আশ্রয়ং তত্ত্বং তান্ আশ্রিতবস্তৃত্বমিত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৯১ । ইহা—এই স্থানে ; কাশীতে ।

শ্লো। ৬ । অম্বয় । সং (সেই) ঙ্গঃ (ঙ্গর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) সনাতনায় (সনাতনকে) কৃষ্ণ-স্বরূপমাধুর্যৈশ্বর্যভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, ভক্তিরস—এসমস্তের আশ্রয়-স্বরূপ) তত্ত্বং (তত্ত্ব) উপদিদেশ (উপদেশ করিয়াছিলেন) ।

অনুবাদ । সেই ঙ্গর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করিয়া শ্রীপাদ সনাতনকে (অথবা সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্বসাধারণকে) শ্রীকৃষ্ণের—স্বরূপ, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, ভক্তিরস—এসমস্ত বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিলেন । ৬

স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে পরমানন্দ, সেই তত্ত্ব । মাধুর্য—শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপের এবং তাঁহার গুণ-লীলাদির অসমোক্ত মনোহারিত্ব । ঐশ্বর্য—শ্রীকৃষ্ণের অসমোক্ত এবং অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা । ভক্তিরস—কৃষ্ণভক্তির অপূর্ণ আনন্দ-চমৎকারিতা ।

৯৩-৯৪ । এই দুই পয়ার সনাতনের দৈন্ত্যোক্তি । কুবিষয়-কূপে—অসদ্বিষয়রূপ কূপে ; তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বাসনায় । গোড়াইনু—অতিবাহিত করিলাম । গ্রাম্য ব্যবহারে—বৈষয়িক ব্যাপারে । তাহি—বৈষয়িক ব্যাপারকেই ; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকেই ।

৯৫ । কর্তব্য আমার—সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আমার কি কর্তব্য, তাহা বল । জীবের অভিধেয় কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন ।

৯৬ । সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন ; (১) আমি কে ? (২) তাপত্রয় আমাকে জারে কেন ? (৩) কিরূপে আমার হিত হয় ? আমার কি কর্তব্য ?

কে আমি—আমি (জীব) স্বরূপতঃ কে ? আমার এই দেহটাই আমি ? না এই দেহের অতিরিক্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপর কোনও বস্তু আমি ? জীবের স্বরূপ কি ? দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট আছে, মনই অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতেছে ; মনের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা জন্মে । মন কিছু ইচ্ছা করিলে জ্ঞানশক্তিদ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের উপায় স্থির করিয়া অপর ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করে । এখন আমার সন্দেহ আসে, শুধু দেহটাই আমি, না ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত মনই আমি ?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দেহই যদি আমি হই, তাহা হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি (মনের বৃত্তি) হইতে উদ্ভূত তাপ আমার দেহকে কষ্ট দেয় কেন ? আর যদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত মনই আমি হই, তবে বায়ু-পিত্তাদি (দেহের বিকার)-জনিত রোগাদি আমার মনকে পীড়া দেয় কেন ? দেহ-মন ব্যতীত অপর কোনও বস্তু যদি আমি হই, তবে রোগাদি বা কাম-ক্রোধাদি, দেহের ও মনের তাপ আমাকে কষ্ট দেয় কেন ?

জারে—জর্জরিত করে, দুঃখ দেয় ।

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন রকম তাপ । আধ্যাত্মিক তাপ শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই রকমের । বাতপিত্ত-শ্লেষ্মার বৈষম্য-জনিত রোগাদি শারীরিক তাপ ; আর কামক্রোধলোভ মোহাদিজনিত তাপ মানসিক তাপ । মানুষ, পশু, পক্ষী, পিশাচাদি ও সরিসৃপাদি হইতে যে তাপ (দুঃখ) জন্মে, তাহা আধিভৌতিক তাপ । শীতোষ্ণবাতবর্ষাবিহ্বাতাদিজনিত তাপকে আধিদৈবিক তাপ বলে ।

এস্থলে যে তিনটি প্রশ্ন করা হইল, পণ্ডিতকুল-শিরোমণি শ্রীপাদ সনাতন যে তাহাদের উত্তর জানিতেন না, তাহা নহে । তথাপি যে তিনি প্রভুর নিকটে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করিলেন, তাহার হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুই পরবর্তী ২১২০।২২ পয়ায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন । আরও একটি হেতু আছে বলিয়া মনে হয় ; তাহা এই :—জগতের জীবের মঙ্গলের জন্ত শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা কতকগুলি তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় এবং সেই সমস্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর অভিমতও শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্ত প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় তিনিই শ্রীপাদ সনাতনের চিন্তে প্রেরণা দিয়া তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন বাহির করাইলেন এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রভু স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন ।

উক্ত তিনটি প্রশ্নের যে উত্তর প্রভু দিয়াছেন, হস্তাকারে তাহা এই :—

“কে আমি”-প্রশ্নের উত্তর :—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস । কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ সূর্য্যংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয় । ২১২০।১০১-২ ॥”

“আমারে কেন জারে তাপত্রয়”-প্রশ্নের উত্তর :—“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ । অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় । দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ২১২০।১০৪-৫ ॥”

“কেমনে হিত হয়”-প্রশ্নের উত্তর :—“সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় । সেই জীব নিস্তুরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ২১২০।১০৬ ॥”

“কেমনে হিত হয়”—প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, তার ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইতে পারে । কিন্তু কি উপায়ে জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা স্কুরিত হইতে পারে, তদ্বদ্দেশে জীবের “কি কর্তব্য” — এই আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—“তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন । মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২১২০।১০৮ ॥”

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোকে তৃতীয় প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইতে পারে—ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইলেই, মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া গেলেই, জীবের হিত হইয়া গেল । কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়,—মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি লাভই জীবের একমাত্র হিত বা মঙ্গল নয় ; কৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তিতেই জীবের পরমতম কল্যাণের পর্য্যবসান । জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মের পর্য্যবসান, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেই জীব তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারাই তাহার চরমতম মঙ্গল । যে পর্য্যন্ত স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্তই জীবের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়বশতঃ দুর্গতি—ত্রিতাপ-জ্বালা । স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে ত্রিতাপ-জ্বালা আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যাইবে । সূর্য্যোদয়ে

সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুচ্ছিতে না জানি ।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ॥ ৯৭
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ৯৮
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব ।

জানি দার্ঢ্য-লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব ॥ ৯৯
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্যাম্ (৪৭)—
অচিরাদেব সৰ্বার্থঃ সিধ্যতেষামভীপ্সিতঃ ।
সদ্ধর্ম্মস্তাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সদ্ধর্ম্মস্তাভগবদারাধনাদিধর্ম্মস্তাববোধায় জ্ঞাতুম । শ্লোকমালা । ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ । বিষয়টি আরও একভাবে বিবেচনা করা যায় । সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া এবং সেই সুখ-স্বরূপেরই নিত্যদাস বলিয়া জীবের মধ্যে সেই সুখস্বরূপের প্রাপ্তির জন্ম—সুখ-প্রাপ্তির জন্ম একটি চিরন্তন বসনা আছে (১১১৪-শ্লোক-ব্যাখ্যায় হরি-শব্দের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য) । কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্গুণ বলিয়া, সুখঘন-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া, সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখের বা ত্রিতাপ-জ্বালার সহিতই তাহার সান্ন্যাস । যতদিন কৃষ্ণবহির্গুণতা থাকিবে, ততদিনই ত্রিতাপ-জ্বালার সান্ন্যাস থাকিবে, ততদিনই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মেরও বিপর্যয় থাকিবে । কোনও ভাগ্যে যদি কৃষ্ণগুণতা জন্মে, তখনই জীব স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং সুখস্বরূপের, রসস্বরূপের সান্ন্যাসশতঃ তখনই তাহার চিরন্তন সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে, আনন্দস্বরূপকে পাইয়া তখনই জীব আনন্দী হইতে পারিবে । অতিও একথাই বলিয়াছেন—রসং হেবাং লদ্ধানন্দী ভবতি । তখনই তাহার পরম-মঙ্গলের অভ্যুদয় এবং সর্বদুঃখের অবসান ।

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রশ্নের যে হৃদ্যাকার উত্তর উপরে উদ্ধৃত হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই মাস পর্যন্ত তাহার বিবৃতি দিয়াছেন । শ্রীগ্রন্থের মধ্যলীলার ২০।২১।২২।২৩—এই চারিটি পরিচ্ছেদে এই উত্তরেরই বিশেষ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

৯৭। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব—সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব । লোকে যাহা পাইতে চায়, সেই লক্ষ্য বস্তুকে বলে সাধ্য বস্তু ; আর যে উপায়ে তাহা পাওয়া যায়, তাহাকে বলে সাধন । পুচ্ছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে । কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে—“তঁার দৈত্ব গুনি প্রভুর আনন্দিত মন । কহিতে লাগিলা তঁারে করি আলিঙ্গন ॥”

৯৮-৯৯ । প্রভু বলিলেন—“সনাতন ! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা ; যাহার প্রতি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা থাকে, তাহার অজ্ঞাত কিছু থাকিতে পারে না, তাহার তাপত্রয়ও থাকিতে পারে না । তাই সাধ্য-সাধন তত্ত্বাদি সমস্তই তুমি জান, ত্রিতাপের জ্বালাও তোমার নাই । তথাপি যে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, তুমি সাধু ; সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, সমস্ত বিষয় তাঁহাদের জানা থাকিলেও দার্ঢ্যলাগি—দৃঢ়তার জন্ম—জ্ঞাত-বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা জ্ঞাতবিষয় সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন । তাঁহারা যাহা জানেন, তাহাই ঠিক কিনা—ইহা নিশ্চয় করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের জিজ্ঞাসা” । প্রকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে নিভুল জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ হইতেই তাঁহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয় ; বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যাহাদের অত্যন্ত আগ্রহ থাকে, তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু পাইতে পারেন । এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৭। অন্বয় । সদ্ধর্ম্মস্তা (ভাগবত-ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্বের) অববোধায় (জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) যেষাং

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে ।

ক্রমে সব তব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০০

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস— ।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(ষাঁহাদের) নির্বন্ধিনী (আগ্রহশালিনী) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) তেষাং (তাঁহাদের) অভীষিতঃ (অভীষ্ট) সর্কার্থঃ (সকল বিষয়) অচিরাৎ এব (অবিলম্বেই) সিদ্ধতি (সিদ্ধ হয়) ।

অনুবাদ । ভাগবত-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্ত ষাঁহাদের মতি অতিশয় আগ্রহশালিনী, তাঁহাদের অভিলষিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৬

১০০ । **ভক্তি প্রবর্তাইতে**—ভক্তিধর্ম প্রবর্তিত করিতে । প্রভু বলিলেন—“সনাতন ! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা আছে ; তাহার ফলে, জগতে ভক্তিধর্ম প্রবর্তিত করিবার যোগ্যতা সম্যক্রূপেই তোমাতে আছে ; আমি ক্রমে সমস্ত তত্ত্বই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি । তুমি মনোযোগ দিয়া শুন ।”

সনাতন-গোষামীর দ্বারা যে প্রভু জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করাইবেন এবং তদ্বারাই ভক্তিধর্ম প্রবর্তিত করাইবেন, এই পয়ারে প্রভুর তদনুরূপ সঙ্কল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে ।

১০১ । এই পয়ারে “কে আমি” এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । জীবের স্বরূপ কি ? দেহ জীব নহে । রামদাস যেন একজন মানুষের নাম । রামদাস যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার স্থল দেহটি পড়িয়াই থাকে ; তথাপি লোকে বলে রামদাস নাই—রামদাস চলিয়া গিয়াছে । যে দেহটি পড়িয়া থাকে, তাকে কেহ রামদাস বলে না ; তাহাকে রামদাস বলিয়া মনে করে না ; যদি তাহা করিত, তাহা হইলে রামদাসের আত্মীয়-স্বজনেরা আর শোক করিতনা, তাহার দেহটাকে পূর্ববৎ আদর-যত্ন করিয়া ঘরে রাখিত । ইহাতে বুঝা যায়, যে জীবটিকে লোকে রামদাস বলিত, সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দেহটি পড়িয়া আছে ; দেহটি রামদাস নহে ; দেহ জীব নহে । অতএব ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যায় । কর্মফলানুসারে একই জীব নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে ; এই রামদাস নামক মানুষটিই হয়ত পূর্ব পূর্ব জন্মে তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষকালে মানুষ হইয়াছে । একই জীব ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে । কোনও সময় তৃণ, কোনও সময়ে কীট, কোনও সময়ে পশু বা পাখী, কোনও সময়ে বা মানুষ নামে পরিচিত হইয়াছে । তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী আদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত । একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট হইতে পারে না—যে মানুষ, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, মুখ হউক, বিদ্বান্ হউক, তাহার সাধারণ দৈহিক লক্ষণ একরূপই থাকিবে । কোনও সময়েই তাহার দুটি পায়ের স্থানে তিনটি বা চারিটি পা হইবে না । কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে একই জীবকে কখনও গাছের মত, কোনও সময়ে হাতীর মত, কোনও সময়ে বা মানুষের মত দেখায় । ইহাতে বুঝা যায়—গাছ, হাতী বা মানুষের দেহটি সেই জীব নহে—জীব ঐ ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া ঐ নামে পরিচিত হইয়াছে । তাহা হইলে “জীব” দেহাতিরিক্ত অপর একটা বস্তু । এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যে বস্তুটি দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে দেহীকে মৃত বলা হয়, সেই বস্তুটিই জীব হউক ? তাহাও নহে । জীব একটা সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থল দেহটি ত্যাগ করে । এই সূক্ষ্ম দেহটি লোকে দেখিতে পায় না । এই দেহটির উদ্দেশ্যেই পারলৌকিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান । এইদেহটিও জীব নহে । কারণ, শাস্ত্র বলেন; মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, তখন স্থল এবং সূক্ষ্মদেহও ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু জীব ধ্বংস হয় না, কর্মফলকে অবলম্বন করিয়া জীব তখন কারণসমুদ্রে অবস্থান করে । স্থলদেহের স্থায় সূক্ষ্মদেহও প্রাকৃত । স্থল ও সূক্ষ্ম দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও যখন জীব থাকে, তখন বুঝা যায়, সূক্ষ্ম দেহও জীব নহে ; জীব স্থল ও সূক্ষ্মদেহের অতীত একটা বস্তু । মন ও ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত বস্তু, প্রকৃতি হইতে তাহাদের জন্ম, মহাপ্রলয়ে ইহাদেরও ধ্বংস হয় । তাতে বুঝা যায়—মন বা ইন্দ্রিয়াদিও জীব নহে । ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট (স্থল বা সূক্ষ্ম) দেহও জীব নহে ।

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা

তবে জীব কে ? তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী বা মানুষকে আমরা জীবিত বলি তখন—যখন তাহাদের দেহে চেতনা থাকে ; দেহটী যখন চেতনাহীন হয়, তখন তাহাকে মৃত বলা হয় ; সেই দেহে যেই জীব ছিল, তখন আর সেই জীব ঐ দেহে নাই, ইহাই বলা হয় । তাহা হইলে বুঝা যায়, জীবের সঙ্গে চেতনা—চেতনের একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে । জীবের সহিত স্বরূপতঃ জড়ের যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যায় । জড়রূপা প্রকৃতির সংশ্বে উৎপন্ন মন ও ইন্দ্রিয়াদি এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ জড় ; মহাপ্রলয়ে যখন এসমস্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, আর তখনও যখন জীব কারণসমূহে (যে স্থানে জড়রূপা প্রকৃতি আসিতে পারে না) থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, জীবের মধ্যে জড়ের কোনও অংশ নাই । চিং (চেতনা) ও জড় এই দুই রকম বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বও দেখা যায় না । জীবের যখন জড়ের অংশ নাই, আর জীবের সঙ্গে যখন চেতনা বা চিং এর একটা নিত্য, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধও দেখা যায়, তখন স্বীকার করিতেই হইবে জীব চিং-বস্তুই—অপর কিছু নহে । এক দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগে যখন অল্প দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগ হয় না, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রয়ী জীব, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ; যেন ইহারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড ; কিন্তু চিং-বস্তু মাত্র একটি—সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সেই সর্বব্যাপক-বিভূচিং পরম ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও চিং-বস্তুই নাই । তাহা হইলে জীব, সেই অখণ্ড চিদ্বস্তুরই ক্ষুদ্রখণ্ড । সেই বিভূচিং পরম-ব্রহ্মেরই অতি ক্ষুদ্র অংশ ।

জীব বা জীবাশ্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে ; তাই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই । পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাও কেবল যুক্তি বা অনুমান মাত্র । জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য । শ্রীমন্মহা প্রভুর কথায় সেই শাস্ত্র-প্রমাণই অভিব্যক্ত হইয়াছে ।

এই পয়ারে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতেছে এই—(১) জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, (২) এই জীবশক্তি হইল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, (৩) শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ সম্বন্ধ । এই কয়টি হইল জীবের স্বরূপ-লক্ষণ । (৪) জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস । ইহা হইল জীবের তটস্থ লক্ষণ । পরবর্তী ২১২০।১০২ পয়ারে জীবের আয়তন সম্বন্ধেও একটি কথা বলা হইয়াছে । জীব হইতেছে স্বরূপে অণু-অতি সূক্ষ্ম ।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহা পরবর্তী “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে দেখান হইয়াছে । পরবর্তী “অপরেয়মিতত্ত্বত্বাৎ” ইত্যাদি গীতা-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—জীব, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই শক্তি চিদ্রূপা । বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

কিন্তু এই চিদ্রূপা জীবশক্তিকে তটস্থা কেন বলা হয় । তটস্থা-শব্দের অর্থ মধ্যবর্তিনী । জীবশক্তিকে মধ্যবর্তিনী শক্তি কেন বলা হয় ? উত্তর :—শ্রীকৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তি—চিহ্নশক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি (২১২০।১০৩) । এই তিনটিই পৃথক পৃথক তিনটি শক্তি, কোনওটাই অপর কোনওটির অন্তর্ভুক্ত নয় । চিহ্নশক্তির অপর নাম স্বরূপ-শক্তি, ইহা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে (এবং তাঁহার লীলার সংশ্বেই) বর্তমান থাকে ; ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে ; ইহা চিন্ময়ী ; আর মায়াশক্তি হইল জড়-শক্তি, চিদ্রূপা নহে ; ভগবানের স্বরূপে বা লীলাস্থল ধামাদিতে মায়াশক্তির প্রবেশ নাই ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই ইহার কার্যস্থল ; তাই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে । জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে । “তটস্থত্বঞ্চ উভয়-কোটাং প্রবেশাং ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ । ৩৭ ॥” প্রশ্ন হইতে পারে—তিনটি শক্তিই যখন পৃথক পৃথক শক্তি, স্তত্রাং কোনও একটি যখন স্বরূপতঃ অল্প দুইটির অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অপর দুইটি শক্তির কোনওটিকে তটস্থা না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থা (বা অপর দুইশক্তির মধ্যবর্তিনী)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বলা হইল কেন ? উত্তর—স্বরূপের দিক হইতেও জীবশক্তিকে অপর দুইটা শক্তির মধ্যবর্তিনী বলা যায় । মায়শক্তি হইল জড় ; আর জীবশক্তি হইল চিদ্রূপা—সুতরাং মায়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা (গীতা ৭।৫) । আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্ময়ী-শক্তি ; জীব-শক্তিও চিদ্রূপা ; সুতরাং চিদ্রূপত্বাংশে স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই জাতীয়া : সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি ; মায়শক্তি তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে—জড়রূপা বলিয়া । স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি এতদুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ-শক্তি পরম শ্রেষ্ঠা ; যেহেতু, স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে থাকে না । তাই জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপা মায়শক্তির স্থান তাহারও পরে ; কাজেই জীবশক্তির স্থান হইল—স্বরূপ-শক্তি ও মায়শক্তির মধ্যস্থলে, অর্থাৎ জীবশক্তি হইল তটস্থা, অপর দুই শক্তির মধ্যবর্তিনী । জীবশক্তির স্থান স্বরূপ-শক্তির পরে হওয়ার আরও একটা হেতু আছে । জীবশক্তি মায়শক্তির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মায়শক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে । “যন্তটস্থ চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদিনির্গতম্ । রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভত নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ ॥ ৩৭ ॥” কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়ার স্বরূপশক্তির নিকটবর্তিনীও হইতে পারে না ; স্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে বা পরমাত্মাকেও মায়ার স্পর্শ করিতে পারে না । “তদেব শক্তিহেহপি অগ্ন্যত্মা তটস্থত্বাৎ, তটস্থত্বঞ্চ মায়শক্ত্যতীতত্বাৎ, অস্ত্রাবিপরাভবাদিদোষেণ পরমাত্মনো লেপাতাবাচ্চ উভয়কোটাৎপ্রবেশাৎ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ৩৭ ॥” বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

ভেদাভেদ প্রকাশ—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলিয়া (ভূমিকায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), জীবকে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ চিদ্রূপ বলিয়া এবং জীবও চিদ্রূপ বলিয়া চিৎ-অংশে উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই ; সুতরাং চিৎ-অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের অভেদ ; কিন্তু অণু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ বিহু-চিৎ, চিন্মহাসমুদ্র ; কিন্তু জীব অণু-চিৎ (২।২.১০২ পয়ার দ্রষ্টব্য) ; জীব নিয়ম্য, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্তা ; জীব ব্যাপ্য, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপক ; শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াদ্বারা অভিভূত হইতে পারে । এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান ; তাই শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ । তৃতীয়তঃ, “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন”-ইত্যাদি গীতার উক্তি হইতে এবং “অংশো নানাব্যপদেশাৎ অগুণা চ”-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণে জানা যায়, জীব হইল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের অংশী । ব্রহ্ম ও তাহার শাখার মধ্যে সম্বন্ধের দ্বারা অংশী ও অংশের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বন্ধ । বস্তুতঃ জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ বস্তু বলিয়া শক্তিকে তাহার অংশ বলা যায় । “শক্তিহেতুৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি । পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ৩৯ ॥” কিন্তু জীব কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমান্ হই নহে ; জীব হইল জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহে । “জীব-শক্তিবিশিষ্টশ্চৈব তব অংশো জীবো ন তু শুদ্ধম্ । পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ৩৯ ॥”-বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—সেবাই দাসত্বের প্রাণবন্ত । শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ; গাছের অংশ শাখা, পত্র, মূল আদি অংশী গাছেরই সেবা করিয়া থাকে । জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম ; তাই জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস । “দাসভূতোহরেরেব নাগুণৈব কদাচন ।” ইতি বেদান্তসূত্রের ২ অং ৩ পাং ৪৩ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্বারা স্বত্ববচন । জীব সকল অবস্থাতেই আনন্দলাভের ইচ্ছা করে । আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত ; আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা জীব কোনও সময়ে ত্যাগ করিতে পারে না, এই আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছিতেই জীব চালিত

সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজালায় চয় ।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

হইতেছে । সুতরাং জীব আনন্দেরই নিত্য দাসত্ব করিতেছে । কিন্তু সেই আনন্দধনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য আনন্দ বস্তু । সুতরাং জীব নিত্যই সেই আনন্দধন শ্রীকৃষ্ণেরই দাসত্ব করিতেছে । যদি বলা যায়, মায়িক জীব তো মায়িক আনন্দের দাসত্বই করিতেছে ? তা ঠিক । কিন্তু মায়িক আনন্দের মূলও শ্রীকৃষ্ণ ; সেই আনন্দধন-মূর্ত্তির আনন্দের আভাসই প্রাকৃত গুণে প্রতিফলিত হইয়া প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে—প্রাকৃত গুণ অনিত্য বলিয়া ঐ আনন্দও অনিত্য হইতেছে । জীব অজ্ঞতাবশতঃ এই ক্ষণিক মায়িক আনন্দকেই স্থায়ী আনন্দ বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ শেষকালে বঞ্চিত হয় । জীব চায় নিত্য আনন্দ ; সেই আনন্দ কিন্তু ভূমাপুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই । “যো বৈ ভূমা তংসুখং নাশুং সুখমন্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥ ছান্দোগ্য । ৭.২৩ ॥” সুতরাং জীব আনন্দের দাস বলিয়া আনন্দধনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস । অনাদিকাল হইতেই জীব এই আনন্দেরই দাসত্ব করিতেছে ; সুতরাং জীব আনন্দের বা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস । বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ।

তাহা হইলে জীবতত্ত্ব হইল এই :—জীব শ্রীকৃষ্ণের চিংকণ অংশ, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস । ইহাই “কে আমি” প্রশ্নের উত্তর ।

১০২ । জীব যে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন ।

অর্থ—(ভেদাভেদ-প্রকাশ কিরূপ ?) যৈছে (যে রূপ) সূর্য্যাংশ কিরণ এবং অগ্নির অংশ জালাচয় (তদ্রূপ) ।

সূর্য্য তেজোময় ; তাহার কিরণও তেজোময় ; সূর্য্য হইতেই কিরণ বহির্গত হইয়া আসে ; তাই কিরণ হইল সূর্য্যের অংশ ; উভয়েই তেজোময় বলিয়া তাহারা এক—তেজোময়ত্বাংশে তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ । কিন্তু সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য নহে, কখনও সূর্য্য হইতে পারে না ; কিরণ ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে ; কিন্তু সূর্য্য ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হয় না । এই অংশে সূর্য্য ও তাহার কিরণে ভেদ আছে । জলদগ্নি-রাশি এবং তাহার জালাচয় (তাপ বা কিরণ)-সম্বন্ধেও এইরূপ একই কথা । তাপ হিসাবে উভয়েই এক, তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ । কিন্তু অগ্নির তাপ, যাহা বাহিরে প্রকাশিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া যায়, তাহা অগ্নি নহে, তাহা অগ্নি হইতেও পারে না । এই অংশে উভয়ের ভেদ আছে । তদ্রূপ চিদংশে, অথবা অংশ ও অংশী হিসাবে জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ থাকিলেও তাহাদের যে রূপ অভিব্যক্তি, তাহাতে উভয়ে ভেদ আছে । ১০১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু অগ্নি বলিয়াছেন—“ঈশ্বরের তত্ত্ব—যৈছে জলিত-জলন । জীবের স্বরূপ—তৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১০১১১ ॥”—ঈশ্বর হইলেন বহু বিস্তীর্ণ জলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য ; আর জীব হইল সেই অগ্নিরাশির একটি ক্ষুদ্র ফুলিঙ্গের তুল্য, অতি ক্ষুদ্র । ঈশ্বর বিভূ-চিৎ, জীব হইল অণু-চিৎ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য) । পরবর্তী “একদেশস্থিতস্থাগ্নেঃ” ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে ।

স্বাভাবিক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি আছে (পরবর্তী ১০৩ পয়ারে নাম দ্রষ্টব্য) ; এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি । “পরাত্ম শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে । স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥” যাহা স্বরূপের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহাকেই স্বাভাবিক (বা স্বরূপগত) বলে ; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; তাই দাহিকা-শক্তিকে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি বা স্বরূপগত শক্তি বলে । শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সমূহকেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত করা যায় না ; তাই এই শক্তিগুলিকে তাহার স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে । ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১২২ ৫৪)—

একদেশস্থিতস্তাণ্ডেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরম্ ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ৮

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি পরিণতি—।

চিহ্নক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১০৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

একদেশেতি । একদেশস্থিতস্ত একস্থানস্থিতস্ত প্রজ্বলিতস্তাণ্ডেঃ জ্যোৎস্না যথা বিস্তারিণী অত্ৰদেশব্যাপিনী ভবেৎ তথা তৎ পরম্ সৰ্ব্বাদেঃ ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ শক্তিঃ ইদং অখিলং চরাচরং সকলং জগৎ স্বৰ্গমর্ত্য-পাতালাদি বিস্তারিণী ভবেদিত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৮ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পূর্বে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ শক্তি বলা হইয়াছে । এই তটস্থরূপা জীবশক্তিও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, তাহাই এই পর্যায়ক্বে বলা হইল । পরবর্তী ১০৩ পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৮ । অর্থঃ । একদেশস্থিতস্ত (একস্থানে অবস্থিত) অণ্ডেঃ (অগ্নির) জ্যোৎস্না (কিরণ) যথা (যেমন) বিস্তারিণী (সৰ্ব্বদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে), তথা (তদ্রূপ—সেইরূপ) পরম্ ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) শক্তিঃ (শক্তি) ইদং (এই) অখিলং (অখিল—সমগ্র) জগৎ (জগৎ—জগৎ-রূপে সৰ্ব্বত্র বিস্তারিত) ।

অনুবাদ । একস্থানস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন সৰ্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া থাকে ; পরব্রহ্ম-ভগবানের শক্তিও সেইরূপ অখিল জগৎরূপে সৰ্ব্বত্র বিস্তৃত । ৮

“দৈবছে অগ্নি জ্বালাচয়”—এই ১০২ পর্যায়ের প্রমাণ এই শ্লোক ।

অখিলং জগৎ—স্বৰ্গমর্ত্য-পাতালাদি সমগ্র প্রাকৃত জগৎ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই পরিণতিলাভ করিয়াছে ।

১০৩ । শক্তির কার্য্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শক্তির অস্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় । কারণরূপা শক্তিই কাণ্ডরূপে পরিণত হয় ; সুতরাং শক্তির পরিণতিই হইল শক্তির কার্য্য—শক্তির পরিচায়ক । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ তিনটি শক্তির পরিণতি—তিনটি শক্তির কার্য্য—দৃষ্ট হয় : সেই তিনটি শক্তি হইতেছে—চিহ্নক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি । মায়িক ব্রহ্মাও তাঁহার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব তাঁহার জীবশক্তির (অর্থাৎ তটস্থশক্তির) পরিণতি এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি ও তত্ৰত্য লীলাদি তাঁহার চিহ্নক্তির পরিণতি ।

অর্থঃ —কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তির পরিণতি (দৃষ্ট হয়)—চিহ্নক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি । ১২।৮৪-৮৬ পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ ; কিন্তু সকল শক্তির সহিত সম্বন্ধ একরূপ নহে । চিহ্নক্তি সৰ্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে এবং লীলাস্থলে অবস্থিত ; এজন্ত ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে । মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা রাম-নৃসিংহ, নারায়ণাদি তাঁহার অপর কোনও স্বরূপের মধ্যে বা লীলাস্থলে অবস্থান করিতে পারে না ; প্রাকৃত ব্রহ্মাওই মায়াশক্তির কার্য্যস্থল ; এজন্ত মায়াকে বহিরঙ্গ শক্তিও বলে—ইহা ভগবানের স্বরূপের এবং লীলাস্থলের বাহিরেই নিত্য অবস্থান করে বলিয়া । বাহিরে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিতই মায়ার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া কার্য্য করিয়া থাকে । মায়া সৰ্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে । আকাশে সূর্য্য আছে বলিয়াই যেমন পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ আছেন বলিয়াই মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব । আর জীবশক্তিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া, জীব জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ; কিন্তু জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে না । সূর্য্যের অংশ কিরণ সূর্য্যে অবস্থান করে না ; তথাপি সূর্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট । এইরূপে দেখা গেল—তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঠিক একরূপ নয় ।

তথাহি তত্রৈব (৬৭, ৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথা পরা ।

অবিষ্টাকর্মসংজ্ঞা তৃতীয়া শক্তিরিষ্টতে ॥ ৯

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭৫)—

অপরেয়মিতস্তৃতাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১০

‘কৃষ্ণ’ ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহিস্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্লো। ৯ অন্বয় । অন্বয়াদি ১৭৭৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ১০। অন্বয় । অন্বয়াদি ১৭৭৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তাহার প্রমাণ উক্ত দুইটি শ্লোক ।

১০৪। “কে আমি” এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া এক্ষণে “আমারে কেন জারে তাপত্রয়”—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবহিস্মুখ হওয়ায়—কৃষ্ণসেবা না করায়—মায়া তাহাকে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ করিতেছে ।

সেই জীব—যে জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তির অংশ এবং স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ।

কৃষ্ণভুলি—কৃষ্ণকে ভুলিয়া । জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস ; সুতরাং কৃষ্ণের দাসত্ব করাই তাহার কর্তব্য । কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া—কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার পূর্বক মায়ার দাসত্ব করিতেছে বলিয়াই ত্রিতাপ তাহাকে দুঃখ দিতেছে । ত্রিতাপ হইল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরই তাপ ; জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়ার অতীত । দেহে ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবেশ না থাকিলে এই ত্রিতাপ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না । কিন্তু জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতেছে । ইহাই “আমারে কেন জারে তাপত্রয়” প্রশ্নের উত্তর ।

কেহ যদি মনে করেন—এস্থলে যখন “কৃষ্ণ ভুলি” বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায় যে, কোনও সময় জীবের কৃষ্ণস্মৃতি ছিল ; পরে সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে, এইরূপ যদি কেহ মনে করেন—তবে তাহা সম্ভব হইবে না । কারণ, প্রথমতঃ, এই পয়্যারে বলা হইতেছে—বহিস্মুখতার হেতুই হইল কৃষ্ণকে ভুলি । এই বহিস্মুখতাকে যখন অনাদি বলা হইয়াছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, “কৃষ্ণকে ভুলি”—ব্যাপারটীও অনাদি ; ভুলিটাই যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে তৎপূর্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথাই উঠিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ-স্মৃতি বর্তমান থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে জীবের স্বরূপের স্মৃতি, স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের স্মৃতি, সেবা-বাসনা এবং সেবা-বাসনার বিকাশরূপা সেবাও বিদ্যমান থাকিবে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণের ধামেই লীলাতে এই সেবা চলিবে । তাহা হইলে বুঝা যায়, যখন জীবের মধ্যে বহিস্মুখতা জাগিবার পূর্বে কৃষ্ণস্মৃতি ছিল, তখন সেই জীব ভগবদ্ভামেই ছিল ; কিন্তু ভগবদ্ভামে থাকার সৌভাগ্য যাহার একবার হয়, তাহাকে আর সেই স্থান হইতে অগত্যা যাইতে হয় না ; একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গীতাতে বলিয়াছেন । যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ সুতরাং কৃষ্ণকে ভুলিবার পূর্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথা উঠিতে পারে না । তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করেন, তাহাদের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কেহই জন্মাইতে পারে না ; তাহারা তখন স্বরূপ-শক্তির রূপাপ্রাপ্ত ; স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্ত্তিনী হওয়ার সামর্থ্যও মায়ার নাই । বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিয়াছেন, সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্মৃতিও তাহারা ইচ্ছা করেন না ; সুতরাং এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহার লোভে তাহারা কৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন ।

বস্তুতঃ এই পয়্যারে “কৃষ্ণ ভুলি”-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অস্মৃতি বা স্মৃতির অভাবই সূচিত হইতেছে । এই পয়্যারের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ”—ইত্যাদি শ্লোকেও “অস্মৃতি”-শব্দের উল্লেখই দৃষ্ট হয় । অস্মৃতিও যাহা, বিস্মৃতিও (ভুলিও) তাহাই ; এই অস্মৃতি বা বিস্মৃতি বা ভুলি—অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতির অভাব—হইতেছে অনাদি ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ॥

অনাদিবহির্মুখ—অনাদিকাল হইতেই বহির্মুখ। শ্রীকৃষ্ণে মন রাখাই অন্তর্মুখতা, আর কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়িক উপাধিতে মন রাখাই বহির্মুখতা। জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করে নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব কেন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব অঙ্গীকার করিল? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্তই বলিলেন “জীব অনাদি বহির্মুখ”—যে বস্তু অনাদি, তাহার সম্বন্ধে আর “কেন” থাকে না। যাহার কারণ থাকে, তাহা অনাদি হইতে পারে না। জীবের বহির্মুখতার কোনও কারণ নাই—কারণ থাকিলে আর “অনাদিবহির্মুখ”—বলা হইত না। কেহ কেহ মনে করেন, জীব তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেই বহির্মুখ হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীব কেন তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিল? একইরূপ সমস্যা। “অনাদি”—শব্দদ্বারাই এজাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

জীব দুই রকম—নিত্যমুক্ত এবং মায়াবদ্ধ (২।২২।৮ পয়ার) ; এস্থলে কেবল মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের কথাই বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহাদেরই ত্রিতাপ-জালা; নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়ার কবলে পড়েন নাই। শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নও ছিল ত্রিতাপ-দগ্ধ সংসারী জীব সম্বন্ধে—“আমারে কেন জারে তাপত্রয়।”

অনাদি-বহির্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ হইয়া থাকিলেও তাহার চিত্তে স্বরূপগত-সুখবাসনা বিद्यমান থাকে; এই সুখ-বাসনার পরিতৃপ্তি সে সর্বদাই খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু সুখ-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া বাস্তব সুখকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণের দিকে পেছন দিলেই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখ-ভাগে থাকে (সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। সাক্ষাতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব সন্তার দর্শন করিয়া বহির্মুখ জীব মনে করিল, এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই তাহার সুখ-বাসনার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারিবে; তাই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাগত হইল এবং তাঁহার কৃপায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখভোগে লিপ্ত হইল। জীবই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মায়ার শরণাগত হইয়াছে (ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মায়াদেবী মনে মনে বোধ হয় ভাবিলেন—সুখকে পেছনে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছ সুখভোগ করিতে? আচ্ছা, থাক; মজা বুঝ। মায়া তখন বহির্মুখ জীবকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখ নিবিড়ভাবে ভোগ করাইবার জন্ত তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে গাঢ়ভাবে আবৃত করিয়া তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন এবং তাহার চিত্তকে প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মায়া বহির্মুখ জীবকে কখনও স্বর্গাদির সুখভোগও করান, আবার কখনও বানরক-যন্ত্রণাও ভোগ করান।

প্রশ্ন হইতে পারে—ওনা যায়, অনাদি-কাল হইতেই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-আদি, তরু-লতা-গুল্মাদি বিবিধ শ্রেণীর স্থাবর-জঙ্গম জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আছে। সকলের পক্ষেই এক কৃষ্ণ-বহির্মুখতাই যদি সংসার-ভোগের হেতু হয়, তাহা হইলে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয় কেন? সংসারে আসার পরে নূতন নূতন কর্মের ফলে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বরং হইতে পারে; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর এই—শাস্ত্রে দেখা যায়; কৃষ্ণ-বহির্মুখতার জায় জীবের কর্মও অনাদি; এই অনাদি কর্ম-বৈচিত্রীবশতঃই অনাদিকাল হইতে বহির্মুখ জীবের বিভিন্ন যোনিতে জন্মাদি হইয়া থাকে। সুখবাসনার বৈচিত্রীবশতঃই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-বৈচিত্রী।

সংসার-দুঃখ—সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-জালা। বহির্মুখ জীবকে মায়া যে কেবল দুঃখই দেন, তাহা নহে; কর্মফল অনুসারে এই জগতের দুঃখাদি যেমন ভোগ করান, নরক-যন্ত্রণাদিও যেমন দিয়া থাকেন, তেমনি আবার স্বর্গাদির সুখভোগও করান। “কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়। দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ২।২।১০৫ ॥” মায়া—মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই বিচার-পূর্বক দণ্ডাদি দিয়া থাকেন।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১০৫। মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী কিরূপে বহির্গুণ জীবকে সংসার-দুঃখ ভোগ করান, তাহা বলা হইতেছে। প্রজার কোনও গুরুতর অপরাধের জন্ত রাজার বিধান অনুসারে রাজ-কর্মচারী যেমন তাহাকে কখনও নদীতে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা উপরে তুলিয়া ধরেন; তদ্রূপ জীবের কৃষ্ণ-বহির্গুণতার অপরাধেও মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই জীবকে কখনও নরকে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা স্বর্গস্থ ভোগ করান। অর্থাৎ বহির্গুণ জীবের কর্মফল অনুসারে কখনও বা তাহাকে নারকীয় জীবয়োনিতে, কখনও বা মর্ত্যজীবয়োনিতে, আবার কখনও বা স্বর্গস্থ দেবয়োনিতে ভ্রমণ করাইয়া দুঃখ দেন। স্বর্গস্থও বাস্তবিক সুখ নয়; ইহাও বস্তুতঃ দুঃখ। যাহা বাস্তব সুখ নয়, তাহাই দুঃখ। পরতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণই বাস্তব সুখ। ভূমৈব সুখম্—শ্রুতি। এই রস-স্বরূপ ভূমা-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীব বাস্তবিক সুখী হইতে পারে, অশ্রু কিছুতেই নহে। “রসং হেবাংগং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ শ্রুতি ॥” স্বর্গাদি লোকে জীব এই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পায় না। যাহা পায়, তাহা হইতেছে—দেহের সুখ, ইহা দেহীর সুখ নহে; দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই জীব তাহাকে নিজের সুখ বলিয়া মনে করে। আবার বিভিন্ন পুণ্য কর্মের ফলে জীব স্বর্গাদিলোকেও বিভিন্ন রকমের সুখভোগ করিয়া থাকে; তাই স্বর্গের সুখভোগের মধ্যেও দীর্ঘাদি জনিত তাপ আছে। স্বর্গও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, মায়ার রাজ্যে। স্বর্গপ্রাপ্তিতে মায়াবন্ধন ঘুচে না; সুতরাং সকল দুঃখের মূল মায়া থাকিয়াই যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—মায়া বহির্গুণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণেরই তো শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, পরম সুন্দর। “সত্যং শিবং সুন্দরম্। শ্রুতিঃ।” তাঁহার শক্তি জীবকে দুঃখ দেন কেন? দুঃখ তো কাহারও কাম্য নয়? সুতরাং মঙ্গলও নয়, সুন্দরও নয়?

উত্তর—রাজা যে দণ্ড্য—দণ্ডনীয়—অপরাধের জন্ত শাস্তি পাওয়ার যোগ্য—ব্যক্তিকে শাস্তি দেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল তাহাকে দুঃখ ভোগ করানই নহে; তাহার অপরাধ করার প্রবৃত্তিকে প্রশমিত বা দূরীভূত করাই রাজদত্ত শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায়—দণ্ড্য জনের প্রতি শাস্তিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার প্রতি রাজার করুণা। তদ্রূপ, কৃষ্ণবহির্গুণ জীবের প্রতি মায়ার শাস্তিও তাঁহার করুণাই। বহির্গুণ জীব সুখস্বরূপকে পেছনে ফেলিয়া সংসারে আসিয়াছে সুখভোগের আশাতে। সেই জীব যাহাতে বুঝিতে পারে যে—এই সংসারে সুখ নাই, আছে কেবল দুঃখ, যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহাও দুঃখ-মিশ্রিত, পরিণামে দুঃখময়; স্বর্গাদি-সুখ-ভোগের পরেও আবার এই মর্ত্যালোকে আসিতে হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ॥ গীতা।” কিছুতেই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—তাহা হইলে সে হয়তো বুঝিতে পারিবে—সুখের লোভে এই সংসারে আসা তাহার পক্ষে ভুল হইয়াছে। তখন সে এই ভুলের হেতু নির্ধারণের জন্ত চেষ্টা করিতে পারে; ভাগ্যবশতঃ তখন সেই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। স্নেহময়ী জননী দুরন্ত শিশু-সন্তানকে যেমন মাঝে মাঝে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। স্নেহময়ী জননীর কঠোর শাস্তির পটভূমিকায় থাকে যেমন সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ, করুণা, সন্তানের জন্ত তাঁহার মঙ্গলচ্ছা; তদ্রূপ পরম-করুণ শ্রীভগবানের শক্তি মায়া বহির্গুণ জীবকে যে শাস্তি দেন, তাহার পটভূমিকাতেও রহিয়াছে জীবের প্রতি করুণা, জীবের মঙ্গলের ইচ্ছা। তবে ইহাও সত্য যে, মায়ার এই করুণা অভিব্যক্ত হয় অকারুণ্যরূপে। স্নেহময়ী জননীর শাসনও সময় সময় অকারুণ্যের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। মিষ্ট কথায় সকলের স্তুতি আসে না; তাই স্থলবিশেষে কঠোরতার প্রয়োজন হয়। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে বহু লোকই গুনিয়া থাকে—কৃষ্ণবহির্গুণতাই তাহার সংসার-দুঃখের হেতু; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জন কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে? কোনও সময়ে যদি বিষম বিপদে পতিত হয়, ভয়ানক দুঃখের মধ্যে পড়ে, তখন

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রা-

দীশাদপেতস্ত বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভিজ্ঞেং

ভক্ত্যেকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নহু কিমেবং পরমেশ্বরতজ্জনেন, অজ্ঞানকল্পিতভয়স্ত জ্ঞানৈকনিবর্তনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়মিতি । যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেৎ অতো বুধো বুদ্ধিমাংস্তুমেব আভিজ্ঞেং । নহু ভয়ং দেহাশ্রুতিভিনিবেশতো ভবতি স চ দেহাহঙ্কারতঃ স চ স্বরূপান্ধরণাৎ কিমত্র তস্ত্র মায়া করোতি অত আহ ঈশাদপেতস্ত্রোতি ঈশবিমুখস্ত্র তন্মায়য়া অস্মৃতির্ভগবতঃ স্বরূপান্ধৃত্তিস্ততো বিপর্যয়ো দেহাহঙ্কারীতি ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ ভয়ং ভবতি । এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়ায় । উক্তঞ্চ ভগবতা—দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুর্ভাগ্যয়া । মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ইতি । একয়া অব্যভিচারিণ্যা তক্ত্যা তজ্জ্ঞেং । কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্ত তথা দৃষ্টিঃ সন্নিতার্থঃ । স্বামী । ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

হয়ত একবার ভগবানের কথা ভাবিতে পারে । জীবের চিত্তে এইরূপ ভাবনা জাগাইবার জন্তই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন । বহির্গুণ জীবের কৃষ্ণানুখতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন । জীব কৃষ্ণানুখ হইলেই মায়া তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন । মায়া প্রদত্ত শাস্তি জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক । মঙ্গলময়ের শক্তিদ্বারা কখনও কাহারও পরিণামে অমঙ্গল হইতে পারে না । উদ্দেশ্য দ্বারাই কার্যের দোষ-গুণ বিচার করা সম্ভব ।

ভগবদ্বিগ্নুখতাই যে জীবের সংসার-দুঃখের হেতু, তাহার সমর্থনে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।

শ্লো। ১১ । অম্বয় । ঈশাং অপেতস্ত্র (ঈশ্বর হইতে অপগত জনের—ভগবদ্বিগ্নুখের) তন্মায়য়া (ভগবানের মায়ার প্রভাবে) অস্মৃতিঃ (স্বরূপের বিস্মরণ জন্মে) ; ততঃ (তাহা হইতে—স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে) বিপর্যয়ঃ (বিপরীত বুদ্ধি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদিবুদ্ধি জন্মে), ততঃ (তাহা হইতে—ঐ বিপরীত বুদ্ধি হইতে) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দেহাদি-দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ) ভয়ং (ভয়—সংসার-ভয়) শ্রাং (জন্মে) । অতঃ (এজন্ত) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) গুরুদেবতাত্মা (গুরুই দেবতা, গুরুই প্রেষ্ঠ—একরূপ মনে করিয়া) একয়া (অব্যভিচারিণী) তক্ত্যা (তক্তিদ্বারা) তং ঈশং (সেই ভগবান্কে) আভিজ্ঞেং (সম্যকরূপে ভজন করেন) ।

অম্ববাদ । পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জগৎ দেহে আত্মাভিমান জন্মে । দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেজিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইতেই ভয় জন্মে । অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক অব্যভিচারিণী তক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন । ১১

ঈশাং অপেতস্ত্র—ঈশ্বর (ভগবান্) হইতে যিনি অপগত, যিনি ভগবদ্বিগ্নুখ, তাহার তন্মায়য়া—তাহার (ভগবানের) মায়ায়, মায়াশক্তির প্রভাবে অস্মৃতিঃ—স্মৃতির অভাব—স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে । জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই যে জীবের কর্তব্য—একরূপ স্মৃতিই জীবের স্বরূপের স্মৃতি । কিন্তু যে জীব ভগবদ্বিগ্নুখ, মায়ার প্রভাবে তাহার সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায় ।

চিদানন্দাত্মক জীবের সঙ্গে আনন্দের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে ; তাই জীব সর্বদাই আনন্দের অমুসন্ধান করিবে—ইহা না করিয়া সে পারে না ; কারণ, ইহা তাহার স্বরূপানুভবিনী প্রবৃত্তি (১।১।৪-শ্লোকের টীকায় “হরি”-শব্দের টীকাস্তম্ভূত আলোচনা দ্রষ্টব্য) । এই আনন্দানুসন্ধানের দুইটা ধারা আছে—ভগবৎসেবার আনন্দ এবং নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আনন্দ । ভগবৎসেবার আনন্দের দিকে ঈশ্বরের মতি যায়, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা কখনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহার মনে জাগে না—ভগবৎ-সেবায় যে একটা অপূৰ্ণ আনন্দ আছে, সেই আনন্দের কথাও তাহার মনে জাগে না, কেবল ভগবৎ-সেবার উৎকর্ষাতেই তিনি বিভোর হইয়া থাকেন ; এই উৎকর্ষায় বিভোর হওয়ার হেতু এই যে—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া ভগবৎ-সেবা তাহার স্বরূপাত্মবন্ধী কর্তব্য । কিন্তু যিনি স্বীয় স্বরূপের কথা—স্বীয় স্বরূপাত্মবন্ধী কর্তব্যের কথা ভুলিয়া যান, ভগবৎ-সেবার আনন্দের কথা তাহার মনে আসেনা—আসে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা—নিজের দেহের, নিজের ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির কথা ; ইন্দ্রিয়াদির সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রিয়াদির সুখেই জীব তখন নিজের সুখ বলিয়া মনে করে—সুতরাং—নিজের দেহকেই “আমি” বলিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করে । এইরূপে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহং-মমত্বাদি-বুদ্ধি জন্মে । আত্মসুখের বাসনা হইতেই কিন্তু এইরূপ হইয়া থাকে ; ভগবৎ-সুখের বাসনাই জীবের স্বরূপাত্মবন্ধী কর্তব্য বলিয়া এবং ভগবৎ-সুখবাসনা ও আত্মসুখ-বাসনা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া আত্মসুখ-বাসনা হইল জীবের স্বরূপের বিপরীত বাসনা—সুতরাং এই আত্মসুখ-বাসনাতেই জীবের স্বরূপের বিপর্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায় । স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে ইহা জন্মে বলিয়াই বলা হইয়াছে ততঃ—অস্মৃতি হইতে, স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে বিপর্যয়ঃ—বিপরীত বুদ্ধি, স্বরূপাত্মবন্ধিনী বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধি জন্মে এবং তাহা হইতেই দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান জন্মে । বিপর্যয় কাহাকে বলে, মহামতি অকুরের বাক্যে তাহা বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন—আমার মতির বিপর্যয় ঘটিয়াছে ; যেহেতু, আমি অনিত্য কৰ্ম্ম-ফলকে নিত্য বলিয়া মনে করিতেছি ; অনাত্ম দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিতেছি (দেহই আমি—এইরূপ মনে করিতেছি), দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি ; সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বই আরাম বোধ করিতেছি ; আমি তমোগুণে একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি ; তাই আমার পরম-প্রেমাম্পদ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিতেছি না । অনিত্যানাত্মদুঃখে বিপর্যয়মতিহংম্ । দন্দারামস্তমোবিষ্টো ন জানে স্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৪০।২৫ ॥ যাহা হউক, পূর্বে বলা হইয়াছে—জীবের আনন্দাত্মস্বকানের ধারা দুইটি ; এই দুইটি ধারার অন্তর্কূল বস্তুও দুইটি—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি—এবং জীবের নিজের দেহ এবং নিজের ইন্দ্রিয়াদি । স্বীয় স্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলে প্রথম বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাও জীব ভুলিয়া যায় ; তখন মনে থাকে কেবল নিজের সুখের কথা এবং তদন্তর্কূল বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর কথা—দেহেন্দ্রিয়াদির কথা । নিজের সুখের চিন্তা করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়াদিতেই জীবের অভিনিবেশ জন্মে—স্বরূপের বিপর্যয়-বুদ্ধিরই ইহা অবশুস্তাবী ফল । তাই বলা হইয়াছে ততঃ—সেই বিপরীত বুদ্ধি হইতে, দেহাদিতে অহং-মমত্বাদি বুদ্ধি হইতে দ্বিতীয়বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে অভিনিবেশ জন্মে, সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ—দ্বিতীয়বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই ভয়ং শ্রীং—জীবের ভয়, সংসার-ভয়, ত্রিতাপজালা জন্মিয়া থাকে (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় “হরি”-শব্দের টীকাস্তম্ভে আলোচনা দ্রষ্টব্য) । তাহা হইলে দেখা গেল, সংসার-ভয়ের—ত্রিতাপ-জালার—মূল কারণ হইল জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি—শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি । তাই বলা হইয়াছে “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্গুণ । অতএব মায়া তারে দেয় সাংসার দুঃখ ॥ ১।২০।১০৪ ॥ ” কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব মায়ার কবলে পড়িয়াছে, তাতে সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে । কিন্তু মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি ? গীতার ৭।১৪ শ্লোক হইতে জানা যায়—ভগবানের শরণাপন্ন হইতে না পারিলে মায়ার কবল হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ; শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিকভাবে ভক্তের প্রয়োজন । তাই বলা হইয়াছে অতঃ—কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই সংসার-দুঃখ জন্মে বলিয়া বুধঃ—পণ্ডিত ব্যক্তি গুরু-দেবতাত্মা সন্—শ্রীগুরুদেবকে দেবতা ও পরমাত্মীয়—প্রেষ্ঠ—মনে করিয়া (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) একয়া ভক্ত্যা—অব্যক্তিগারিণী ভক্তির সহিত, অগ্ণ্যভিলাষিতাশূন্য ভক্তির সহিত কৃষ্ণস্বৈক্যতাপর্য্যময়ী ভক্তির সহিত ঈশং—ভগবান্কে আভ্যজেৎ—আ—সম্যকরূপে ভজেৎ—ভজন করিবে ।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥১০৬

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতারাম্ (৭।১৪)—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কে তর্হি স্বাং জানন্তীত্যত আহ দৈবতি । দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্বুতত্যাঃ গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরশ্চ শক্তির্মায়া দুরত্যা দুরত্যা হি প্রসিদ্ধমেতৎ তথাপি মামেবেত্যেব কারণেণ অবাভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ । স্বামী । ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এই শ্লোক হইতে (এবং ১০৪ পয়ার হইতেও) জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অশ্রুতিই হইল জীবের ভয়ের বা সংসার-দুঃখের হেতু । এই সংসার-দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার হেতুকে দূর করিতে হইবে । হেতু হইল—অশ্রুতি, কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকা ; শ্রীকৃষ্ণই যে স্বেচ্ছরূপ, তাহা না জানা । এই “না-জানাকে” দূর করিতে হইবে “জানা-দ্বারা । তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—“তমেব বিদিত্বা অতিশূন্যমেতি, নাথঃ পশু বিদুতে অয়নায়—তাঁহাকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর (স্তবরাং সংসার-দুঃখেরও) অতীত হওয়া যায় ; ইহার আর অণু কোনও পশুই নাই ।” তাঁহাকে “না-জানা” বা “ভুলিয়া থাকা” হইল তাঁহার সম্বন্ধে অশ্রুতি—শ্রুতির অভাব । এই অশ্রুতিকে বা শ্রুতির অভাবকে দূর করিতে হইবে তাঁহার শ্রুতির দ্বারা—হৃদয়ে তাঁহার শ্রুতিকে জাগ্রত এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দ্বারা ; এই অশ্রুতিকে দূর করার অণু কোনও উপায় নাই । যেমন, আলোক আনয়নব্যতীত অন্ধকারকে (আলোকের অভাবকে) দূর করার অণু কোনও উপায়ই নাই, তদ্রূপ । এজ্জগৎই শাস্ত্র বলেন—সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, ইহাই হইতেছে সমস্ত বিধির রাজা, এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই হইতেছে সমস্ত নিষেধের রাজা । সমস্ত বিধি-নিষেধ—এই দুইয়েরই কিঙ্কর । “সততং স্মর্তব্যোবিষ্ণু বিস্মর্তব্যো না জাতু চিৎ । সর্কে বিধিনিষেধাঃ সুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥” কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রুতিকে হৃদয়ে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ? ভক্তনাস্তের অমুষ্ঠানই ইহার একমাত্র উপায় । তাই এই আলোচ্য শ্লোকে ভক্তনের কথা—শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাকে সম্বল করিয়া তাঁহারই উপদেশামুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তনের কথা—বলা হইয়াছে । শ্লোকের শেষ অংশে “কেমনে হিত হয়” প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয় ।

১০৬ । “কিরূপে হিত হয় ?”—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ।

সাধুশাস্ত্র-কৃপায়—সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায় ।

কৃষ্ণোন্মুখ—শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ । সাধুর উপদেশ ও কৃপায়, কিম্বা শাস্ত্রের উপদেশে—যদি জীবের স্বরূপের জ্ঞান হয়—আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই আমার কর্তব্য—এই জ্ঞান হয়, তখন জীব শ্রীকৃষ্ণভক্তনে প্রবৃত্ত হয় ; তাহা হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে ।

মায়া তাহারে ছাড়য়—জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন, আপনা হইতেই অব্যাহতি দেন, আর শাস্তি দেন না, সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তন ব্যতীত যে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১২ । অন্বয় । মম (আমার) এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী, অত্যদ্বুত) গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা) মায়া (মায়া) দুরত্যা (দুরতিক্রমণীয়া) হি (নিশ্চিত) ; যে (যাহারা) মাম্ (আমাতে) এব (ই প্রপদ্যন্তে (শরণাপন্ন হয়েন), তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন) ।

মায়ামুক্ত-জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান ।

জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার এই অলৌকিকী ও অত্যদ্বুতা গুণাত্মিকা (গুণময়ী) মায়া দুরতিক্রমণীয়া । যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই স্নহস্তরা মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে । ১২

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—“আমার এই গুণময়ী—সদ্বাদি-গুণবিকারময়ী মায়া, দৈবী—অলৌকিকী ; দৈবশক্তি-সম্পন্ন ।” জড়-মায়ার যে বৃত্তি জীবের স্বরূপ ভুলাইয়া তাহাকে অনিত্য সংসারস্থখে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে বলে জীবমায়া । এই শ্লোকে “দৈবীমায়া” বলিতে এই জীবমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । এই জীবমায়া জড়-শক্তি বলিয়া কোনও চৈতন্যময়ী শক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত না হইলে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যময়ী শক্তিকর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া জীবমায়া অনাদি-বহির্ভূত জীবকে সংসার ভোগ করায় । এই মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি ; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও শক্তি বটেন ; বহিরঙ্গা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপ্ৰাকৃত ধামেও যাইতে পারেন না সত্য ; তথাপি কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা বলিয়া আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী ; এবং এই শক্তিতে শক্তিমতী বলিয়াই তাহার শক্তি অলৌকিকী, তাই মায়াকে দৈবী বলা হইয়াছে । অবশ্য জীবও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—তটস্থা শক্তি । বহিরঙ্গা মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও ধামের নিকটে যাইতে পারে না ; কিন্তু জীবশক্তি তটস্থা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যাইতে পারে । যে দমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার নিয়োজিত, তাহার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আশ্রয়ে অবস্থিত ; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাহাদেরও নিকটবর্তিনী হইতে পারেন না ; কিন্তু যে দমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া স্বরূপানু-বন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসেবার কথা ভুলিয়া (২২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে, আসিয়া নিজেদিগকে মায়ার কবলে ফেলিয়া দিয়াছে, অষ্টভুজের ছায় মায়া তাহাদিগকে আষ্টেপিষ্টে বাধিয়া ফেলিয়াছে ; মায়ার শক্তি তাহাদিগের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী ; কারণ, মায়া দৈবী—আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী ; কিন্তু জীব সেই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া শক্তিহীন ; এরূপ অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে দৈবীমায়া **দুরত্যয়া—দুর্লভ্যনীয়া** ; জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই মায়ার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না । কিন্তু সেই জীব যদি আবার শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে মায়া আপনা-আপনিই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন ; কারণ, যখনই জীব সৰ্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্রয় দিয়া অঙ্গীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অঙ্গীকার করেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির তাহার উপর কোনও অধিকারই থাকিতে পারে না । অথবা, মায়া হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই নিজের শক্তিকে অপসারিত করিতে পারেন ; নতুবা জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই ঈশ্বর-শক্তি মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না । যে জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে মায়ামুক্ত করিয়া দেন । “কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার । মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥ ২২২২ ॥” তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“যে—যাহারা **মামেব প্রপত্তন্তে**—আমারই শরণাপন্ন হইবে, আমার কৃপায় **তে**—তাহারা **এতাং মায়াং তরন্তি**—এই দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে ।” যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে না, তাহার মায়া কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না । ইহাই “এব”-শব্দের তাৎপৰ্য্য ।

শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত ভজনের প্রয়োজন । তাই পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষ চরণে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ভজনের কথা বলিয়া এই শ্লোকে ভজনের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন । কৃষ্ণ-ভজনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে পারিলেই ত্রিতাপজ্বালা—সংসার-দুঃখ—দূরীভূত হইবে, ইহাই তাৎপৰ্য্য ।

১০৭ । বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই জীবের সংসার-দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে

শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান ।

| ‘কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা’ জীবের হয় জ্ঞান । ১০৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

হইলে শ্রীকৃষ্ণ কে তাহা জানা দরকার, জীবের স্বরূপ জানা দরকার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাহাও জানা দরকার । এসকল কথা জানিতে না পারিলে ভগ্ননেই বা প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন ? কিন্তু মায়াযুক্ত জীব অনাদিকাল হইতেই এসব কথা ভুলিয়াই রহিয়াছে ; এক্ষণে এসকল কথা তাহাকে কে আবার স্মরণ করাইয়া দিবে ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরমকৃপালু, বস্তুতঃ “লোক নিস্তারিব এই দৈব-স্বভাব । ১২১০ ॥” তাই তিনি কৃপা করিয়া সমস্ত জীবকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া দেন । কিরূপে তাহা তিনি জানান, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে ।

মায়াযুক্ত জীব—যে জীব মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে । **স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান**—অন্যের উপদেশাদি ব্যতীত মায়াযুক্তজীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন কোনও জ্ঞান আপনা-আপনি উদ্ভিত হয় না । কোন কোন গ্রন্থে—“কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান”—এই পাঠান্তর আছে । **জীবের কৃপায়**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ । **কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ**—জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জীবের উদ্ধারের জন্য পরমকৃপালু শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, যেন জীব এই সমস্ত শাস্ত্র দেখিয়া নিজের তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণভজ্ঞন করিয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে । শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধারের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও একথাই বলিয়াছেন । “অনাঘবিজ্ঞাযুক্তস্ত পুরুষস্ত্যজবেদনম্ । স্বতো ন সম্ভবাদচ্ছস্তদ্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ শ্রী ভাঃ ১১।২২।১০ ॥ অনাদিকাল হইতে অবিজ্ঞাযুক্ত (মায়াযুক্ত) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান) হয় না ; অথ (মায়াযুক্ত জীব হইতে অজ্ঞ) তদ্বজ্ঞই (সর্বতত্ত্বজ্ঞ স্বয়ং-প্রকাশ-জ্ঞান পরমেশ্বরই) তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন ।” এই শ্লোকোক্তির মর্ম্মই এই পর্যায়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র যে অপৌরুষেয়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকটিত, প্রতিই তাহার প্রমাণ । “অশ্রু মহতো ভূতস্ত নিঃস্বসিতমেতৎ যদ্ ধ্বংসদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্কাক্ষিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ॥ ৬।৩২ ॥ ধ্বংসদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ, এসমস্ত সেই মহত্তম-তত্ত্ব পরব্রহ্মেরই নিঃস্বাস ।” ভগবান্ হইতে এক বেদই প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যাসরূপে পরে ভগবান্ তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন ; ঋক্-আদি চারিটি বেদ একই বেদের চারিটি অংশ বলিয়া চারিবেদই হইল ভগবানের নিঃস্বাসরূপে প্রকটিত । তদ্রূপ পুরাণও একটি—সমস্ত পুরাণের সমষ্টিরূপ । তাহাতে শতকোটি শ্লোক । “পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্মাশুরেহনঘ । ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ মৎস্রপুরাণ ॥ ৫৩৪ ॥” কালপ্রভাবে পুরাণের প্রভাব যখন স্তিমিত হইয়া যায়, তখন ভগবান্ ব্যাসরূপে যুগে যুগে তাহা আবার প্রকটিত করেন । “কালেনা-গ্রহণং মদ্বা পুরাণস্ত দ্বিজোত্তমাঃ । ব্যাসরূপমহং কৃদ্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥ মৎস্রপুরাণ ॥ ৫৩৮২ ॥ সংহরামি—সঙ্কলয়ামি, (শ্রীজীব, তত্ত্বসন্দর্ভে) ॥” প্রতি চতুষ্টয়ের দ্বাপরে সেই চতুষ্টয়ের উপযোগীভাবে চারি লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত হয় ; শতকোটি-শ্লোকাত্মক সমগ্র পুরাণ দেবলোকে বিদ্যমান থাকে । “চতুর্লক্ষ-প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা । তথাষ্টদশা কৃদ্বা ভূর্লোকেহস্মিন্ প্রকাশতে । অতাপি দেবলোকেহস্মিন্ শতকোটি প্রবিস্তরম্ ॥ মৎস্রপুরাণ ॥ ৫৩৪ ॥” বেদার্থ-পরিপূরক ও বেদার্থ-প্রকাশক শাস্ত্রের নামই পুরাণ ।

১০৮ । **শাস্ত্র-গুরু** ইত্যাদি—পরম-দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও পরমাত্মারূপে জীবের হৃদয়ে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন । এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই জীব বুঝিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস । শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়েই আছেন ; প্রত্যেক কার্য্যের সময়েই এই পরমাত্মা জীবের প্রতি ইঙ্গিতে জানান, ঐ কার্য্য সম্বন্ধে কি অসম্ভব । শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র উপাশ্রয়, ইহাও জানান ; কিন্তু মায়াযুক্ত জীব সকল সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু গুরুর যোগে বাচনিক উপদেশাদিদ্বারাও জীবকে তাহার কর্ত্তব্য জানান (১১।২২) ।

বেদ-শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।

কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্ত্যের সাধন ॥ ১০৯

অভিধেয় নাম—ভক্তি,—প্রেম প্রয়োজন ।

পুরুষার্থনিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১০৯-১১০ । শ্রীকৃষ্ণ ও জীব সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে কি কি জানিতে পারা যায়, তাহাই একটু পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণসেবা হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য ; কিন্তু প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না ; তাই শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম ; ভক্তিমার্গের সাধন ব্যতীত এই প্রেম পাওয়া যায় না ; তাই ভক্তি বা ভক্তিমার্গের সাধনই হইল সংসারী জীবের কর্তব্য ;

সম্বন্ধ—প্রতিপাত্তবিষয় ; কোনও শাস্ত্র যে বিষয়টি স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, সেই বিষয়টিই হইল ঐ শাস্ত্রের সম্বন্ধ বা প্রতিপাত্ত বিষয় । **অভিধেয়**—বাচ্য ; কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়ার যোগ্য ; শাস্ত্র-বিহিত কর্তব্য । বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাত্ত বিষয়ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ । **কৃষ্ণ প্রাপ্য**—জীবের পক্ষে পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু একমাত্র কৃষ্ণসেবা । যাহা পাইলে, অথ কিছু পাওয়ার জন্ত আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাহা একবার পাওয়া গেলে আর তাহাকে হারাইতে হয় না, তাহাই বাস্তবিক পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু ; তাহা পাওয়ার জন্তই জীবের চেষ্টা করা প্রয়োজন । সেই বস্তুটি হইল শ্রীকৃষ্ণ-সেবা । এইজন্তই বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই আলোচ্য ও প্রতিপাত্ত বিষয় ; এজন্তই শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বলা হয় । **অথবা**, কৃষ্ণই প্রাপ্য ; কৃষ্ণ পাওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে, কৃষ্ণসেবা পাওয়া । **প্রাপ্য**—পাওনা ; যাহা পাওয়ার জন্ত দাবী আছে, অধিকার আছে, তাহাই প্রাপ্য বা পাওনা । কাহারও নিকটে কোনও বস্তু গচ্ছিত (আমানত) থাকিলে তাহাই হয় প্রাপ্য । জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা তাহার প্রাপ্য ; শ্রীকৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপগত অধিকার আছে, দাবী আছে । ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জীবের নিমিত্ত গচ্ছিত ধনের তুল্য । তাই প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের প্রতি একটি পরম আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছেন—“জীব ! শ্রীকৃষ্ণসেবা তোমার প্রাপ্য ; ইহা তোমার জন্তই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেন গচ্ছিত আছে ; তুমি তাহা জান না ; যেহেতু মায়াদ্বারা তোমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে ; সাধন-ভক্তির অনুরোধ করিয়া মায়ার আবরণ দূর কর ; দূর করিলেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে এবং যাওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাহা পাইতে পারিবে ।” ব্রহ্মাও ইহার অনুরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন । “তত্ত্বেহনুকম্পাং হুসমীক্ষমাণো ভুজান এবান্নকৃতং বিপাকম্ । হৃদ্বাংগপুতি বিদধন্নমন্তে জীবৈত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।২ ॥” এই শ্লোকের অন্তর্গত “দায়ভাক্”-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীচৈ, চ, ২।৬২২ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য । যদি কোনও মহাজনের নিকটে কাহারও জন্ত কোনও বস্তু গচ্ছিত থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি তাহার অনুসন্ধান না করে, তাহা হইলে সেই মহাজনই নানা উপায়ে তাহার নিকটে তাহা জানাইতে চাহেন । ভগবানের নিকটে জীবের জন্ত শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটি গচ্ছিত আছে ; মায়াবদ্ধ জীব তাহা জানেনা, তাই তাহার জন্ত অনুসন্ধান করেনা । পরম কৃপালু ভগবান্‌ই জীবকে তাহা জানাইবার জন্ত বেদাদি শাস্ত্র প্রকটন করেন (ইহা বর্তমান কালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুরূপ), নানাবিধ অবতাররূপে প্রচার করেন (বর্তমান কালের ঢোল পিটাইয়া জানানোর মতন) এবং সময় সময় নিজে স্বয়ংরূপে আসিয়াও তাহা জানাইয়া যান (যেমন, গৌররূপে বলিলেন—কৃষ্ণ প্রাপ্য) । সাধু মহাজন যেমন তাঁহার নিকটে গচ্ছিত বস্তুটি প্রাপককে দেওয়ার জন্ত আগ্রহান্বিত হন, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নিকটে গচ্ছিত শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটি জীবকে দেওয়ার জন্ত তদ্রূপ—বরণ তদপেক্ষাও অধিকরূপে—ব্যাকুল । এজন্তই বলা হইয়াছে—“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩২৫ ॥” যাহাহউক, উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য অনুসারে, এই পরায়োক্ত “সম্বন্ধ”-শব্দের একটি ব্যঞ্জনাও হইতে পারে এইরূপ—ভগবানের সঙ্গে জীবের একটা সম্বন্ধ হইতেছে এই যে—জীব প্রাপক, আর ভগবান্‌ (বা তাঁহার

কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ।

| কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

সেবা) জীবের প্রাপ্য। প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ। যাহা হইতে জীবের উদ্ভব, যাহা দ্বারা জীব জীবিত থাকে, যাহাতে জীব পুনরায় প্রবেশ করে, তাহার সঙ্গেই হইল জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ। অপর কাহারও সহিতই জীবের এইরূপ স্বরূপানুবন্ধী নিত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবের সহিতই যে তাহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ, তাহা নহে। সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদি চিহ্নরাজ্য, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরবর্গের সহিতও তাহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাহার সহিত সকলেরই এইরূপ সম্বন্ধ, অথচ যাহার সহিত এইরূপ সম্বন্ধের কথা মায়াবদ্ধ জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ বিস্মৃত হইয়া আছে, তাহার সহিত সেই সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার এবং চিন্তে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই মায়াবদ্ধ জীবের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু যাহার সহিত সকলের এইরূপ সম্বন্ধ, তিনি কে? বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্র বলিতেছেন—রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সকলের এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ; তাই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব; সমস্ত শাস্ত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেद्यঃ।” পূর্বোক্ত “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই মূল সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া তিনিই যে একমাত্র ভজনীয়, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্তই এই পয়ায়ে বলা হইতেছে—“কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ।” রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। রসং হ্বেদায়ং লঙ্কানন্দী ভবতি ॥ তাই তিনিই প্রাপ্য। ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন—শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্ত যে সাধন করিতে হয়, তাহার নাম ভক্তি।

অভিধেয়-নাম ভক্তি—অভিধেয়ের নাম (জীবের কর্তব্যের নামই) ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্ত জীবের কর্তব্য হইল ভক্তির সাধন। **প্রেম প্রয়োজন**—প্রেমই হইল জীবের একমাত্র প্রয়োজন; প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না; এজন্য প্রয়োজন বা আবশ্যকীয় বস্তু হইল প্রেম। এই প্রেম পাওয়া যায় “ভক্তি” দ্বারা; এজন্য “ভক্তি” হইল জীবের কর্তব্য কর্ম (বা অভিধেয়); আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মুখ্যবস্তু বা সম্বন্ধ, যাহার সেবাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম। সমস্ত শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয় নির্ধারণের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্র স্থির করিয়াছেন। (ভূমিকায় সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য);

১১০-১১। প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। জীবের যত রকমের কাম্য বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাশ্রেষ্ঠ হইল প্রেম। কারণ, এই প্রেমের প্রভাবে ভাগ্যবান জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ যে একটি অনির্বচনীয় আনন্দ—যাহার নিমিত্ত আত্মারাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, সেই অপূর্ব আনন্দ—পাওয়া যায়, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অসমোদ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদন এবং আত্মারামগণেরও এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের ও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণেরও চিত্তাকর্ষী তাহার অনির্বচনীয় লীলারসের আস্বাদনও পাওয়া যায়।

অন্বয়। পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন প্রেম—(যাহা) কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ (হয়, তাহা অর্থাৎ তাহা দ্বারা ভক্ত)—কৃষ্ণ সেবা করে, আর (সেই কৃষ্ণসেবাবারা) কৃষ্ণরস আস্বাদন করে।

পুরুষার্থ—পুরুষের (জীবের) অর্থ (কাম্যবস্তু)।

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যেছে দরিদ্রের ঘরে ।
সর্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে—॥১১২
তুমি কেন দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।

তোরে না কহিল, অশ্রু ছাড়িল জীবন ॥ ১১৩
সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।
এছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পুরুষার্থ-শিরোমণি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটিকে পুরুষার্থ বলে । এই চারিটি পুরুষার্থের শিরোমণি হইল প্রেম । প্রেমের তুলনায় উক্ত চারিটি পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ । ভূমিকায় “পুরুষার্থ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

কৃষ্ণমাধুর্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য আশ্বাদনের একমাত্র কারণ (উপায়ও) হইল প্রেম । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অনবরত নূতন নূতন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে ; কিন্তু প্রেম ব্যতীত তাহা কেহ আশ্বাদন করিতে পারে না ; যাহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্যই আশ্বাদন করিতে পারেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয় । স্ব স্ব প্রেম অম্লরূপ ভক্ত আশ্বাদয় । ১।৪।১২৭” । **সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ**—কৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দলাভের হেতু । আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ আপনা-আপনিই একটা অপূর্ণ আনন্দ আসিয়া ভক্তের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে ; প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে পারে না বলিয়া এই আনন্দের হেতুও হইল প্রেম । **কৃষ্ণরস আশ্বাদন**—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ অর্থাৎ আশ্বাদ্যরূপে তিনি রস এবং আশ্বাদকরূপে তিনি রসিক ; তিনি অখিলরসামৃত-মূর্তি—সমস্ত রসের নিধান, সমস্ত রসের মূর্তিস্বরূপ । এসমস্ত রস অভিব্যক্ত হয় তাঁহার চারিটি মাধুর্যে—লীলামাধুর্য, বেণুমাধুর্য, রূপমাধুর্য, ও প্রেমমাধুর্য (লঘু-ভাগবতামৃতের মতে ঐশ্বর্য্যমাধুর্য) । এই চারিটি মাধুর্যের মধ্যে রূপমাধুর্য বা শ্রীঅঙ্গের মাধুর্যের কথা পূর্ববর্তী “কৃষ্ণমাধুর্যসেবানন্দ” ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত “কৃষ্ণমাধুর্য”-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে ; এস্থলে “কৃষ্ণরস”-শব্দে অপর তিনটি মাধুর্যের কথাই বোধ হয় বলা হইয়াছে ।

অথবা, পূর্ববর্তী কৃষ্ণমাধুর্য-শব্দে চারিটি মাধুর্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে মনে করিলে এস্থলে “কৃষ্ণরস” শব্দে কৃষ্ণভক্তি-রসকেও বুঝাইতে পারে । কৃষ্ণভক্তি-রসের আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । কৃষ্ণসেবাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরস বা কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদিত হইতে পারে ।

১১২-১১৪ । **ইহাতে দৃষ্টান্ত যেছে**—জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়াতে অঙ্গীকার করায়, সংসারে নানাবিধ দুঃখ পাইতেছে । এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল শ্রীকৃষ্ণসেবা ; শ্রীকৃষ্ণসেবার অল্প জীবের প্রয়োজন হইল প্রেম । তাহা হইলে প্রেম পাইলেই জীবের দুঃখ ঘুচিয়া যায় । এই প্রেম আবার কাহাকেও তৈয়ার করিয়া লইতে হয় না ; ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু—“নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় । ২।২২।৫৭ ॥” এই প্রেমের উপাদানরূপ হল্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ; যাহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তেই উহা গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয় । মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ মলিনতায় আবৃত হইয়া আছে বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের—সুতরাং প্রেমধন ধারণের—যোগ্যতা তাহার নাই ; তাহার চিত্ত যে ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—সেই খবরও মায়াবদ্ধ জীব জানে না এবং এই যোগ্যতা লাভ হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় প্রেমধন পাওয়া যায়, তাহাও জীব জানে না । শাস্ত্র বা গুরু কৃপা করিয়া মায়াবদ্ধ জীবকে এই প্রেমধনের উদ্দেশ্য বলিয়া দেন এবং কিরূপে চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত করিয়া সেই প্রেমধনকে লাভ করিতে হয়, তাহাও জানাইয়া দেন । চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত হইলেই যখন কৃষ্ণ-কৃপায় প্রেমধনটি পাওয়া যায়, তখন ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, মলিনতার আবরণের নীচেই যেন প্রেমধনটি লুক্কায়িত আছে—আবরণটি দূর করিতে পারিলেই তাহা পাওয়া যাইবে । ইহাই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন । এক অতি দরিদ্র লোক ছিল ; দারিদ্র্যের পীড়নে সেই লোকটি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল । একদিন একজন সর্বজ্ঞ

সর্বজ্ঞের বাক্য—মূল ধন অনুবন্ধ ।
 সর্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥ ১১৫
 ‘বাপের ধন আছে’ জ্ঞানে ধন নাহি পায় ।
 তবে সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্ত্যের উপায় ॥ ১১৬
 এইস্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে ॥
 ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১১৭
 পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয় ।

সে বিয়্য করিবে, ধন হাতে না পড়য় ॥ ১১৮
 উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে ।
 ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে ॥ ১১৯
 পূর্বদিগে তাতে মাটি অল্প খুদিতে ।
 ধনের জাড়ি পড়িবে তোমার হাতেতে ॥ ১২০
 ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি ।
 ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

লোক তাহার গৃহে আসিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন, “তুমি বাপু, কেন দুঃখ পাইতেছ। মাটির নীচে তোমার পিতার প্রচুর অর্থ আছে। তুমি ঐ অর্থ বাহির করিয়া লও, তাহা হইলেই তোমার দরিদ্রতা দূর হইবে, দুঃখও দূর হইবে।”

ঐছে বেদ-পুরাণ—দুঃখী লোককে যেমন সর্বজ্ঞ উপদেশ করেন, সংসার-তাপদগ্ধ জীবকেও সেইরূপ বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র উপদেশ করেন। উপদেশটি এই :—“জগতের পিতা (স্মৃতরাং জীবের পিতা) শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্ত প্রেমরূপ ধন রাখিয়া দিয়াছেন ; তোমার অপরাধের বা ভুক্তিমুক্তি-বাসনার আবরণের নীচে ঐ প্রেমধন লুক্কায়িত আছে ; তুমি ঐ ধনের খোঁজ কর ; প্রেমধন পাইলেই তোমার সংসার-দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।” প্রেমধনহারা হইয়াছে বলিয়াই জীবকে দরিদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১১৫। সর্বজ্ঞের বাক্যানুসারে ধনই যেমন প্রাপ্য বস্তু, তদ্রূপ শাস্ত্রাবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু ; ধন পাইলে যেমন আর দারিদ্র্য-দুঃখ থাকে না, শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইলেও আর সংসার-দুঃখ থাকে না।
 অনুবন্ধ—সম্বন্ধ ; প্রাপ্যবস্তু।

১১৬। “পিতা আমার জন্ত মাটির নীচে ধন রাখিয়া গিয়াছেন”—ইহা জানিতে পারিলেই দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হয় না ; মাটি খুঁড়িয়া ধন বাহির করিতে হইবে। তদ্রূপ, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারিলেই সংসার-দুঃখ-দূরীভূত হইবে—একথা জানিতে পারিলেই সংসার-ক্ষয় হয় না ; প্রেমলাভের জন্ত সাধন করিতে হইবে।

১১৭-২০। কোন্ স্থানে মাটির নীচে ধন আছে, তাহা সর্বজ্ঞ বলিয়া দিলেন এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিতে আরম্ভ করিলে কি বিপদের আশঙ্কা আছে এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিলে সহজেই ধন পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন। সর্বজ্ঞ বলিতেছেন যে, যে পিতৃধন মাটিতে পোতা আছে, তাহা লাভ করিবার জন্ত মাটি খুঁড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দক্ষিণ দিকে খোদ (খনন কর), তাহা হইলে ধন পাইবে না, কেবল ভীমরুল (ভেঙ্গুল) ও বোলতা উঠিবে ; তাহাদের দংশনের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে হইবে। যদি পশ্চিমে খনন কর, তাহা হইলে ধন পাইবে না ; এক যক্ষ উঠিয়া তোমার ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিয়্য জন্মাইবে। তোমাকে ভূতাবিষ্টের ছায় থাকিতে হইবে, আর ধন পাওয়ার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। আর যদি উত্তরে খনন কর, তাহা হইলেও ধন পাইবে না, অজাগর তোমাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু যদি তুমি পূর্বদিকে খনন কর, তাহা হইলে অল্পমাত্র খনন করিলেই ধনের ভাও তোমার হাতে পড়িবে।

ভীমরুল—ভেঙ্গুল ; ইহার কামড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা। বরুলী—বোলতা ; ইহার কামড়েও খুব যন্ত্রণা।
 যক্ষ—উপদেবতাবিশেষ। কৃষ্ণ অজাগর—কৃষ্ণবর্ণ অজাগর সাপ। জাড়ি—জালা ; পাত।

১২১। ঐছে—উক্তরূপে ; ঐরূপে। ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে সর্বজ্ঞ যেক্রূপ বলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ বলেন।

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাধ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন সাধ্যায়ত্তপোস্তাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ ১৩

তথাহি তত্রৈব (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধায়ান্না প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাং ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্বিকয়া ভক্ত্যা স্বহমেব গ্রাহঃ ক্রমাদবশীকার্য্যঃ সৈব মন্নিষ্ঠা ময়ি দার্ঢ্যং গত। সতী।
শ্রীজীব। সম্ভবাং জাতিদোষাদপীতার্থঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি—উক্ত উদাহরণে বলা হইল—দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে খনন করিলে ধন পাইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—কর্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভক্তির সাধন করিলেই সহজে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ দিকে খুদিলে যেমন ভীমরুল-বোলতা উঠিবে, সেইরূপ কর্মমার্গের সাধন করিলেও স্বর্গাদি ভোগময় ধাম প্রাপ্ত হইবে, সেই স্থানে অসুখাদিজাত যন্ত্রণা ভীমরুল ও বোলতার দংশনের মত কষ্টদায়ক হইবে। পশ্চিমে খুদিলে যেমন যক্ষ উঠিবে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধন করিলেও যক্ষাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্টের ছায় নির্কিংশেব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে; ভূতাবিষ্ট লোক যেমন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নির্কিংশেব-ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া থাকে; স্মরণ্য প্রেমপ্রাপ্তির চেষ্টাও সেই জীব আর করিতে পারে না। আর উত্তর দিকে খনন করিলে, যেমন অজাগর উঠিয়া গ্রাস করিবে, সেইরূপ যোগমার্গের সাধন করিলেও অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে; এই অষ্টসিদ্ধিই অজাগরের ছায় জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন জীব আর নিজের স্বরূপ-স্বকৃতির অণু কোনও চেষ্টাই করিতে পারিবে না; তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিও অসম্ভব হইবে। কিন্তু পূর্বদিকে খনন করিলে অতি সহজেই যেমন ধন পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিমার্গের সাধন করিলে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অণু কোনও সাধনেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। পরবর্তী শ্লোকসমূহে তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো। ১৩। অর্থ। অসুখাদি ১।১।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অর্থ। সতাং (সাধুদিগের) আন্থা (আন্থা) প্রিয়ঃ (ও প্রিয়) অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত—শ্রদ্ধাপূর্বিকা) একয়া (একমাত্র) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) গ্রাহঃ (বশীভূত হই) ; মন্নিষ্ঠা (আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা) ভক্তিঃ (ভক্তি) স্বপাকান্ (কুকুর-ভোজীদিগকে) অপি (ও) সম্ভবাং (তাহাদের জাতিদোষ হইতে) পুনাতি (পবিত্র করে) ।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—“সাধুদিগের আন্থা এবং প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সহিত অমুষ্ঠিতা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি কুকুরভোজী নীচ ব্যক্তিদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। ১৪

এই শ্লোকে একয়া—একমাত্র—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত, কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদির বশীভূত নহেন। শ্রুতি বলেন “ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥—একমাত্র ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—জীবকে ভগবানের নিকটে নিতে পারে; একমাত্র ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করাইতে পারে। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—ভূয়সী অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পর্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ।” গীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ভক্তিদ্বারাই আমাকে সম্যকরূপে জানা যায়।” শ্রীমদভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ ॥১১।১৪।২১ ॥—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ—অর্থাৎ বশীভূত হই।” শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তির অমুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্তের মলিনতা ধরীভূত হইবে, তখন চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে; এই ভক্তি গাঢ় হইতে হইতে যখন প্রেমে পরিণত হইবে,

অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ।

‘অভিধেয়’ বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১২২

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায় ।

সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১২৩

তৈছে ভক্তিকল কৃষ্ণে প্রেম উপজায় ।

প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১২৪

‘দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়’ প্রেমের ফল নয় ।

‘ভোগ প্রেমসুখ’ মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১২৫

বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১২৬

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ ।

তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের বশীভূত হইবেন । কর্মমার্গের সাধনে স্বর্গাদি ভোগলোক পাওয়া যাইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সাধনে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করা যাইতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে আপন-রূপে—“শ্রীকৃষ্ণ আমারই”—এইরূপে পাওয়া যায় না । কেবল কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়েই যে ভক্তির অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তাহা নহে ; পাপনাশকত্বের দিক্ দিয়াও যোগজ্ঞানাদি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে । সামাজিক হিসাবে নীচজাতিতে যাহাদের জন্ম, জাত্যভিমानी লোকগণ মনে করে—তাহাদের কোনও গুরুতর পাপের ফলেই নীচবংশে তাহাদের জন্ম হইয়াছে—তাই তাহাদিগকে তাহারা হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করে ; কর্মাদিসাধন-মার্গে তাহাদের সকলের অধিকার আছে বলিয়াও জাত্যভিমानीরা স্বীকার করিতে চায় না । কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধনে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের তো অধিকার আছে—অধিকন্তু, ঐকান্তিকভাবে যাহারা ভক্তিমার্গের সাধন করিবেন, তাহারা যদি কুকুর-তোজী নীচজাতি-ভুক্তও হইয়া, তাহা হইলেও কেহ তাহাদিগকে হেয় বা অস্পৃশ্য মনে করিবে না, পরম-পবিত্রজ্ঞানে তাহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা করিবে, নিজে কে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে অনেকেই তাহাদের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকেন । কারণ, ঐকান্তিকী ভক্তি স্বপক্ষেও তাহার সম্ভব—জাতিদোষ হইতে পুনাতি—তাহার জাতিদোষ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র করেন ।

একমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, ১৩শ শ্লোকের “যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা” বাক্যে এবং ১৪ শ্লোকে তাহার জাজল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে ।

১২৩-২৪ । ধন পাইলে যেমন সুখভোগ পাওয়া যায়, সুখভোগ পাওয়া গেলেই যেমন আনুষঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই দারিদ্র্যদুঃখ দূরীভূত হয়, তজ্জগৎ স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা করিতে হয় না ; তদ্রূপ সাধনভক্তির ফলেই প্রেম পাওয়া যায়, প্রেমের সহিত কৃষ্ণসেবা করিলেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আনন্দের সুখ পাওয়া যায় ; তখন আপনা-আপনিই—স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা ব্যতীতই—জীবের সংসার-দুঃখ আনুষঙ্গিকভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায় ।

১২৫ । দারিদ্র্যনাশ ধনপ্রাপ্তির মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফলমাত্র । তদ্রূপ ভবক্ষয় (সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তিও) প্রেম লাভের মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফল মাত্র । ধনলাভের মুখ্যফল ভোগ—সুখভোগ ; তদ্রূপ প্রেমলাভের মুখ্যফল প্রেমসুখ—প্রেমসেবাবারা কৃষ্ণমাধুর্য্যের আনন্দ-সুখ । তাই জীবের পক্ষে প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন ।

অন্বয় :—দারিদ্র্যনাশ ও ভবক্ষয় (যথাক্রমে ধনপ্রাপ্তির ও) প্রেমপ্রাপ্তির (মুখ্য) ফল নহে ; (সুখ-ভোগ) ও প্রেমসুখই (যথাক্রমে ধনের ও প্রেমের) মুখ্য প্রয়োজন হয় ।

১২৬-২৭ । ১০৬-২৫ পর্য্যে সম্বন্ধাদি বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম পুনরায় বলিয়া উপসংহার করিতেছেন ।

বেদশাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু), কৃষ্ণভক্তিই জীবের অভিধেয় (শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য) এবং প্রেমই জীবের মুখ্য প্রয়োজন ; সুতরাং এই তিনটি বস্তুই জীবের পক্ষে মহামূল্য ধনতুল্য ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যভিচারিলহর্যাম্ (৪।৭৩), হরিভক্তিবিলাসে
(১।৬৮), লঘুভাগবতামৃত পূর্বখণ্ডে (২।১৩)
পাদ-পাতালখণ্ডবচনম্ (৯।২৬)—
ব্যামোহায় চরাচরস্ত জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্ত কল্পাবধি ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৫

শ্লোকের সংকৃত টীকা ।

ব্যামোহায়েতি । সর্বপুরাণাগমরূপমহাবাক্যস্ত সম্যগ্‌বিচারায়োগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্তীত্যর্থঃ । যতঃ
সিদ্ধান্ত ইত্যাদি । ব্যাপারো রূঢ়াদিবৃত্তয়ঃ । বিবেচনং বিচারঃ । ব্যতিকর আসঙ্গ স্তং নীতেষু তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্ত
স্তম্মিন্নেক এব ভগবান্নিশ্চীয়তে । চরাচরা জঙ্গমাণ্ডে চাত্র মনুষ্যা এব মনুষ্যাধিকারিত্বাং শাস্ত্রস্ত । শ্রীজীব । ১৫

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা ।

কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ—কোনও কোনও শাস্ত্রে কৃষ্ণব্যতীত অত্যা তদগবৎ-স্বরূপের কথা থাকিলেও শাস্ত্রসমূহের
মুখ্য প্রতিপাত্ত বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণই । এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

তার জ্ঞানে—শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে । শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিলে—শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে
পারিলে—আনুমানিক ভাবে, স্বতন্ত্রচেষ্টা ব্যতীতই—জীব মায়াবদ্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে ।

শ্লো। ১৫। অম্বয় । তে তে (সেই সেই) পুরাণাগমাঃ (পুরাণ ও আগম শাস্ত্র সমূহ) চরাচরস্ত
(চরাচর) জগতঃ (জগতের—জগদ্বাসী সাধারণ লোকসমূহের) ব্যামোহায় (বিশেষরূপে মুগ্ধ সাধনের নিমিত্ত)
কল্পাবধি (কল্পকালপর্যন্ত) তাং তাং (সেই সেই) দেবতাং (দেবতাকে) এবহি (ই) পরমিকাং (শ্রেষ্ঠ—
শ্রেষ্ঠ বলিয়া) জল্পন্ত (বলে বলুক) । পুনঃ (আবার কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্ত আগমের ব্যাপার সমূহ—
রুচিপ্রভৃতি বৃত্তি সমূহ) বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু (বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে—বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলে) সিদ্ধান্তে
(সিদ্ধান্তানুসারে) একঃ (এক) এব (মাত্র) ভগবান্ (ভগবান্) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুই) নিশ্চীয়তে (নিশ্চিত হয়েন) ।

অনুবাদ । সেই সেই পুরাণ ও আগমাদি (তন্ত্রাদি) শাস্ত্র (যাহারা পুরাণাদির সাম্যক্ বিচার করিতে
সমর্থ নহে, সেই সমস্ত) চরাচর-জগদ্বাসী লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত কল্পকাল পর্যন্ত সেই সেই
দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক ; কিন্তু সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রে রুচিপ্রভৃতি বৃত্তিসমূহ বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ
রুচিপ্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আগমাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই) সিদ্ধান্তানুসারে
এক ভগবান্ বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে নিশ্চিত হইবেন । ১৫

পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ডের ৬২।৩১ শ্লোক (২।৬।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায়—যাহাতে এই লোক-সৃষ্টি
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্বৎশ্রেণী জীবসমূহকে মুগ্ধ করার নিমিত্ত স্বকল্পিত আগমাদিশাস্ত্র প্রণয়নের জন্ত স্বয়ং
শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশিবকে আদেশ করিয়াছেন (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকায় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ দ্রষ্টব্য) । সুতরাং আগমাদি
শাস্ত্রে যে কৃষ্ণব্যতীত অত্যা দেব-দেবতাকে পরতত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে কেবল সাধারণ লোককে
মোহিত করার নিমিত্তই, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; অবশ্য যাহারা সমস্ত শাস্ত্রবাণীর—বিশেষতঃ প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তি-
সমূহের—সমগ্র রক্ষাপূর্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা আগমাদির কল্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইবেন না ; তাই
বলা হইতেছে—ব্যামোহায় চরাচরস্ত ইত্যাদি—যাহারা শাস্ত্রসমূহের সম্যক্ বিচারে অসমর্থ, সে সমস্ত লোকদিগকে
বিশেষরূপে মোহিত করার নিমিত্ত—মোহিত করিয়া, সৃষ্টি-বৃদ্ধি-আদির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সংসারচক্রে রাখিয়া
দেওয়ার নিমিত্ত (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)—যে যে পুরাণাগমাদি শাস্ত্র যে যে দেবতার প্রাধান্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন,
কল্পাবধি—একবার দুইবার নয়, একযুগ দুইযুগ নয়, কল্পকাল পর্যন্ত তে তে পুরাণাগমাঃ—সে সমস্ত পুরাণাগম

গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অবয়ব-ব্যতিরেকে ।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১২৮

গৌণ-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাং তাংমেবহি দেবতাং—সেই সেই দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বা পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করে করুক ; তাহাতে কোনও ক্ষতিই নাই ; কারণ, যাহারা ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয়, যাহারা শাস্ত্রাদির নিরপেক্ষ বিচার না করিয়া নিজেদের ভুক্তি-মুক্তি বাসনার অনুকূল অর্থই খুঁজিয়া বেড়ায়, তৎসমস্ত পুরাণাগম কেবলমাত্র তাহাদের নিকটেই আদরণীয় হইবে ; তৎসমস্ত বেদাগম প্রকটিত না হইলেও তাহারা তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করিত না ; সুতরাং তৎসমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও অতিরিক্ত অনিষ্ট কিছুই করিতে পারে না ; আর যাহারা শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী এবং যাহারা স্বস্থ-বাসনা ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যসাধনের যোগ্যতার জন্তই লালায়িত, সে সমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না ; কারণ, তৎসমস্ত শাস্ত্র তাহাদের নিকটে কখনও আদরণীয় হইবে না । তাই বলা হইয়াছে—সে সমস্ত পুরাণাগম যে দেবতাকে ইচ্ছা পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করে করুক ; তাতে ক্ষতি নাই । কিন্তু সমস্তাগমব্যাপারে—আগমাদিশাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যাপার বা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় যদি বিবেচনাব্যতিকরণ নীতে—বিবেচনার (বিচারের) ব্যতিকরণকে (আসঙ্ককে) প্রাপ্ত হয়, যদি রুঢ়ি-আদি বৃত্তিরা নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই সিদ্ধান্তে—সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইবেন । বস্তুতঃ বিভিন্ন অধিকারী লোকের জন্তই বিভিন্ন শাস্ত্র ।

১২৭ পর্যায়ের প্রথমার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক ।

১২৮ । পূর্বোক্ত শ্লোকে বলা হইল, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা দেখা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; পূর্ববর্তী ১২৭ পর্যায়েও তাহাই বলা হইয়াছে । তাহা হইলে, বেদাদি শাস্ত্রেও কখনও কখনও স্বর্গাদিরও সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে কেন ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“গৌণ-মুখ্যবৃত্তি” ইত্যাদি ।

গৌণবৃত্তি—তাৎপর্য্য-বৃত্তি । মুখ্যবৃত্তি—অভিধাবৃত্তি, সাক্ষাৎরূপে । গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তিতে, শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু, একথাই বেদ বলিতেছেন । প্রশ্ন হইতে পারে, বেদাদি শাস্ত্রে স্বর্গাদিকেও তো সম্বন্ধ বলা হইয়াছে ? ইহার উত্তর এই :—স্বর্গাদিকে যে স্থানে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, সেই স্থানের উক্তির মর্ম্মও পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণই পর্য্যবসিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন । “বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরা যথাঃ । বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ বাসুদেবপরা জ্ঞানং বাসুদেবপরা তপঃ । বাসুদেবপরোধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ । শ্রীভঃ, ১।২।২৭-৮ ॥” সকল বেদের তাৎপর্য্যই বাসুদেব । বেদে যে যজ্ঞের কথা আছে ? যজ্ঞও বাসুদেবারাধনার নিমিত্তই ; এজন্ত যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাসুদেবই । যোগে যে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার কথা আছে ? প্রাণায়ামাদিও বাসুদেব-প্রাপ্তির উপায়-বিশেষই ; সুতরাং উহার তাৎপর্য্যও বাসুদেবই । ইত্যাদিরূপে সর্ববেদের তাৎপর্য্য বাসুদেব । শ্রুতিও এই কথাই বলেন । “সর্বো বেদা যৎপদমামনন্তি তপাঃসি সর্বানি চ যদ্বদন্তি । যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যধরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ কাঠকোপনিষৎ । ২।১৫ ॥—নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাহাকে প্রাপ্যব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্বপ্রকার তপস্তা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি । সেই ব্রহ্মই ঐশ্বর্য্য ।” সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই ঐশ্বর্য্য, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম । পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ । বেদং পবিত্রমোক্ষারঃ ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥ ১।১৭ (শ্রীকৃষ্ণোক্তি) ॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ॥ ১।১২ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনোক্তি) ॥ সুতরাং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাবেই তাহা বলিয়াছেন । বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদং । ১৫।১৫ ॥ এইরূপে পরম্পরাক্রমে যে অর্থ নির্ণয়, তাহাকেই গৌণবৃত্তি বলে । শুবাদিতে

তথাহি (ভাঃ ১১২১৪২৪৩)—

কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে কিমনুত বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে নাত্মো মদেদ কশ্চন ॥ ১৬

মাংবিধন্তেহভিধন্তে মাং বিকল্পাপোহন্তে হহম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অর্থতোহপি দুজ্জৈয়ত্তমাহ কিমিতি। কৰ্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধন্তে। দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে কিমনুত বিকল্পয়েৎ নিষেধার্থম্ ইত্যেবমস্তা হৃদয়ং তাৎপর্য্যং মং মন্তোহুতঃ কশ্চিদপি ন বেদ। নমু তর্হি ত্বং মংকুপয়া কথয়। ওমিতি কথয়তি। মামেব যজ্ঞরূপং বিধন্তে। মামেব তত্তদেবতারূপমভিধন্তে ন মন্তঃ পৃথক্। যচ্চাকাশাদি-প্রপঞ্চজাতং তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুত ইত্যাদিনা বিকল্য অপোহন্তে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব ন মন্তঃ পৃথগন্তি। স্বামী। ১৬-১৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। যেমন “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—ব্রহ্ম সং। ৫।১ ॥” এহলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব—সুতরাং প্রাপ্যত্ব,—পরম্পরাক্রমে বুঝিতে হয় না; ইহা শুনামাত্রই সাক্ষাৎরূপে বুঝা যায়; এইরূপে যে অর্থবোধের রীতি, তাহাই মুখ্যবৃত্তি।

অন্বয়—বিধিবাক্য। যেমন “মমুনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু—গীতা ১৮:৬৫ ॥—আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর”। এহলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ করিতেছেন। ইহা হইল অন্বয়-বিধান।

ব্যতিরেক—নিষেধবাক্য। যেমন “চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে। ২।২২।১৯ ॥” শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে যে রৌরবে গতি হয়, তাহাই এহলে বলিতেছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করাতা নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে ইহাই ব্যতিরেক-বিধি। সোজাসোজি ভাবে ভজনের আদেশ দেওয়া হইল, অন্বয়-বিধি; আর ভজন না করিলে যে অশেষ দুঃখে পড়িতে হয়, তাহা জানাইয়া প্রকারান্তরে যে কৃষ্ণভজনের আদেশ দেওয়া, তাহা ব্যতিরেক-বিধি।

প্রতিজ্ঞা—সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু ;) প্রাপ্যবস্তু।

এই পয়ারের তাৎপর্য্য এইঃ—কোনও স্থানে মুখ্যবৃত্তিতে, কোনও স্থানে গোণী (বা তাৎপর্য্য) বৃত্তিতে, কোনও স্থানে অন্বয়-বিধিতে, কোনও স্থানে ব্যতিরেক-বিধিতে—যে স্থলে যে বৃত্তি বা যে বিধি প্রযোজ্য, সেস্থলে তদনুসারে অর্থ করিলে দেখা যায়—বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল শ্রীকৃষ্ণ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬-১৭। অন্বয়। কিং (কি) বিধন্তে (বিধান করে)? কিং (কি) আচষ্টে (প্রকাশ করে)? কিং (কি—কাহাকে) অনুত্ত (অনুবাদ করিয়া—অবলম্বন করিয়া) বিকল্পয়েৎ (তর্ক বিতর্ক করে)। ইতি (এসমস্ত বিষয়ে) অস্তাঃ (ইহার—বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষের) হৃদয়ং (তাৎপর্য্য) মং (আমা হইতে) অতঃ (অপর) কশ্চন (কেহ) ন বেদ (জানে না)। মাং (আমাকে) বিধন্তে (বিধান করে), মাং (আমাকে) অভিধন্তে (প্রকাশ করে), অহং (আমি) হি (ই) বিকল্য (বিকল্পনা করিয়া—তর্কবিতর্ক করিয়া) অপোহন্তে (নির্ণীত—নিশ্চিত—হই) ॥

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি বেদাদি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ, কৰ্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করেন—এসমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কৰ্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকে) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন, এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্ক-বিতর্কদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন। ১৬-১৭।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার— ।

চিহ্নক্তি, মায়াক্রান্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১২৯

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য্য হয় ।

স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৩০

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ ১০।১।১—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্ ॥ ১৮

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন ।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১

সর্বাদি সর্ব-অংশী কিশোর-শেখর ।

চিদানন্দদেহ সর্ববিশ্রয় সর্বেশ্বর ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, প্রভৃতি সর্বত্রই যে বেদের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে, তাহারই ওমাণ এই শ্লোক । এইরূপে ১২৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক ।

১২৯-৩০ । এক শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত কেন হয়, সমস্তের তাৎপর্য্যই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে হয়েন, তাহাই বলিতেছেন । অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবদ্ধাম, অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তের আশ্রয় এবং মূলই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও নিজের আশ্রয় বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয় ।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত—অনন্ত অর্থ অন্তশূন্য বা সীমামূল্য, সর্বব্যাপক । শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কোনও সীমা নাই । তিনি সর্বব্যাপী । একটলীলায় তাঁহাকে যে সময়ে মানুষের আয় দেহবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই ঐ দেহখানাই অনন্ত, সীমামূল্য ছিল—সেই সময়েই বিভূ বা সর্বব্যাপী ছিল । তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব । “স্বরূপ অনন্ত” শব্দের অর্থও হইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ অবতাররূপে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে বিহার করিতেছেন, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের সংখ্যা অনন্ত । **বৈভব**—ঐশ্বর্য্য । **অপার**—অসীম । **শক্তি ও শক্তিকার্য্য** সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য । তাঁহার শক্তি প্রধানতঃ তিনটি—চিহ্নক্তি, জীবশক্তি ও মায়াক্রান্তি । **বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ** ইত্যাদি—বৈকুণ্ঠ-শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে ; আর ব্রহ্মাণ্ড-শব্দে অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে । বৈকুণ্ঠাদি এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য । বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত-রাজ্য তাঁহার চিহ্নক্তির কার্য্য, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ তাঁহার মায়াক্রান্তির কার্য্য, আর জীব তাঁহার জীবশক্তির কার্য্য । **স্বরূপ-শক্তি** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য—এই সমস্তের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ । তিনি শক্তিমান, সুতরাং শক্তিসমূহের আশ্রয় । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তত্ত্ব-ব্রহ্মাণ্ডাদির অধিবাসী প্রভৃতি (শক্তির কার্য্য) এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই সমস্তের আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণ । যশোদা-মাতাকে যে শ্রীকৃষ্ণ মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি যে আশ্রয়তত্ত্ব তাহা প্রকাশ পাইয়াছে । যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব তো দেখিলেনই, নিজেকেও দেখিলেন, কৃষ্ণকেও দেখিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আশ্রয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১৮ । অদ্বয় । অদ্বয়াদি ১২।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । ১২।১৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য ।

১৩১-৩২ । কৃষ্ণের স্বরূপ যে অনন্ত, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশে । আর “বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ” যে শ্রীকৃষ্ণের “শক্তিকার্য্য হয় । ২।২০।১৩০ ॥”, তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে সৰ্ব্বদেহ, তাহা বুঝাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসমূহের, তাঁহার শক্তির ও শক্তিকার্য্যের সম্যক আলোচনা প্রয়োজনীয় ।

এই দুই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন ।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব । তত্ত্ব—শব্দের অর্থ “তাহার ভাব” বা “তাহার স্বরূপ” । শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—“শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ” । এই তত্ত্বটি কি ? না—“অদ্বয়জ্ঞান” ; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

এখন “জ্ঞান” বলিতে কি বুঝা যায়, দেখা যাউক । (“জ্ঞানং চিদেকরূপম্”—তত্ত্বসন্দর্ভঃ । ৫:॥ একমাত্র চিদ্বস্তই জ্ঞান, যাহা চেতনস্বরূপ তাহাই জ্ঞান । আবার ব্রহ্মসংহিতার ৫১-শ্লোকের টীকায় কৃষ্ণ-শব্দের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—“কৃষিশব্দোহি সত্ত্বার্থো গণচানন্দস্বরূপকঃ । সত্ত্বাশ্চানন্দয়োর্থোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥—কৃষিশব্দ সত্ত্বার্থ, গ-শব্দ আনন্দ-বাচক । সত্ত্বা ও নিজানন্দের যোগে “চিৎ” এই পদ একমাত্র পরব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে ।” এই প্রমাণ হইতে কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বহেতু পরব্রহ্মকে বুঝায়; আবার ইহাও জানা যায় যে, চিৎ-এর সঙ্গে সং ও আনন্দের অচ্ছেদ্য সহকৃ; চিৎ-এর সঙ্গেই সং ও আনন্দ জড়িত রহিয়াছে; সুতরাং জ্ঞান (চিদ্বস্ত) বলিতেই সং, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটিকেই বুঝাইতেছে । “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—শ্রুতিঃ” তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইল জ্ঞানতত্ত্ব—একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, সং, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ । আবার জ্ঞান-শব্দে “জ্ঞান আছে যার” তাকেও বুঝায় (স্পর্শাদিভ্যো অচ্-প্রত্যয় যোগে) ; যার জ্ঞান আছে অর্থাৎ যিনি জানেন, তিনি জ্ঞান । তাহা হইলে জ্ঞান যার আছে, তাঁহার জানিবার শক্তিও আছে, ইহা বুঝা যায়; সুতরাং যিনি জ্ঞানতত্ত্ব, তিনি সশক্তিক, তাঁহার শক্তিও আছে । সং ও আনন্দের যোগেই যখন চিৎ (জ্ঞান), এবং চিৎস্বরূপের যখন একটা শক্তি আছে, সং ও আনন্দস্বরূপেরও এক একটা শক্তি আছে । পরতত্ত্বের এই সদংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী-শক্তি, চিদংশের শক্তিকে বলে সংবিৎশক্তি এবং আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিদীনীশক্তি; এই তিন শক্তিকে একত্রে বলে চিচ্ছক্তি । সন্ধিনী-শক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং অগ্নি সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন; সংবিৎ-শক্তি দ্বারা, তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন । আর হ্লাদিদীনী শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ ভোগ করেন এবং অপরকেও আনন্দ উপভোগ করান । বস্তুতঃ পরব্রহ্মের যে শক্তি আছে, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়, “পরাস্থ শক্তি বিবিধৈব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ—স্বৈতান্বতর । ৬।৮।”

এক্ষণে আমরা এই পাইলাম যে, যিনি “জ্ঞান”-স্বরূপ, তিনি চিৎ, সং ও আনন্দ; “সত্যং জ্ঞানং আনন্দম্”; এবং তাঁহার সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিদীনী-রূপা চিচ্ছক্তিও আছে—“হ্লাদিদীনী-সন্ধিনী-সংবিদ্যৈক্যে সর্বসংস্থিতৌ । বি, পু, ১।২২।৬৯॥ এই লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞানই তত্ত্ববস্ত; কিন্তু এই “জ্ঞান”টা কিরূপ হইলে তত্ত্ববস্ত হইবে? উত্তর,—অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব; উক্তলক্ষণ-বিশিষ্ট জ্ঞানটী যদি অদ্বয় হয়, তবে উহা তত্ত্ববস্ত হইবে । অদ্বয় কাকে বলে? তত্ত্বসন্দর্ভ বলেন :—“অদ্বয়ত্বকাত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ । ৫১ ॥ ঐ তত্ত্বটীকে অদ্বয় বলা হইবে তখন যখন (১) উহা স্বয়ংসিদ্ধ হইবে—যখন উহা নিজের দ্বারা নিজে সিদ্ধ হইবে, যখন উহার অস্তিত্বাদি অগ্নি কিছুই উপর নির্ভর করিবে না; (২) যখন ঐরূপ স্বয়ংসিদ্ধ—তাদৃশ অপর কোনও বস্তু থাকিবে না; (৩) যখন অতাদৃশ বা স্বয়ংসিদ্ধ উহার বিজাতীয় কোন বস্তুও থাকিবে না; এবং (৪) যখন নিজের শক্তিই নিজের একমাত্র সহায় হইবে । তাহা হইলে “অদ্বয়” শব্দের অর্থ হইল “স্বয়ংসিদ্ধ ভেদশূন্য ।” ভেদ তিন রকমের; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; পরতত্ত্বে ইহাদের কোনও রকমের ভেদই নাই । প্রথমতঃ সজাতীয় ভেদ :—একজাতীয় ভিন্ন বস্তু । যেমন দুইজন মানুষ; ইহারা একই মনুষ্যজাতীয়, সুতরাং সজাতীয়; কিন্তু তাহাদের একজন অপর জন অপেক্ষা ভিন্ন । পরতত্ত্বে ঐরূপ সজাতীয় ভেদ নাই; অর্থাৎ পরতত্ত্ব ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর অপর কেহ নাই । যদি বলা যায়, নারায়ণাদিও তো ঈশ্বর; কৃষ্ণও ঈশ্বর; সুতরাং নারায়ণাদি কৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ? তাহা নহে; নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ বটেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ নহেন; তাঁহাদের সত্ত্বা পরতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বার উপর নির্ভর করে । জীবও চিদ্রূপ; যেহেতু, জীব ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ । এই হিসাবে জীব চিদেকরূপ পরব্রহ্মের সজাতীয় । জীবের আবার ভিন্ন অস্তিত্বও আছে, তথাপি জীব পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহে; কারণ, জীবের সত্ত্বা, পরব্রহ্মের সত্ত্বার উপরেই নির্ভর করে, জীব স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে । তারপর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বিজাতীয় ভেদ ; পরব্রহ্ম চিদেকরূপ, তাহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় বস্তু হইবে—যাহা চিদ্রূপ নহে, যাহা অচিৎ বা জড় । তাহা হইলে, জড় বস্তুই হইল চিদ্রূপ পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ । অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে বুঝা যায়, চিদ্রূপ পরতত্ত্ব ব্যতীত অপর একটি স্বতন্ত্র জড়বস্তুও নাই । যদি বলা যায়, কাল-প্রকৃতি-আদি জড়বস্তু ত আছে, তাহাদের ভিন্ন অস্তিত্বও আছে ; তাহারাই তো পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ ? না, কাল ও প্রকৃতি পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ নহে ; কারণ, কালপ্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ইহাদের সত্ত্বা পরতত্ত্বের সত্ত্বার অপেক্ষা রাখে । সুতরাং পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদও নাই ।

(১১) এখন স্বগত ভেদ । দেহ ও দেহীর যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ । জীবে দেহ ও দেহীর ভেদ আছে ; যেহেতু জীবের দেহ জড়, দেহী চিন্ময় ; পরতত্ত্ব তাহা নাই । পরতত্ত্বের দেহ ও দেহী একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । জীবে স্বগতভেদ আছে বলিয়া জীবের এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না । কিন্তু পরতত্ত্বের দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং স্বগত ভেদ নাই ; এজন্ত তাঁহার দেহের যে কোনও অংশ দ্বারা যে কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে । “অঙ্গানি যন্ত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশুন্তি পাশ্চি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি । আনন্দচিন্ময়সহজলবিগ্রহস্ত গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।” ব্রহ্মসংহিতা । ৫.৩২৥” ভূমিকায় “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

এক্ষণে বুঝা গেল, অদ্বয়তত্ত্ব অর্থ এই :—সচ্চিদানন্দময় ও চিহ্নক্ৰিয়বিশিষ্ট তত্ত্ব, যাহার সজাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই ; যাহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় চিদ্রূপ স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই, এবং যাহাতে দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং যাহার দেহের যে কোনও অংশই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে, যিনি নিজের শক্তি দ্বারাই নিজে পরিচালিত, অপর কোনও শক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা যিনি রাখেন না, যিনি সচ্চিদানন্দময় এবং যিনি সকলের পরম আশ্রয় ও সর্বকারণ—তিনিই অদ্বয়জ্ঞান । এই অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব । তাঁকে তত্ত্ব বলে কেন ? সার বস্তুকেই তত্ত্ব বলে “সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দোদীয়তে ।” সার বস্তুই হইল সূখ । “সারঞ্চ সূখমেব সর্বেষামুপায়ানাং তদর্থহাং ।” এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও সূখ ত অনিত্য ? না, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের যে জ্ঞান ও সূখ বুঝায়, তাহা অনিত্য নহে, তাহা নিত্য, যেহেতু তাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার কোনও কারণ বা হেতু নাই “সদকারণং যত্ত্বনিত্যম্ ।” এই জ্ঞান ও সূখ স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া, নিত্য বলিয়া, ইহা পরমসারবস্তু ; এজন্ত ইহাকে তত্ত্ব বলে । ঐ অদ্বয়জ্ঞানই পরম-আনন্দস্বরূপ, আনন্দং ব্রহ্ম । আবার জীব সর্বদা আনন্দের জন্তই লালায়িত । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি-পুরুষার্থের অনুসন্ধান জীব সূখের জন্তই করিয়া থাকে । ধর্ম, অর্থ ও কামে যে সূখ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য ; সুতরাং তাতে জীবের তৃপ্তি জন্মে না । ঐ তিনটি তাহা হইলে পরম-পুরুষার্থও নহে । মোক্ষে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য নাহইলেও তাহাই পরম আনন্দ নহে । মোক্ষানন্দ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আনন্দ আছে । যে জীব মোক্ষানন্দে মগ্ন, সেই জীবও ঐ শ্রেষ্ঠ বা পরম আনন্দের জন্ত লালায়িত । তাহা হইলে মোক্ষানন্দও পরম পুরুষার্থ হইল না । অদ্বয়জ্ঞানরূপ আনন্দ হইল স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দ, পরম-আনন্দ, পরম-পুরুষার্থ । এই পরম-পুরুষার্থই সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরা ভাবে জীবের পুরুষার্থের দ্রোতক । এই অদ্বয়জ্ঞান পরম-সূখস্বরূপ এবং পরম-পুরুষার্থের দ্রোতক বলিয়া ইহাকে তত্ত্ব (সারবস্তু) বলে । ভূমিকায় “পুরুষার্থ”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

এতক্ষণ, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষণই আলোচিত হইয়াছে । এখন এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বটি কে, তাহা আলোচনা করা যাউক । উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অনেক শক্তি আছে ; “পরাস্ত শক্তিব্যবধৌ শ্রম্যতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ।” এই সকল শক্তি ক্রিয়াশীলা, অথবা কোনও স্থলে ক্রিয়াহীনাও হইতে পারে । যে স্থলে এই শক্তি ক্রিয়াহীনা, সেই স্থলে নিত্যই ক্রিয়াহীনা, এবং যে স্থলে ক্রিয়াশীলা, কার্য্যকরী, সেই স্থলে নিত্যই কার্য্যকরী থাকিবে ; যেহেতু, অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ-নিত্যবস্তুর ধর্ম ও নিত্য । এখন যেস্থলে অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি (চিহ্নক্ৰিয়) ক্রিয়াহীনা, সে স্থলে কি অবস্থা হইতে পারে এবং যে স্থলে ঐ শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলেই বা কি অবস্থা হইতে পারে, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক । শক্তির ক্রিয়াব্যতীত কোনও বস্তুকেই বিশেষত্ব লাভ করিতে দেখা যায় না । কুন্তকারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শক্তিতে ঘট, কুন্ত প্রভৃতির আকারে মাটি বিশেষত্ব লাভ করে । আর যে স্থলে কুন্তকারের শক্তি ক্রিয়া করেনা, সে স্থলে মাটি কোনও বিশেষত্বই লাভ করে না । অদ্বয়তত্ত্বের চিহ্নক্ৰিও যে স্থলে ক্রিয়া করে না, সে স্থলে সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব কোনও বিশেষত্বও লাভ করেনা, ঐ তত্ত্ব সেস্থলে নির্কিংশেষ, সূতরাং নিরাকার ; তাহাতে শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাকে অব্যক্তশক্তিক বলা যায় । সচ্চিদানন্দের এই স্বরূপকে নির্কিংশেষস্বরূপ বা নির্কিংশেষ ব্রহ্ম বলে । এই নির্কিংশেষ তত্ত্ব পরম-তত্ত্ব নহে ; কারণ, ইহাতে পরম-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির বিকাশ নাই, তাহার ক্রিয়া নাই । এই অভাবটুকু আছে বলিয়া—এই অপূর্ণতাটুকু আছে বলিয়া—এই স্বরূপকে পূর্ণতত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা যায় না । কিন্তু এই স্বরূপটী পরমতত্ত্ব না হইলেও ইহা নিত্য । আর যে স্থলে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলে ঐ শক্তির প্রভাবে তিনি বিশেষত্ব লাভ করেন—আকারাদি ধারণ করেন । এই স্বরূপটী সর্বিশেষ—সাকার । “যম্ভ্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতমিত্যাদি”—শ্রীমদ্ভাগবত । ৩।২।১২ ॥ এই সর্বিশেষ বা সাকার স্বরূপে যদি সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহাকে পূর্ণতম তত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা হয় । তখনই এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা হয়—যখন এই স্বরূপে, সং, চিং ও আনন্দের এবং চিহ্নক্ৰির পূর্ণতম বিকাশ হয় । নির্কিংশেষ স্বরূপকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যায় না ; কারণ, এই স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তির বিকাশ নাই । ইহা তত্ত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র—সূতরাং এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অংশ মাত্র বলা যায় ; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বলা যায় না । “বৃহত্তাং বৃহৎত্বাচ্চ তদ্বক্ষ পরমং বিহুঃ । বি, পুঃ ১।১২।৫৭ ॥” তিনি নিজে বড় এবং (শক্তির ক্রিয়াদ্বারা) অপরকেও বড় করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে পরম ব্রহ্ম বলে । এই প্রমাণ হইতেও বুঝা যায়, শক্তির বিকাশের পূর্ণতা যে স্বরূপে নাই, সেই স্বরূপকে পরম ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলা যায় না । ভূমিকায় “কৃষ্ণতত্ত্ব”—প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

এস্থলে আর এক সন্দেহ আসিতে পারে । চিহ্নক্ৰির ক্রিয়ার ফলেই যখন সর্বিশেষ স্বরূপের উদ্ভব, তখন এই সর্বিশেষ স্বরূপ স্বতন্ত্র নহেন, শক্তি-পরতত্ত্ব ; আর ইনি অনাদি বা স্বয়ংসিদ্ধও নহেন, যেহেতু শক্তির ক্রিয়ার পরে শক্তির প্রভাবে ইহার উদ্ভব । উত্তর এই :—চিহ্নক্ৰি অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া পৃথক্ একটি তত্ত্ব নহে, ইহা ঐ অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি ; শক্তিতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশবশতঃ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ ; সূতরাং সর্বিশেষ স্বরূপের শক্তি-পরতত্ত্বত্ব তাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ; ইহাতে তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধত্বেরও হানি হয় না । আর, এই যে শক্তির ক্রিয়ায় এই স্বরূপ সর্বিশেষত্ব লাভ করেন, তাহাও কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে নহে, ইহাও অনাদিকালে । তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ভাবেই অনাদিকাল হইতে এই সর্বিশেষ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ।

এক্ষণে দেখা গেল, সচ্চিদানন্দতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশময়-শক্তিনিচয় সমন্বিত স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি সর্বিশেষ স্বরূপই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব । আবার বলা হইয়াছে, এই সর্বিশেষ স্বরূপ সাকার । এক্ষণে, এই আকার কিরূপ ? এই আকারটি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—“গোপবেশমব্ভাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্” ।—গোপালতাপনী, পুঃ বিঃ ১।২ ॥ ঐ শ্রুতিই অতীত বলেন—“সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাস্বরম্ । দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ পূ ১০ ॥” ঐ সর্বিশেষ রূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ, নিত্যকিশোর, নবজলধরবর্ণ, বিদ্যুতের আয় পীতবর্ণ-বসন তাঁহার পরিধানে ; কমল-নয়ন বনমালাধারী, ইত্যাদি । পদ্মপুরাণাদিও বলেন—“নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম নরাকৃতি ।” শ্রীমদ্ভাগবত বলেন “গুঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গম্” । শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন, এই পরব্রহ্মের রূপটী তাঁহার চিহ্নক্ৰির পরিণতি এবং ইহা মর্ত্যলীলার উপযোগী (নরাকৃতি), ভূষণের ভূষণস্বরূপ, আর তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি এত অধিক যে, অত্যাশ্চর্য্য সকল ত তাহাতে মোহিত হয়ই, স্বয়ং পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত নিজের ঐ অপরূপ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হন—“যম্ভ্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ । বিস্মাপনং স্বস্ত্র চ সৌভগর্ভেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ শ্রীভা, ৩।২।১২ ॥” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—“নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ । গোপবেশ বেণুধর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অরূপ । ২।২।৮৩ ।”

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

এক্ষণে স্থির হইল, পরব্রহ্ম সাকার, তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নিত্য-নবকিশোর, নবজনধর-শ্রামবর্ণ । আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন “রসোটৈব সং। তৈত্তি। ২।৭ ॥” তিনি রস । রস শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে ; যাহা আশ্বাদন করা যায়, তাহা রস (রস্তুতে আশ্বাত্ততে ইতি রসঃ), যেমন মধু । আর যিনি আশ্বাদন করেন, তিনিও রস (রসয়তি আশ্বাদয়তি ইতি রসঃ) যেমন ভ্রমর । এই দুইটী অর্থই পরব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে । তাহা হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ং রস-স্বরূপ—তিনি আশ্বাত্ত, অতীব মধুর ; আবার পরব্রহ্ম রস-আশ্বাদকও বটেন—তিনি রসিক এবং সমস্ত শক্তিই যখন তাঁহাতে চরমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি রসিকশেখর । শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন “—কৃষ্ণ রসিকশেখর । রস আশ্বাদক রসময় কলেবর”—“সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আশ্বাদন।২।৮।২২১” তিনি যখন আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন মুক্তি, তখন ত রসবৎ আশ্বাত্ত হইবেনই ; আবার তাঁহার চিহ্নস্তির বিলাস হ্লাদিনীশক্তিও যখন তাঁহার আছে, তখন তিনি আনন্দ আশ্বাদনও করিবেন—তাঁহার পূর্ণতমস্বরূপে সকল শক্তিই পূর্ণতমরূপে ক্রিয়া করিবে, হ্লাদিনীশক্তিও স্বীয় ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে আনন্দ আশ্বাদন করাইবেন । যাহা হউক, পাওয়া গেল পরব্রহ্ম রসিক-শেখর—রস-আশ্বাদক ।

আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—“কৃষ্ণো বৈ পরমদেবতম্ ।”—গোপালতাপনী । পূ, ৩। কৃষ্ণ পরম দেবতা । কৃষ্ণ-শব্দ পরব্রহ্ম-বাচক ; ধাতু ও প্রত্যয়গত অর্থদ্বারাই কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বুঝায় । কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । এখন কৃষ্ ধাতু সত্ত্বাবাচক, আর ণ-প্রত্যয় আনন্দবাচক ; এতদুভয়ের ঐক্যবশতঃ কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুঝায় । “কৃষিভূবাচকশব্দো ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ । তয়োৱৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।” যাহা হউক, গোপাল-তাপনী-শ্রুতি বলেন, কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম পরমদেবতা । দিব্ ধাতু হইতে দেবতা । দিব্ ধাতু দ্বারা দ্যুতি, বা ক্রীড়া, দুইই বুঝায় । তাহা হইলে যিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ জ্যোতির্ময় দেহ ধার, তিনি দেবতা, এবং যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন, তিনিও দেবতা । যাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিশালী, প্রকাশময় বা ব্যাপক, তিনিই পরম দেবতা । আবার যাঁহার ক্রীড়া (কেলি, বা লীলা) সকল বিষয়ে সর্ব্বোত্তম, তিনি পরম দেবতা । “লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্”—স্বল্প বেদান্তও পরব্রহ্মের লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন । অতএব গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর, দ্বিভুজ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রামসুন্দর পরমজ্যোতিষ্মান—এবং তিনি পরম ক্রীড়াপরায়ণ । সর্ব্বোত্তমক্রীড়ারস আশ্বাদন করেন বলিয়াই তিনি রসিকশেখর । কিন্তু, একাকী ক্রীড়া হয় না । “স একাকী ন রমতে । মহোপনিষৎ । ১।১ ॥” ক্রীড়ায় পরিকরের প্রয়োজন । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরব্রহ্মের ক্রীড়ার বা লীলার পরিকর আছেন ; আবার তিনিও তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা যখন অনাদি, তাঁহার লীলাপরিকরেরাও অনাদি । তাহা হইলে অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম সাকাররূপে—দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে—লীলারস আশ্বাদন করিতেছেন এবং তাঁহার লীলাপরিকরেরাও অনাদিকাল হইতে লীলোপযোগী নানা আকার ধারণ করিয়া পরব্রহ্মকে বৈচিত্র্যময় লীলারস আশ্বাদন করাইতেছেন । এই সমস্তই পরব্রহ্মের চিহ্নস্তির ক্রিয়া । এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি অনাদি কাল হইতেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম ও তাঁহার পরিকরদের অস্তিত্ব থাকিবে, তাহা হইলে—“এক এবাসীদগ্রে”—“অহমেবাসমেবাগ্রে” ইত্যাদি শ্রুতিপুরাণবাক্যের (সৃষ্টির পূর্বে এক আমিই ছিলাম, পূর্বে একই ছিল ।) সার্থকতা থাকে কোথায় ? ইহার উত্তর এইঃ—কোনও স্থানে রাজা আছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজ-পরিকরেরাও আছেন, তদ্রূপ “রসিকশেখর লীলাময় পরব্রহ্মই একমাত্র পূর্বে ছিলেন” বলিলেও বুঝিতে হইবে তাঁহার পরিকরেরাও ছিলেন—তাঁহার ক্রীড়া-পরিকরেরা না থাকিলে—তাঁহাকে রসিকশেখর—রসোটৈব সং—বলা হইত না ।

দেখা গেল, পরব্রহ্ম ক্রীড়াপরায়ণ—লীলাময় । তিনি কিরূপ লীলা করিয়া থাকেন ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন তাঁহার দেহ “মর্ত্ত্যালীলোপয়িক”—নরবৎ ক্রীড়ার উপযোগী । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—“কৃষ্ণের যতক খেলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সর্বোত্তম নরলীলা ।” মানুষ পিতা, মাতা, দাস, সখা, কান্তা প্রভৃতির সঙ্গে যথাযোগ্য ভাবে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । পরব্রহ্মকেও যদি নরবৎলীলাই করিতে হয়, তবে তাঁহার পরিকরাদির মধ্যেও তাঁহার দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তাদি থাকিবেন, নতুবা নরবৎলীলা হইবে না । বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই চিহ্নজ্ঞির প্রভাবে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-পরব্রহ্ম মাতা, পিতা, দাস, সখা ও কান্তাদিরূপে—স্বীয়-কায়বৃহৎ প্রকট করিয়াছেন । “দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া । ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১।৩।১০ ॥—একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি । গো, তা, পূ, ২১ ॥”—“গোপগোপীগবাবীতং সুরক্রমতলাশ্রিতম্”—গোপালতাপনী পৃ, ২ । “শ্রীমৈর্গৌরৈশ্চ রতৈশ্চ চতৈশ্চ পার্শ্বদর্শিতৈঃ । শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ধুতাভিঃ সমস্ততঃ”—ব্রহ্মসংহিতা । ৫।৫ ॥ “চিন্তামণি-প্রকর-সদৃশ কল্পবৃক্ষ-লক্ষ্যবৃত্তেষু সুরভীরতিপালয়ন্তম্ । লক্ষ্মীসহস্র-শত-সম্মমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজ্যামি ॥” ব্রহ্মসংহিতা । ৫।২০ ॥ তাঁহার এই সকল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে, বাৎসল্যরস আশ্বাদনের জন্য তাঁহার পিতামাতারও প্রয়োজন ; তাঁহার চিহ্নজ্ঞির প্রভাবে তাঁহার পিতামাতার স্বরূপও ব্যক্ত হইয়াছে । তাঁহার মাতা—যশোদা বা নন্দরাণী, আর পিতা—নন্দমহারাজ বা ব্রজেন্দ্র । এজন্তই তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলা হয় । “অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।”

এখন আর এক কথা ; পরমতত্ত্ব-পরব্রহ্ম যদি সাকারই হয়, তবে তিনি সীমাবদ্ধ কি না ? যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে তিনি সর্বাশ্রয়, বিভূ-পদার্থ কিরূপে হইবেন ? সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বইবা কিরূপে হইতে পারেন ? উত্তর :—প্রাকৃত জগতে যাহার আকার আছে, তাহাই সীমাবদ্ধ । কিন্তু পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা নহে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার অবস্থায়ও তিনি “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ” ।—বিভূত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম, সর্বাবস্থাতেই তাঁহাতে ইহা বর্তমান ; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয় । অগুণ ও বিভূত্ব—(অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্)—মুগ্ধত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব, তাঁহাতেই যুগপৎ বর্তমান । নরদেহেতেই তিনি বিভূ, সর্বাশ্রয়, তাহা তাঁহার ব্রজলীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখের মধ্যে যশোদা-মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন—যশোদা-মাতা দেখিলেন, তাঁহার গোপালের মুখ-খানির মধ্যে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, তিনি নিজেই এবং তাঁহার গোপালকে পর্যন্ত গোপালের মুখের মধ্যে দর্শন করিলেন । গোপালের ছোট মুখখানির মধ্যেই এই সমস্ত বিদ্যমান । যে সময়ে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ দেহধারী বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই সময়েই যে তিনি সর্বব্যাপক, ইহাই তাহার একটা দৃষ্টান্ত । তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ইহা সম্ভব হয় । আবার তাঁহার যে স্বগত ভেদ নাই, তাঁহার যে কোনও অংশদ্বারাই যে যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে, পুলিনভোজনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । কৃষ্ণের চারি পাশে মণ্ডলীবন্ধনে উপবিষ্ট রাখালগণ সকলেই দেখিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিতেছেন । “সর্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্বতো-ক্ষিণিরোমুখং” মিত্যাदि গীতা-বাক্যের একটা দৃষ্টান্তস্থল এই লীলাটি । “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির বিচার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না ।

এই রসিকশেখর নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহার নিত্যসিদ্ধ লীলা-পরিকরদের সঙ্গে অনাদিকাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লীলারস আশ্বাদন করিতেছেন । যে নিত্যধামে তিনি লীলা করেন, যে নিত্যধামে সেই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ, যে নিত্যধামে তিনি রসের চরম পরিণতি আশ্বাদন করিতেছেন—তাঁহার নাম ব্রজ বা বৃন্দাবন । এই ধামটীও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার দেহের মতই সর্বব্যাপক—“সর্বগ, অনন্ত, বিভূ কৃষ্ণতনুগম ।” এখন যদি তিনিও সর্বগ, অনন্ত, বিভূ—তাঁর ধামও সর্বগ অনন্ত বিভূ হয়, তাহা হইলে তিনি, তাঁর ধাম ও পরিকরাদি এবং লীলা সর্বত্রই আছেন ? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁকে বা তাঁর পরিকরাদিকে জীব দেখিতে পায় না কেন ? উত্তর :—তিনি সর্বত্রই আছেন সত্য ; কিন্তু জীবের দেখিবার যোগ্যতা নাই । জীবের ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত ; পরব্রহ্ম, তাঁহার পরিকর ও লীলা—সবই অপ্রাকৃত ; “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর”—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বধারণকারণম্ ॥ ১০

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দাপর নাম ।

সর্বৈবশ্বর্য্যপূর্ণ য়ার গোলোক নিত্যধাম ॥ ১০৩

তথাহি (ভাঃ ১।৩২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং গৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২০

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ॥

--“অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ॥” যাহা হউক, যদি তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও দেখিবার যোগ্যতা দেন, তাহা হইলে ঐ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় । যে সময়ে তিনি কৃপা করিয়া কোনও স্থানের জীবদিগকে তাঁহার লীলা-আদি দর্শনাদির যোগ্যতা দেন, তখন তাহারা তাঁহার লীলাদি দর্শন করে, তখনই আমরা বলি—তিনি প্রকট হইয়াছেন, অথবা তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন । যবনিকার অন্তরালে নাট্যকারগণ থাকে, দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না ; আবার যবনিকা তুলিয়া দিলেই দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় । তদ্রূপ সপরিবৃত্ত শ্রীভগবান্ও অনাদিকাল হইতেই তাঁহার ধামরূপ নাট্যক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন ; তাঁহার ও মায়িক জীবের মধ্যে মায়ার যবনিকা খুলান রহিয়াছে বলিয়াই জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু তিনি যদি কৃপা করিয়া এই যবনিকা তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে জীব দেখিতে পায়, তখনই জীব বলে, তিনি প্রকট হইয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন । এইরূপেই গত ষাপরে পরমদয়াল শ্রীভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের মায়ী-যবনিকা তুলিয়া দিয়া তৎকালীন জীবগণকে এমন যোগ্যতা দিয়াছিলেন, যাতে তাঁহার তাঁহার রূপমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্যাদি আশ্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঐ সময়েই তিনি প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন ।

পরতত্ত্ব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে অনেক স্বরূপ আছেন, প্রত্যেক স্বরূপেরই পৃথক পৃথক ধামাদি আছে । একমাত্র ব্রহ্ম বা বৃন্দাবনেই তাঁর শক্তির, তাঁর ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, এজন্ত ব্রহ্ম বা বৃন্দাবনই সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নিজস্ব ধাম । তাই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন “অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।”

সর্বাদি—সকলের আদি । সর্ব অংশী—শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী ; ভগবৎ-স্বরূপাদি অথ যত কিছু আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ । কিশোর-শেখর—কিশোরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণ নবকিশোর এবং কিশোরোচিত গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ ; তাহার কিশোরত্ব নিত্য । চিদানন্দ দেহ—শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রাকৃত রক্তমাংসে গঠিত নহে ; এই দেহ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, আনন্দ ঘনমূর্তি, ঘনীভূত চিদানন্দদ্বারা গঠিত । সর্বপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-গত, তিনি সকলের আশ্রয় । সর্বৈবশ্বর—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া তিনি সকলের ঈশ্বর, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও ঈশ্বর তিনি । ১০২ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ১৯। অদ্বয় । অদ্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১০৩। স্বয়ং ভগবান্—১।২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

গোবিন্দাপর নাম—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ । গোলোক নিত্যধাম—গোলোকেই তিনি নিত্য অবস্থিত । ১।৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২০। অদ্বয় । অদ্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১০৪। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ । এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্ম-শ্রেণীতে কেবল মাত্র একটী স্বরূপই আছেন ; ইনি নিরাকার, নির্কিংশেষ, অব্যক্ত-শক্তিক

তথাহি (ভাঃ ১১২১১

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥ ২১

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষপ্রকাশে।

সূর্য্য যেন চর্য্যচক্রে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥ ১৩৫

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫১৪০)—

যন্ত প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটীশেষবস্তুধাদিবভূতিভিন্নম্।

তদব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

ব্রহ্ম। ১১২১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা বা অন্তর্ধ্যামী তিন বকমের। ১১২১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আর ভগবান্ বলিতে পরিকর-সম্বন্ধিত সাকার ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকেই বুঝায়। পরমাত্মাও সাকার, কিন্তু তাঁহার পরিকর নাই; সাকার বা সবিশেষ স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যাঁহাদের পরিকর আছে, লীলা আছে, তাঁহারা সকলেই ভগবান্। এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত। সাধনানুসারে সাধকের নিকটে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকটে ব্রহ্ম, যোগমার্গের সাধকের নিকটে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের সাধনেরও অনেক বৈচিত্রী আছে; ভক্তিমার্গের সাধনের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্ন সাকার এবং সপরিকর ভগবৎ-স্বরূপ সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ১১২১১ এবং ১১২১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী ১৩৫ পয়ারে ব্রহ্মের স্বরূপ, ১৩৬ পয়ারে পরমাত্মার স্বরূপ এবং ১৩৭ পয়ার হইতে পরবর্তী পয়ার ৯ সমূহে ভগবান্ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অম্বয়। অম্বয়াদি ১১১১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৫। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্ম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ, নির্বিশেষ স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতুল্য।

অঙ্গকান্তি তাঁর—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ। ১১২১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। নির্বিশেষ—শক্তির ক্রিয়ার অভাবে বাহাতে কোনওরূপ পরিদৃশ্যমান বিশেষত্ব, রূপ-গুণাদির কিছুই প্রকাশ পায় না, তাহাকে বলে নির্বিশেষ। ব্রহ্মে শক্তিক্রিয়ার অভিব্যক্তি নাই; ব্রহ্ম কেবল আনন্দ-সত্ত্বামাত্র; রূপ-গুণাদি কিছুই ব্রহ্ম-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। এজন্য ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ বা নির্বিশেষ স্বরূপ বলা হয়। এই স্বরূপে শক্তির বিকাশ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার, ব্রহ্মত্ব রক্ষার, আনন্দ-স্বরূপত্ব রক্ষার জন্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, ততটুকু শক্তির বিকাশ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির তদতিরিক্ত বিকাশ নাই; তাই তাঁহাতে পরিদৃশ্যমান কোনও বিশেষত্বের অভিব্যক্তি নাই। পরিদৃশ্যমান বিশেষত্ব নাই বলিয়াই তাঁহাকে নির্বিশেষ বলা হয়। সূর্য্য যেন ইত্যাদি—যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্বিশেষ স্বরূপই আত্মপ্রকাশ করেন, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অল্পভূতির বিষয় হয়েন না। সূর্য্য বাস্তবিক কর-চরণাদি বিশিষ্ট সবিশেষ বস্তু হইলেও বহুদূরস্থিত পৃথিবী হইতে তাহাকে যেমন একটি জ্যোতিঃগুঞ্জ মাত্র বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নরবপু হইলেও জ্ঞানমার্গের উপাসক তাঁহার কিরণস্থানীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে মাত্র অল্পভব করিয়া মনে করেন, পরব্রহ্ম নির্বিশেষ। পৃথিবীস্থ লোক সূর্য্যের জ্যোতিঃকে যেমন সূর্য্য মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের সাধকগণ পরব্রহ্মের অব্যক্তশক্তিক-নির্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। ১১২১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২২। অম্বয়। অম্বয়াদি ১১২১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরমাত্মা য়েঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।
 আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥ ১৩৬
 তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)—
 কৃষ্ণমেনমবৈহি স্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।

জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ২৩
 তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (১০।৪১)—
 অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
 বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অথ বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমিতি । এবং শ্রীযশোদানন্দনরূপং অত্র জগতি জগতো হিতায়াভাতি স্বয়ং প্রকাশতে দেহীব দেহাত্মবিভাগাদিনা তদ্বিকল্পধর্ম ইব মায়্যৈবাভাতি ন কেবলং সর্বেষাং জীবানামেব পরমস্বরূপম্ অপিতু অস্তে সর্বেষাং জড়ানাম্ । শ্রীজীব । ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৩৬ । এক্ষণে পরমাত্মার পরিচয় দিতেছেন ।

যোগীদিগের ধ্যেয় পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র । শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি শ্রীবলদেব ; তাঁহার বিলাস শ্রীসকর্ষণের অংশ বিরাটান্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, তাঁহার অংশ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী, তাঁহার অংশ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা পয়োদিশায়ী । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মাসমূহেরও আত্মা—তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ।

আত্মার আত্মা—পরমাত্মা সমূহেরও আত্মা বা অন্তর্যামী অর্থাৎ মূল । **অবতংস**—শ্রেষ্ঠ । **সর্ব-অবতংস**—সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পর্যায়োক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২৩ । অর্থ । স্বং (তুমি) এনং (এই) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) অখিলাত্মনাং (অখিল আত্মার) আত্মানাং (আত্মা বলিয়া) অবৈহি (জানিবে) । সঃ অপি (তিনি—সেই অখিলাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ) জগদ্ধিতায় (জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত) অত্র (এই জগতে) মায়য়া (যোগমায়ার সাহায্যে) দেহী ইব (দেহধারীর ছায়) আভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) ।

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন :—তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে । সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত যোগমায়ার সাহায্যে এই জগতে দেহধারীর (মাহুষের) ছায় প্রকাশ পাইতেছেন । ২৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নরলীলা । এই প্রকট নরলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; মাহুষের যেমন জন্মাদি হইয়া থাকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অনাদি-তত্ত্ব হইয়াও নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় জন্মলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ; এবং সেই যোগমায়ারই সাহায্যে এই জগতের প্রকট-লীলায় মাতা-পিতা-কাস্তাদির সহিত নরলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন ; তাহাতে—তিনি পরমাত্মা-সমূহেরও অন্তর্যামী আত্মা হইলেও, যাহারা তাঁহার তত্ত্ব ও লীলার গূঢ় রহস্য অবগত নহে, তাহারা তাঁহাকে মাহুষ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তাহাদের নিকটে তিনি **দেহী ইব আভাতি**—মাহুষ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া । তাঁহার লীলার দুইটি উদ্দেশ্য—একটি অন্তরঙ্গ, আর একটি বহিরঙ্গ । তাঁহার প্রকট-লীলার অন্তরঙ্গ কারণ তাঁহার নিজস্ব—ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আনন্দন । আর বহিরঙ্গ কারণ জীবের মঙ্গলবিধান, **জগদ্ধিতায়**—নাম-প্রেম-প্রচারাদি-দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান । তিনি এই প্রকট-লীলা করেন মায়য়া—মায়াদ্বারা । গুণমায়ী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেও যাইতে পারে না—যোগমায়াই তাঁহার লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন ; সুতরাং এই শ্লোকে মায়য়া-শব্দে যোগমায়াই লক্ষিত হইতেছেন ।

শ্রীকৃষ্ণ যে “আত্মার আত্মা” এই পূর্ব-পর্যায়োক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

শ্লো। ২৪ । অর্থ । অথবা ১২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । পরমাত্মা যে শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক ।

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ ।

একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ—॥ ১৩৭

স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম ।

প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান ॥ ১৩৮

স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ—দুই রূপে স্ফূর্তি ।

স্বরূপ এক—কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

১৩৭ । ব্রহ্ম ও পরমাত্মার কথা বলিয়া এক্ষণে ভগবানের কথা বলিতেছেন ।

ভক্ত্যে—ভক্তিমার্গের সাধনে ; শুদ্ধাভক্তিদ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুভব লাভ হইতে পারে ।
অনুভবে—অনুভব করে ; উপলব্ধি করে । ভগবানের মাধুর্যাদির উপলব্ধিই ভগবানের উপলব্ধি । শ্রেয়ের সহিত সেব্যাতীত অণু কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না । **পূর্ণরূপ**—পূর্ণতমস্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ।

ভগবানের পূর্ণতমরূপ, স্বয়ংরূপ, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপ একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনের দ্বারাই অনুভব করা যায়, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা নহে । **একই বিগ্রহ**—স্বরূপ একটাই—গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর, নটবর ; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

অনন্তস্বরূপ—শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে, নানাধামে, নানা উদ্দেশ্যে তিনি নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছেন । তাঁহার এসকল স্বরূপ অনন্ত, সংখ্যাহীন । তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার একই বিগ্রহেই তিনি এ সকল অনন্তস্বরূপে বিরাজিত ; তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে “বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্—বহুমূর্তিতেও একমূর্তি” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ১০।৪০।৭ ॥ এবং শ্রুতিও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন “একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি—এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । গোঃ তাঃ শ্রুতি, পু, ২০ ॥” ২।১।১৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

তাঁহার অনন্ত রূপ কি, তাহা পরবর্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে ।

১৩৮ । অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে যে রূপে বিরাজিত, তাহা বলিতেছেন ।

স্বরূপ—স্বরূপসিদ্ধরূপ । অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে ॥ যে রূপ অণু রূপের অপেক্ষা রাখে না, তাহাই স্বয়ংরূপ । ল ভা কু ১২ ॥ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ । ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

তদেকাত্মরূপ—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে । আকৃত্যাদিভিরত্যাৎক স তদেকাত্মরূপকঃ । স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গসমিবেশ), ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য বশতঃ যে রূপকে স্বয়ংরূপ হইতে অঙ্গরূপ বলিয়া মনে হয় (বাস্তবিক অঙ্গরূপ নহে), তাহাকে ‘তদেকাত্মরূপ’ বলে । ল, ভা, কু, ১৪ ॥

আবেশ—জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টোজ্ঞানর্দনঃ । ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ যে সকল মহত্তম জীব জ্ঞানর্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি আদির অংশদ্বারা আবিষ্ট হইয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ-অবতার বলে । ল, ভা, কু, ১৭ ॥ “আবেশ” গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ছায় ।

প্রথমেই তিনরূপে—স্বরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন । ১।২।৮০৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

পরবর্তী ১৩২-৫১ পয়ারে স্বয়ংরূপের, ১৫২-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া তদেকাত্মরূপের এবং ৩০৪-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া আবেশ-রূপের কথা বলিয়াছেন ।

১৩৯ । এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২০।১৩৮-পর্য্যাবস্ত্য স্বয়ংরূপের বিবরণ দেওয়া হইতেছে ।

এই পয়ারের অর্থঃ—স্বরূপের দুইরূপে স্ফূর্তি—স্বরূপ এবং প্রকাশ । স্বয়ংরূপ (অর্থাৎ স্বয়ং হইলেন) এক, (তিনি হইলেন) ব্রজে-গোপমূর্তি কৃষ্ণ ।

স্ফূর্তি—আবির্ভাব । **দুইরূপে স্ফূর্তি**—স্বরূপ আবার দুইরূপে স্ফূর্তি (বা আবির্ভাব) প্রাপ্ত হইলেন । সেই দুই রূপের এক রূপ হইতেছেন স্বয়ংরূপ এবং অপর রূপ হইতেছেন প্রকাশরূপ । **স্বরূপ এক**—পরবর্তী

প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ।

এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৪০

মহিমাবিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ ।

‘প্রাভব প্রকাশ’ এই শাস্ত্রে পরসিক ॥ ১৪১

সৌভর্যাদি-প্রায় সেই কায়বুহ নয় ।

কায়বুহ হৈলে নারদের বিন্ময় না হয় ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পর্যায়সমূহ হইতে জানা যায়, প্রকাশরূপের অনেক বৈচিত্রী আছে, কিন্তু স্বয়ংরূপের তরঙ্গ বৈচিত্রী নাই ; তাহার একটীমাত্র রূপ । এই রূপটী হইতেছেন কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রজে বিলাস করেন এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর ।

অথবা, স্বয়ংরূপ এক—হুইরূপে ক্ষুণ্ণের মধ্যে এক রূপ হইলেন স্বয়ংরূপ—তিনি হইলেন ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ । স্বয়ংরূপ অত্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ রূপ বলিয়া তিনি হইলেন পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ, তাঁহাতেই রস-স্বরূপত্বের (অর্থাৎ আশ্বাদত্বের এবং রসিকত্বের) পূর্ণতম বিকাশ—অসমোক্ত-মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে পরম আশ্বাদ এবং রসিক-শেখররূপে পরম রস-আশ্বাদক । হুইটী রসের আশ্বাদনেই আশ্বাদকত্বের বা রসিক-শেখরত্বের পূর্ণ সার্থকতা—ভক্তের প্রেমরস-নির্ঘ্যাস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস । পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্ঘ্যাস তিনি আশ্বাদন করেন তাঁহাদের প্রেমের বিষয়রূপে । স্বীয় মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয় হইতে হয় ; কারণ, মাধুর্য্য আশ্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম ; অথও প্রেমের আশ্রয় না হইলে তাঁহার অথও মাধুর্য্যের আশ্বাদন সম্ভব নয় । ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম বিকাশময় প্রেমের বিষয়মাত্র, আশ্রয় নহেন । তাই তাঁহার পক্ষে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্ঘ্যাস সম্যক্রূপে আশ্বাদন করাই সম্ভব, কিন্তু স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আশ্বাদন সম্ভব নহে । এজন্ত কেবলমাত্র প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার রস-আশ্বাদন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, স্নতরাং তাঁহার রসিক-শেখরত্বও চরম-সার্থকতা লাভ করিতে পারে না ; যেহেতু, এই রূপে তাঁহার স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আশ্বাদন সম্ভব হয়না । তাই, পূর্ণতম প্রেমের (শ্রীরাধার প্রেমের) আশ্রয়রূপেও তিনি স্বীয় মাধুর্য্যরস আশ্বাদন করেন । এই আশ্রয়রূপেও তিনি শ্রীকৃষ্ণই, স্বয়ংরূপই । তবে এই রূপে তিনি হয়েন—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, তাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণের একটা আবরণ থাকে । তিনিও শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাই এই পরায়োক্তির সহিত বিরোধ হয় না । ভূমিকায় “শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

অথবা, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রভু বলিতেছেন—স্বয়ংরূপ এক—স্বয়ংরূপের এক আবির্ভাব হইতেছেন কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি । সর্বদা আত্মগোপন-তৎপর প্রভু অচ্যুত আবির্ভাবের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না । “স্বয়ংরূপ এক” এস্থলে “এক” শব্দে “এক আবির্ভাব” মনে করিলে “অচ্যুত আবির্ভাবের” কথাও ধ্বনিত হইতে পারে ।

প্রকাশ—একটী বিশেষ অর্থে এস্থলে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৪০-৪১ । প্রকাশ আবার হুই রকম—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ । একই দেহ যদি সর্বতোভাবে সমান বহুদেহরূপে আবির্ভূত হয়, তবে এই বহুদেহের প্রত্যেককে মূলদেহের প্রাভব-প্রকাশ বলে । প্রাভব-প্রকাশে প্রকাশরূপের সহিত মূলদেহের কোনও অংশেই পার্থক্য থাকে না । রাসের সময়ে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল । সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে পরস্পরের কোনও পার্থক্য ছিল না । আবার দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ ষোলহাজার গৃহে ষোল হাজার মহিমাকে ষোলহাজার দেহ প্রকাশ করিয়া, একই সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন ; এই ষোলহাজার দেহের মধ্যেও পরস্পর কোনও পার্থক্য ছিল না । এইরূপ প্রকাশকে প্রাভব-প্রকাশ বলে । পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । ১১১৩৭ পয়ারে এই প্রাভব-প্রকাশকেই “মূখ্য প্রকাশ” বলা হইয়াছে ।

১৪২ । সৌভর্য্যাদি—সৌভরী+আদি ; সৌভরী প্রভৃতি ঋষিগণ ।—সৌভরী-ঋষি যাক্ষাতার পঞ্চাশটী কণ্ঠকে বিবাহ করিয়া যোগ-প্রভাবে নিজে পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া পঞ্চাশ পত্নীর সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন ।

তথাহি (ভা: ১০।৬৯।২)

চিত্রং বর্তিতদে কেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং জিয় এক উদাবহং ॥ ২৫

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ।

ভাবাবেশভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৪৩

অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তিভেদ ॥

আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নামবিভেদ ॥ ১৪৪

তথাহি (ভা: ১০।৪০।৭)—

অগ্রে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।

যজন্তি স্বময়াস্তাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সাংখ্যযোগভ্রমীমার্গো উক্তাঃ, বৈষ্ণবশৈবমার্গাবাহু য়েন অগ্রে চেতি । সংস্কৃতাত্মানো বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সন্তস্তে ত্রয়া অভিহিতেন পঞ্চরাত্নাদিবিধিনা স্বময়াস্তময়ত্বেন আত্মানং চিস্তয়ন্তঃ স্বদেকপ্রধানা ইতি বা । বাহুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রহ্মানিরুদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং নারায়ণরূপেণৈকমূর্ত্তিকঞ্চ স্বামেব যজন্তি । স্বামী । ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এই পঞ্চাশটি দেহ সৌভরীর কায়ব্যূহ । শ্রীকৃষ্ণ যে রাসে বা মহিবী-বিবাহে বহু রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা সৌভরীর কায়ব্যূহের মত নহে । শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইয়াছিলেন । ঐ সকল যদি শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ হইত, তাহা হইলে নারদের বিস্ময় হইত না ; কারণ, নারদও কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিতে জানিতেন ; স্তুরাং কায়ব্যূহ দর্শনে তাঁহার চমৎকৃত হওয়ার কারণ কিছুই নাই । প্রকাশ ও কায়ব্যূহে পার্থক্য এই :—কায়ব্যূহ যোগবলে নিশ্চিত দেহ ; প্রকাশ তাহা নহে, ইহাতে একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হয় ; শ্রীকৃষ্ণের দেহ বিভূ বলিয়াই ইহা সম্ভব । প্রকাশে রূপ-সাম্য এবং কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য বর্তমান । ১।১.৩২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ২৫। অম্বয় । অম্বয়াদি ১।১।৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১৪২ পরারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৪৩। এই পরারে বৈভব-প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন । স্বয়ংরূপের দেহে যদি অন্তরূপ অঙ্গ সন্নিবেশ (চতুর্ভুজাদি), অথবা অন্তরূপ বর্ণ (খেতাদি), ভাব ও আবেশ ভেদে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই প্রকাশকে বৈভব-প্রকাশ বলে । সেই বপু—স্বয়ংরূপের দেহ । সেই আকৃতি—স্বয়ংরূপের অঙ্গ-সন্নিবেশ ; অথবা স্বয়ংরূপের বর্ণ । আকৃতি—শব্দের দুইটি অর্থ হয় ; অঙ্গ-সন্নিবেশ এবং রূপ (বর্ণাদি) ; “আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য-বপুষোরপি”—বিশ্বঃ । দুইটী সামান্য-দেহের রূপকে আকৃতি বলে । কৃষ্ণ ও বলরামের সামান্য-দেহ, অর্থাৎ দেহের অবয়ব-সন্নিবেশ একরূপ ; কিন্তু তাঁহাদের রূপ বা বর্ণ বিভিন্ন ; এই বিভিন্ন রূপকে আকৃতি বলে ॥ পৃথক্ যদি ভাসে—যদি পৃথক্ (ভিন্ন) রূপে প্রকাশ পায়, বা প্রতিভাত হয় । ভাবাবেশ ভেদে—ভাব (স্বভাব) ও আবেশ ভেদে ।

১৪৪। মূর্ত্তিভেদ—শ্রীকৃষ্ণে দেহদেহী ভেদ না থাকায় মূর্ত্তি-অর্থে এস্থলে মূর্ত্তিমান্কেই বুঝাইতেছে । ১।১।১০-পরারের টীকা দ্রষ্টব্য । অনন্ত প্রকাশে ইত্যাদি—প্রাভব ও বৈভব প্রকাশে অনন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত হইলেও, ঐ অনন্তরূপে মূল তত্ত্ব-বস্তুর কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই । বহুমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তি । মূল তত্ত্ব-বস্তু ঠিক থাকিয়া আকার, বর্ণ ও অস্ত্র-আদির বিভিন্নতা-বশতঃ প্রকাশের নাম বিভিন্ন হইয়া থাকে । অথবা মূর্ত্তিভেদ—দেহভেদ বা বিগ্রহভেদ । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার একই বিগ্রহেই অনন্ত স্বরূপে প্রকাশ পায়েন । এই অনন্ত স্বরূপের বিগ্রহে ও তাঁহার বিগ্রহে কোনও রূপ ভেদ নাই । “একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥” ২।১।৪১-পরারের টীকা দ্রষ্টব্য । আকার—অবয়ব-সন্নিবেশ । বর্ণ—কৃষ্ণ বা খেতাদি । অস্ত্র—সুদর্শনাদি ।

এই পরারের প্রথমার্ধের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২৬। অম্বয় । অগ্রে চ (সাংখ্য-যোগ-বৈদমার্গাবলম্বিগণবর্তীতও অগ্রে—শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বীরা) সংস্কৃতাত্মানঃ (দীক্ষাদিগ্রহণপূর্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া) স্বময়াঃ (ঐকান্তিকভাবে তোমাকে চিন্তা করিয়া) তে

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম ।

বর্ণমাত্র-ভেদ,—সব কৃষ্ণের সমান ॥ ১৪৫

বৈভব-প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ ।

দ্বিভূজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভূজ ॥ ১৪৬

যেকালে দ্বিভূজ—নাম ‘প্রাভব-প্রকাশ’ ।

চতুর্ভূজ হৈলে নাম—‘বৈভব-বিলাস’ ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ঢাকা ।

(তোমাকর্তৃক) অভিহিতেন (উপদিষ্ট) বিধিনা (বিধি-অনুসারে) বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বহুস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট) স্বাং (তোমাকে) যজন্তি (উপাসনা করিয়া থাকে);

অনুবাদ । শ্রীঅক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—(সাংখ্যযোগ-বেদমার্গাবলম্বী ব্যতীতও শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বী) অপর ব্যক্তিগণ (দীক্ষাদি গ্রহণপূর্বক) বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া ঐকান্তিকভাবে তোমার চিন্তাপূর্বক তোমারই উপদিষ্ট (নারদপঞ্চরাত্রাদির) বিধি অনুসারে—বহু স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন । ২৬

শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরা লইয়া যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে রথে রাখিয়া শ্রীঅক্রুর যখন যমুনায় মধ্যাহ্ন-স্নান করিতে নামিয়াছিলেন, তখন জলের মধ্যে ডুব দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন । বিস্মিত হইয়া শ্রীঅক্রুর—শ্রীরামকৃষ্ণ রথোপরি আছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তীরে উঠিয়া দেখিলেন যে, দুই ভাই রথোপরিই আছেন । তখন তিনি পুনরায় যমুনায় ডুব দিয়া দেখিলেন যে, এবার যমুনা-জলে রামকৃষ্ণ নাই; কিন্তু তৎস্থলে অহীশ্বর শেখনাগের ক্রোড়ে সিদ্ধ-চারণাদিকর্তৃক স্তূয়মান নবজলধরকাস্তি এক চতুর্ভূজরূপ বিরাজিত; অক্রুর তখন এই চতুর্ভূজ রূপকেও শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি স্তবমধ্যে বলিলেন—সাংখ্যযোগীরাও তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন; বেদের কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডবিদ ব্রাহ্মণগণও তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তদ্ব্যতীত অষ্টোত্তর শৈব-বৈষ্ণবাদিমার্গের উপাসকেরাও তোমার উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তোমাকেই চিন্তা করিয়া তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন । বিভিন্ন মার্গের উপাসকগণ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিলেও—সেই সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তোমারই বিভিন্ন রূপ বলিয়া, তুমি একই মূর্ত্তিতে সেই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ বলিয়া, এসকল বিভিন্ন রূপ তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহেন বলিয়া এবং এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতেও তুমি একমূর্ত্তিই বলিয়া—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রূপের উপাসনাও তোমার উপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে ।

“অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ”—এই ১৪৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকস্থ “বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকম্”-পদ ।

১৪৫ । এই পয়ারে ও পরবর্তী পয়ারে বৈভব-প্রকাশের দৃষ্টান্ত দিতেছেন । শ্রীবলরামের দেহ ও শ্রীকৃষ্ণের দেহের অবয়ব-সন্নিবেশ একইরূপ, উভয়েই দ্বিভূজ (একই বপু); কিন্তু তাঁহাদের বর্ণ (রূপ বা আকৃতি; পূর্ববর্তী ১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ, বলরামের বর্ণ শ্বেত । শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন-স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ; বলরামের রোহিণী-নন্দন স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ; অথচ স্বরূপতঃ উভয়ে একই; উভয়েরই গোপস্বভাব । এজন্ত বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ বলে ।

১৪৬ । চতুর্ভূজ দেবকীনন্দনও যশোদানন্দন-কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ । দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন দুইজন নহেন । মথুরায় বা দ্বারকায় যশোদানন্দন-কৃষ্ণই দেবকীনন্দন বলিয়া প্রকাশ পায়েন; মথুরা-বাসী বা দ্বারকাবাসীরা তাঁহাকে দেবকীনন্দন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের যশোদাস্তনকর্য্য (যশোদাপুত্রত্ব) স্বভাব ত্যাগ করেন না । “যশোদাস্তনকর্য্য-স্বভাবং ন ত্যজেৎ”—শ্রীলঘুভাগবতায়তের কৃষ্ণা ১৯ । টীকায় বলদেব বিজ্ঞাতৃষণ ।

১৪৭ । কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের এইরূপ পাঠ আছে :—“যে কালে দ্বিভূজ নাম বৈভব-প্রকাশ । চতুর্ভূজ হৈলে নাম প্রাভব প্রকাশ ।” এই পাঠের সঙ্গে পূর্বোক্তিস্থিত “এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে” ইত্যাদি

স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান ।

বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ—‘আমি ক্ষত্রিয়’ জ্ঞান ॥ ১৪৮

সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদম্ব্য বিলাস ।

ব্রজেন্দ্র নন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৪৯

গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ ।

সে মাধুরী আশ্বাদিতে উপজায় লোভ ॥ ১৫০

তথাহি ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদগীর্ণাভূতমাধুরীপরিমলশ্রীভীরলীলশ্র মে

দৈতং হস্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ ।

চেতঃকেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং

যশ্র প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমঘিচ্ছতি ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

উদগীর্ণেতি । হস্তেতি হর্ষে হে সখে মুহুরসৌ চারণঃ নৃত্যকারী মামকং দৈতং দ্বিতীয়স্বরূপং সমীক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ চিত্রীয়তে চিত্রমিবাচরণং কারয়তে । যশ্র নৃত্যকারিণঃ স্বরূপতাং মৎসদৃশীমূর্ত্তিং প্রেক্ষ্য মে চেতঃ ব্রজবধূঃ শ্রীরাধা তস্তাঃ

গোর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৪০ পয়ারোক্ত-প্রভব-প্রকাশের লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না ; এইজন্ত এই পাঠটি গৃহীত হইল না । দ্বিভূজ-স্বরূপে স্বয়ংরূপের সহিত একরূপ আকারই থাকে ; এজন্ত দ্বিভূজস্বরূপ প্রভব-প্রকাশ । আর চতুর্ভূজরূপে দ্বিভূজ স্বয়ংরূপ হইতে আকার বা অঙ্গ-সন্নিবেশের পার্থক্য থাকে বলিয়া চতুর্ভূজ রূপ বৈভব-প্রকাশ ।

বৈভব-বিলাস—বৈভবরূপে বিলাস বা লীলা করেন যিনি ; বৈভব-প্রকাশ । পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৪৮ । স্বয়ংরূপে ও বাসুদেবে (দেবকীনন্দনে) যে ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে, তাহা এই পয়ারে দেখাইতেছেন । স্বয়ংরূপের গোপবেশ, বাসুদেবের (দ্বিভূজ বা চতুর্ভূজের) ক্ষত্রিয়বেশ । স্বয়ংরূপের গোপ-অভিমান (ভাব), তিনি নিজেকে গোপ বলিয়া মনে করেন ; বাসুদেব নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন ।

লঘুভাগবতাশ্রুতের মতে, চতুর্ভূজ-বাসুদেবও নিজেকে যশোদাস্তনকয় বলিয়া মনে করেন । ‘কচিংচতুর্ভূজত্বেহপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্ । অতঃ প্রকাশ এব শ্রীং তস্তাসৌ দ্বিভূজশ্চ চ ॥ ল, ভা, কৃ, ১৯ ॥’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনও চতুর্ভূজ হইলেও (কৃষ্ণিণীকে সাস্তনা দেওয়ার সময়ে চতুর্ভূজ হইয়াছিলেন, তখনও তিনি) যশোদা-নন্দনত্ব-স্বভাব ত্যাগ করেন নাই । হাসাদি-ধর্ম্মের জায় চতুর্ভূজ প্রকাশ পায়, কিন্তু তখনও কৃষ্ণের স্বভাব অপরিবর্তিত থাকে । ‘যশোদাস্তনকয়স্বভাবং ন ত্যজেৎ । * * * কদাচিং হাসাদি-ধর্ম্মবৎ চতুর্ভূজশ্চ প্রকাশেহপি তৎস্বভাবশ্চ তত্র স্থিতত্বাং ন কাচিং বিস্কতিঃ ।’—উক্ত শ্লোকের টীকা । স্বয়ংরূপে ও চতুর্ভূজরূপে যশোদা-স্তনকয়ত্ব-স্বভাবটি অপরিবর্তিত আছে বলিয়াই, আকার, ভাব ও বেশাদির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চতুর্ভূজরূপকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হইয়াছে । পরব্যোমনাথও চতুর্ভূজ, কিন্তু তাঁহার যশোদা-স্তনকয়ত্ব-ভাব না থাকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইলেন না ।

১৪৯ । প্রকাশরূপ বাসুদেব অপেক্ষা স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন । সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বৈদম্ব্য ও বিলাসাদি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র নন্দনেই সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে স্ফূর্ত্তি পায় । বৈদম্ব্য—শিল্পাদি চৌষটি বিদ্যায় নিপুণতা । বিলাস—লীলা ।

১৫০ । স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে দেখাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবেরও ক্ষোভ জন্মিয়াছিল এবং তাহা আশ্বাদনের জন্ত লোভ জন্মিয়াছিল । কিন্তু বাসুদেবের মাধুর্য্যাদি দেখিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ বা লোভ জন্মে নাই । ইহাতেই বাসুদেব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । গোবিন্দ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ । পূর্ববর্ত্তী ১৩৩ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ২৭। অম্বয় । সখে (হে সখে) ! হস্ত (অহো) অসৌ (এই) চারণঃ (নৃত্যকারী নট—নন্দনন্দন-

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব-নৃত্য-দরশনে ।

| পুন দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকন ॥ ১৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সাক্ষ্যং অল্প নিরন্তরং ইচ্ছতি কাময়তে ইতি সত্যং ব্রবীমীতি শেষঃ । মে কথন্তু তন্ত উদ্গীর্ণঃ প্রসরণশীলঃ অদ্ভুতমাধুরী-
পরিমলো যন্ত পুনঃ আভীরঃ গোপলজ্জাতীয়া লীলা যন্ত তন্ত কিস্তুতং চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতমিতি । চক্রবর্তী । ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বেশধারী নট) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলন্ত (অদ্ভুত-মাধুর্যপরিমল-প্রকাশক) আভীরলীলন্ত (গোপলীলাকারী)
মে (আমার) বৈতং (দ্বিতীয়রূপ—কৃত্তিমরূপ) সমীক্ষয়ন্ (প্রদর্শন করাইয়া) মুহঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে
(আশ্চর্য্যায়িত—চমৎকৃত করিতেছে) । যন্ত (যাঁহার—যে নটের) স্বরূপতাং (মৎসদৃশী মূর্তি) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া)
কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিকৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চলতা প্রাপ্ত) মামকং (আমার) চেতঃ (চিত্ত) ব্রজবধূসাক্ষ্যং
(ব্রজবধু শ্রীরাধার সাক্ষ্য) অস্বিচ্ছতি (ইচ্ছা করিতেছে)—[ইতি] (ইহা) সত্যং (সত্য) ।

অনুবাদ । মথুরায় গন্ধর্ব-নৃত্যকালে গোপবেশ-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের বেশধারী গন্ধর্বকে দেখিয়া বাসুদেব
উদ্ধবকে সহর্ষে বলিয়াছেন :—হে সখে ! অহো ! (নন্দ-নন্দনবেশধারী) এই নট অদ্ভুত মাধুর্য-পরিমল-প্রকাশক
এবং গোপলীলাকারী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বিতীয় রূপ (কৃত্তিম রূপ) প্রদর্শন করাইয়া পুনঃ পুনঃ (আমাকে) চমৎকৃত
করিতেছে । এই নটের মৎসদৃশী মূর্তি দেখিয়া (গোপ-লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কেলি-কৌতুকার্থ অতিশয়
চঞ্চলতা প্রাপ্ত আমার মন ব্রজবধু শ্রীরাধার সাক্ষ্য ধারণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে—ইহা আমি সত্য
বলিতেছি । ২৭

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন এক সময়ে গন্ধর্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিল । সেই
অভিনয়ে যে গন্ধর্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়া প্রভাবে তাহার দেহে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি প্রকটিত হইয়াছিল ;
তাহা দেখিয়া বাসুদেব কৃষ্ণের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি সহর্ষে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব ! এই যে
চারণঃ—গন্ধর্ব, নট, যে আমার ব্রজের বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে সেই নট, উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-
পরিমলন্ত—প্রসরণশীল অদ্ভুত মাধুরীর (মাধুর্যের) পরিমল (স্নগন্ধ) যাঁহার, এই নটের অভিনয়কালে তাহার
সাজান রূপ হইতে যে অদ্ভুত-অত্যাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-সস্তার চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই মাধুর্য্য-সস্তারযুক্ত এবং
আভীরলীলন্ত—আভীর (গোপ)-অভিমাণে লীলাকারী মে—আমার বৈতং—দ্বিতীয় রূপ, (আমার সাজে
সজ্জিত আমার কৃত্তিম রূপ) সমীক্ষয়ন্—দেখাইয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ চিত্রীয়তে—চমৎকৃত করিতেছে—(তাহার
কৃত্তিম রূপ হইতে বিচ্ছুরিত অপূর্ব-মাধুর্য্য-সস্তার দ্বারা) । আমার সাজে সজ্জিত এই নটের অঙ্গ হইতে যে মাধুরী
বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া, যন্ত স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য—এই নট আমার যে কৃত্তিম রূপ ধারণ করিয়াছে,
সেই রূপেরই মাধুর্য্য দর্শন করিয়া গোপলীল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আমারই ব্রজের স্বরূপের সঙ্গে কেলিকুতূহলোত্ত-
রলিতং—কেলি (জীড়া) করিবার নিমিত্ত যে অদম্য কুতূহল জন্মিয়াছে, তদ্বারা উত্তরলিত (অতিশয়রূপে
চঞ্চলতাপ্রাপ্ত) আমার চিত্ত ব্রজবধুসাক্ষ্যং—ব্রজবধু শ্রীরাধার সাক্ষ্য, শ্রীরাধার ছায় আকৃতি ও রূপ লাভ
করিবার নিমিত্ত অস্বিচ্ছতি—অনবরত ইচ্ছা করিতেছে । আমার ব্রজের স্বরূপের প্রেমসী হইয়া শ্রীরাধারই ছায়
আমার ব্রজের স্বরূপের মাধুর্য্য আশ্বাদন করার নিমিত্ত আমার লোভ জন্মিতেছে ।

১৫০ পর্য্যায়োক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

১৫১ । কোন্ কোন্ সময়ে গোবিন্দের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বাসুদেবের ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন ।
মথুরায় গন্ধর্ব-নৃত্য-দরশনে—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন গন্ধর্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অভিনয়
করিয়াছিল । সেই অভিনয়ে যে গন্ধর্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়া প্রভাবে তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য

তথাহি (ললিতমাধবে ৮।৩২)—

অপরিকলিতপূৰ্ব্বঃ কশ্চমংকারকারী

স্মুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ ।

অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুক্চেতাঃ

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ২৮

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার ।

ভাবাবেশাকৃতিভেদে ‘তদেকাত্মরূপ’ নাম তার ॥ ১৫২

তদেকাত্মরূপের ‘বিলাস’ ‘স্বাংশ’ দুই ভেদ ।

বিলাস-স্বাংশের ভেদ—বিবিধ বিভেদ ॥ ১৫৩

প্রাভব বৈভবভেদে ‘বিলাস’ দ্বিধাকার ।

বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রকটিত হইয়াছিল । এই মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, এবং ব্রজবধু শ্রীরাধার ছায় এই মাধুর্য্য আনন্দন করার জন্য তাঁহার লোভ হইয়াছিল । পূর্বোক্ত “উদগীর্ণাভূত মাধুরী”—ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ ।

দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে—দ্বারকায় মণি-ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের চিত্র (প্রতিবিম্ব) দর্শন করিয়া প্রতিবিম্বের মাধুর্য্য দর্শনপূর্ব্বক লুক্ক হন, এবং রাধিকার ছায় ঐ মাধুর্য্য আনন্দন করিতে লুক্ক হন, নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ ।

শ্লো। ২৮। অময় । অময়াদি ১।৪।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

১৫২। ১৩৯-১৪১ পয়ারে স্বয়ংরূপ ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকাত্মরূপের কথা বলিতেছেন ।

এই পয়ারে “তদেকাত্মরূপের” লক্ষণ বলিতেছেন । সেই বপু—স্বয়ংরূপের দেহ । ভিন্নাভাসে—ভিন্নরূপ বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ভিন্ন নহে । ভিন্নাকার—আকার বা অঙ্গসমিবিশেষ ভিন্ন । ভাবাবেশাকৃতিভেদে—স্বভাব, আবেশ ও আকৃতিভেদে । তদেকাত্মরূপের লক্ষণ পূর্ব্ববর্তী ১৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

১৫৩। তদেকাত্মরূপ দুই রকমের ; বিলাস ও স্বাংশ । বিলাস—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোনও লীলা বিশেষের জন্য যদি অল্প আকারে প্রতিভাত হইয়েন, এবং এই অল্প আকারের শক্তি যদি প্রায় স্বয়ংরূপের তুল্য হয় (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়), তবে এই অল্প আকারকে “বিলাস” বলে । “স্বরূপমন্তাকারং যং তস্ত ভাতি বিলাসতঃ । প্রায়ৈণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগন্ততে ॥ ল, ভা, কৃ, ১৫ ।” গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ । স্বাংশ—যিনি বিলাসের ছায় স্বয়ংরূপের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে “স্বাংশ” বলে । স্বস্বধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মংস্তাদি লীলাবতারগণ স্বাংশ । “তাদৃশো ন্যূনশক্তিঃ যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ । সঙ্কর্ষণাদির্মংস্তাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥ ল, ভা, কৃ ১৭ ॥” বিলাস-স্বাংশের ভেদ—বিলাস এবং স্বাংশ আবার অনেক রকমের আছে । পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহা বিবৃত হইতেছে ।

১৫৪। বিলাস দ্বিধাকার—বিলাস দুই রকম ; প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস । শক্তির তারতম্য-মুসারে এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে । প্রাভবে অল্পশক্তির বিকাশ ; বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তির বিকাশ । “প্রাভবেষু অল্লাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোহধিকান্তাঃ ।” বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে প্রাভব-বৈভব প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

[প্রাভব-বিলাস অপেক্ষা বৈভব-বিলাসেই অধিক শক্তির বিকাশ দেখা যায় । সমস্ত প্রাভব এবং বৈভব-স্বরূপেই যদি এইরূপ শক্তির তারতম্য থাকে, তবে বৈভব-প্রকাশেও প্রাভব-প্রকাশ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিকশিত হইবে । ইহাই যদি হয়, তবে রাসে এবং মহিষী-বিবাহে যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা “প্রাভব-প্রকাশ” না হইয়া “বৈভব-প্রকাশ”ই হইবে, এবং বলরাম ও চতুর্ভুজ বাসুদেব “বৈভব-প্রকাশ” না হইয়া “প্রাভব-প্রকাশ” হইবে । কারণ, চতুর্ভুজ বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিভুজ রাসবিহারী-প্রকাশেই শক্তির বিকাশ অধিক । এই মীমাংসা সমীচীন হইলে পূর্ব্ববর্তী ১৪৭ পয়ারের টীকায় যে পাঠান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত হইবে এবং পরবর্তী পয়ারাদিতেও তদনুরূপ পরিবর্তন সমীচীন হইবে]

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ।
 প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন ॥ ১৫৫
 ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন ।
 বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে ‘বিলাস’ তার নাম ॥ ১৫৬
 বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে ।
 এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে ॥ ১৫৭
 আদি চতুর্ভূহ—ইঁহার কেহো নাহি সম ।

অনন্ত চতুর্ভূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৫৮
 কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস ।
 দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৫৯
 এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ ।
 অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব-বিলাস ॥ ১৬০
 পুন কৃষ্ণ চতুর্ভূহ লৈয়া পূর্বরূপে ॥
 পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

বিলাসের বিলাস—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাসের আবার অনেক রকম বিলাস বা ভেদ আছে ।

১৫৫ । এই পয়ারে প্রাভব-বিলাসের উদাহরণ দিতেছেন । সঙ্কর্ষণ—দ্বারকা-চতুর্ভূহের দ্বিতীয় বৃহৎ দ্বারকার ভাববিশিষ্ট বলরাম । বাসুদেব—আদিবৃহৎ ; বসুদেব-নন্দনাভিমাত্রী । প্রহ্লাদ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র । অনিরুদ্ধ—প্রহ্লাদের পুত্র ।

১৫৬ । ব্রজের বলরাম এবং দ্বারকার বলরামের পার্থক্য দেখাইতেছেন । উভয় ধামে বলদেবের একই দেহ ; কিন্তু ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে । ব্রজে তাঁহার গোপভাব এবং গোপবেশ ; দ্বারকায় ক্ষত্রিয়-ভাব এবং ক্ষত্রিয়-বেশ । এই ভাব ও বেশের পার্থক্য বশতঃই তাঁহাকে একবার (পূর্ববর্তী ১৪৫ পয়ারে) বৈভব-প্রকাশ, একবার (১৫৫ পয়ারে) প্রাভব-বিলাস বলা হইয়াছে । বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন, তখন তিনি বৈভব-প্রকাশ, আর যখন দ্বারকার ভাবে ও দ্বারকার বেশে থাকেন, তখন তিনি প্রাভব-বিলাস । পুরে—মথুরায় ও দ্বারকায় । বর্ণ-বেশভেদ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভেদ ; “স্বরূপমত্য়াকারং”—স্বরূপ (স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) হইতে (বর্ণবেশাদির পার্থক্যবশতঃ) অল্প আকারে প্রতিভাত হইয়েন বলিয়া তিনি বিলাস ।

১৫৭ । একমূর্ত্ত্যে—প্রাভব-বিলাসে ও বৈভব-বিলাসে বলদেবের দুইটী মূর্ত্তি নহে ; একই মূর্ত্তি ; কেবল ভাবের পার্থক্যবশতঃ নামের পার্থক্য ।

১৫৮ । আদিচতুর্ভূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তি প্রথম চতুর্ভূহ । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ভূহ আছেন ; কিন্তু দ্বারকা-চতুর্ভূহ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অনন্ত চতুর্ভূহের প্রকাশ ; এজন্ত দ্বারকা-চতুর্ভূহকে মূল চতুর্ভূহ বা আদি চতুর্ভূহ বলে ।

ইঁহার—এই আদি চতুর্ভূহের ।

প্রাকট্যকারণ—প্রকটনের মূল কারণ ।

১৫৯ । এই চারি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ । মথুরা দ্বারকা ইত্যাদি—মথুরা ও দ্বারকা এই চতুর্ভূহের নিত্যধাম ।

১৬০ । বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, স্বয়ীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন । ইঁহাদের বিবরণ পরবর্তী ১৬৪-১৭৫ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে । ইঁহারা সকলেই বৈভব-বিলাস । অস্ত্রভেদে নামভেদ—ইঁহারা সকলেই চতুর্ভূজ, অস্ত্রধারণের ক্রমের পার্থক্যানুসারে ইঁহাদের নামের পার্থক্য । পরবর্তী ১৯০-২০৫ পয়ারে ইঁহাদের অস্ত্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

১৬১ । পরব্যোমনাথ-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, পরব্যোম তাঁহার ধাম । এই ধামেও তাঁহার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি বৃহৎ আছে । পূর্বরূপে—পূর্বোন্নিখিত রূপে ; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন চতুর্ভূহ

তাহা হৈতে পুন চতুর্ভূহ পরকাশে ।
 আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে ॥ ১৬২
 চারিজনে পুন পৃথক্ তিন তিন মূর্তি ।
 কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্তি ॥ ১৬৩
 চক্রাদিধারণ-ভেদে নামভেদ সব ।
 বাসুদেবমূর্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৬৪
 সঙ্কর্ষণমূর্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন ।
 এ অগ্নি গোবিন্দ,—নহে ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৬৫
 প্রহ্লাদমূর্তি—ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর ॥

অনিরুদ্ধমূর্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥ ১৬৬
 দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বারো জন ।
 মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥ ১৬৭
 মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে ।
 চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৬৮
 জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ ।
 শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥ ১৬৯
 আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্তিকে দামোদর ।
 ‘রাধাদামোদর’ অগ্নি ব্রহ্মেন্দ্রকোণ্ডর ॥ ১৭০

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা ।

হইয়া আছেন, পরব্যোমেও নারায়ণ তরুণ চতুর্ভূহ মধ্যে আছেন । কোন কোন গ্রন্থে “পূর্বরূপের” স্থলে “পূর্ণরূপে” পাঠ আছে । পূর্ণ ভগবানের সকল স্বরূপই সর্বেশ্বরতা-হেতু-পূর্ণ; কিন্তু সকল স্বরূপে—সকল শক্তি সমান ভাবে অভিব্যক্ত হয় না; পরেশত্বপ্রযুক্ত সকল স্বরূপ পূর্ণ হইলেও, শক্তির বিকাশ হিসাবে পূর্ণ নহে । “অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যতপি তেহখিলাঃ । তথাপাখিলশক্তীনাং প্রাকট্যাং তত্র নো ভবেৎ ॥ ল, ভা, কু, ৮৭ ॥”

পরব্যোম—কৃষ্ণলোক ও সিদ্ধলোকের মধ্যবর্তী ধাম; এই পরব্যোমमध्येই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ অবস্থিত ।

১৬২ । তাহা হৈতে—পূর্বোক্ত দ্বারকা-চতুর্ভূহ হইতে । “আদি চতুর্ভূহ কেহ নাহি ইহার সম । অনন্ত চতুর্ভূহগণের প্রাকট্য কারণ । ২২০।১৫৮ ॥” দ্বারকা-চতুর্ভূহ “সর্বচতুর্ভূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে । দ্বারকা-চতুর্ভূহের দ্বিতীয় প্রকাশে । ১৫২০, ৩৩ ॥” পরব্যোমের চতুর্ভূহ দ্বারকা-চতুর্ভূহের প্রকাশ; পরব্যোমের বাসুদেব, দ্বারকার বাসুদেবের প্রকাশ; পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ, দ্বারকার সঙ্কর্ষণের প্রকাশ ইত্যাদি । ইহারা সকলেই দ্বারকা-চতুর্ভূহের মত চতুর্ভূজ । দ্বারকা-চতুর্ভূহ হইতে পরব্যোম-চতুর্ভূহের অঙ্গাদির বিভিন্নতা আছে; এজন্ত পরব্যোম-চতুর্ভূহ হইল “বৈভব-বিলাস ।”

আবরণরূপে—পরব্যোমনাথের আবরণরূপে । **আবরণ**—আবরণ-দেবতা । **যার বাসে**—যাহাদের স্থিতি ।

চারিদিকে—বাসুদেব পূর্বদিকে, সঙ্কর্ষণ-দক্ষিণে, প্রহ্লাদ পশ্চিমে, অনিরুদ্ধ উত্তরে ।

১৬৩ । **চারিজন**—বাসুদেবাদি চারিজনের প্রত্যেকেরই আবার তিন তিনটি করিয়া বিলাস-মূর্তি আছেন । তাহারা সকলেই চতুর্ভূজ, অঙ্গাদি-ধারণের প্রকার-ভেদে তাঁহাদের নামভেদ । **পূর্তি**—পূরণ ।

১৬৪ । **বাসুদেব-মূর্তি**—কেশব, নারায়ণ ও মাধব এই তিন জন বাসুদেবের বিলাস ।

১৬৫ । **সঙ্কর্ষণ-মূর্তি**—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন এই তিন জন সঙ্কর্ষণের বিলাস । **অগ্নি গোবিন্দ**—সঙ্কর্ষণের বিলাস যে গোবিন্দ, তিনি স্বয়ংরূপ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন-গোবিন্দ নহেন ।

১৬৬ । এই পর্যায়ের প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্তি উল্লিখিত হইয়াছে ।

১৬৭ । কেশবাদি পূর্বোক্ত বার জন বৎসরাস্তর্গত বার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । **মার্গশীর্ষে**—অগ্রহায়ণে; কেশব অগ্রহায়ণের দেবতা ।

১৭০ । কার্তিকের দেবতা যে দামোদর, তিনি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন-দামোদর নহেন । ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনকে যশোদা-মাতা “দাম” (রজ্জু) দ্বারা “উদরে” বন্ধন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাকেও দামোদর বলে । কার্তিকের দেবতা, এই দামোদর নহেন । ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন-দামোদর শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহাকে “রাধা-দামোদর”ও বলে ।

দ্বাদশ-তিলক মন্ত্র-নাম আচমনে ।

এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎস্থানে ॥ ১৭১

এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন ।

তা সভার নাম কহি শুন সনাতন ॥ ১৭২

পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন ।

হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ১৭৩

বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ।

সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন ॥ ১৭৪

প্রহ্লাদের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দন ।

অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥ ১৭৫

এই চব্বিশ মূর্তি প্রভাব-বিলাস-প্রধান ।

অস্ত্রধারণভেদে ধরে ভিন্নভিন্ন নাম ॥ ১৭৬

ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ ।

সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব বিভেদ ॥ ১৭৭

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।

হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥ ১৭৮

কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন ।

সেই চারি জনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ১৭৯

ইঁহা সভার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে ।

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন-তিন ক্রমে ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৭১। দ্বাদশতিলক মন্ত্রনাম—শরীরের দ্বাদশ স্থানে হরি-মন্দিরাখ্য তিলক রচনা করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নামে যথাক্রমে ঐ দ্বাদশ তিলক স্পর্শ করিয়া কেশবাদি মূর্তির ধ্যান করিতে হয়। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ-কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণস্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামকুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, এবং কটিতে দামোদর—এই দ্বাদশস্থানে দ্বাদশমূর্তির ধ্যান করিতে হয়। আচমনে—আচমন-কালে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পাঠ আছে—“দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম। আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান।” বৈষ্ণবদিগের আচমনে পূর্ব্ববর্তী ১৬০ পয়ারের টীকায় কথিত চব্বিশ-দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই দ্বাদশ দেবতার নামও ঐ চব্বিশের অন্তর্ভুক্ত। স্পর্শি তত্তৎস্থানে—তিলক-রচনায় কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ললাটাদিস্থান এবং আচমনেও কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ওষ্ঠাদি স্থান স্পর্শ করিতে হয়। আচমনের বিবরণ হরিভক্তি-বিলাসে ৩।১০২-১০৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭২। এই চারিজনের—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারিজনের। পরবর্তী পয়ারে আট জনের নাম এবং তাহার পরবর্তী দুই পয়ারে, কে কাহার বিলাস, তাহা উক্ত হইয়াছে। এ আট জনের মধ্যে যে “কৃষ্ণ” একজন আছেন, ইনি ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কৃষ্ণ নহেন।

১৭৬। এই চব্বিশ মূর্তি—পরব্যোমের বাসুদেবাদি চতুর্ভূহর চারিমূর্তি, দ্বাদশমাসের দেবতা দ্বাদশমূর্তি, চতুর্ভূহর বিলাস আটমূর্তি, এই চব্বিশ মূর্তি। প্রাভব-বিলাস—দ্বারকার চতুর্ভূহরী শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস; এই চব্বিশ মূর্তি ঐ চতুর্ভূহর (প্রাভব-বিলাসেরই) বিলাস। সূত্রবাং এই পয়ারে “প্রাভব-বিলাসের বিলাস” অর্থেই “প্রাভব-বিলাস” শব্দের প্রয়োগ। প্রধান—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে। অস্ত্রধারণ-ভেদে—অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদে। বাসুদেবাদি চব্বিশ মূর্তির মধ্যে যিনি যাহার বিলাস, তাহার সঙ্গে তাহার আকৃতির সমতা আছে; কেবল অস্ত্রধারণের প্রকারে পার্থক্য।

১৭৭। ইহার মধ্যে—এই চব্বিশ মূর্তির মধ্যে। বিলাস বৈভব—বৈভব-বিলাসের বিলাস। পরবর্তী পয়ারোক্ত পদ্মনাভাদি ছয়মূর্তি বৈভব-বিলাসের বিলাস; তাহাদের আকৃতি-গত পার্থক্য আছে।

১৭৯। বিংশতি গণন—চব্বিশ মূর্তির মধ্যে বাসুদেবাদি চারিমূর্তির বিলাস অপর বিশ মূর্তি।

১৮০। ইঁহা সভার—এই চব্বিশ মূর্তির। পরব্যোমে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ নিত্যধাম আছে। ভগবৎস্বরূপের ধামমাত্রকেই বৈকুণ্ঠ বলে। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে—পূর্ব্বদিকে তিনজন, অগ্নিকোণে তিনজন, দক্ষিণে তিনজন ইত্যাদি। চারিদিক্ ও চারিকোণ এই অষ্টদিক।

যতপি পরব্যোমে সভার নিত্যধাম ।
 তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাহঁ সন্নিধান ॥ ১৮১
 পরব্যোমমধ্যে নারায়ণের নিত্যস্থিতি ।
 পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ১৮২
 এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ-প্রকার—
 গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ১৮৩
 মথুরাতে—কেশবের নিত্য সন্নিধান ।
 নীলাচলে—পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ ১৮৪
 প্রয়াগে মাধব, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন ।

আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন ॥ ১৮৫
 বিষ্ণুকাঙ্ক্ষিতে—বিষ্ণু, হরি রহে—মায়াপুরে ।
 ঐছে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডে ভিতরে ॥ ১৮৬
 এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সভার প্রকাশ ।
 সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥ ১৮৭
 সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে ॥
 জগতের অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপিতে ॥ ১৮৮
 ইহার মধ্যে কারো অবতারেহ গণন ।
 যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৮১। ব্রহ্মাণ্ডে কারো ইত্যাদি—কোনও কোনও মূর্তির, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও স্থানেও আবির্ভাব আছে । সন্নিধান—স্থান ।

১৮২। নিত্যস্থিতি—নারায়ণ নিত্যই পরব্যোমে থাকেন; ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আবির্ভাব হয় না । বিভূতি—ঐশ্বর্য ।

১৮৩। ১৫।১৩-১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৮৪। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মূর্তির আবির্ভাব, তাহা বলিতেছেন । মথুরাতে—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মথুরাতে ।

নীলাচলে ইত্যাদি—পুরুষোত্তমের এক নাম জগন্নাথ । ইনি পরব্যোমেও নিত্য বিরাজিত (২।২০।১৮১) ; আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নীলাচলে বা শ্রীক্ষেত্রেও বিরাজ করেন । পূর্ববর্তী ২।২০।১৭৪ পয়ায়ে বলা হইয়াছে—পুরুষোত্তম (বা জগন্নাথ) হইলেন পরব্যোম-চতুর্ভূতের অন্তর্গত বাসুদেবের বিলাস-রূপ । এই বাসুদেব হইলেন আবার দ্বারকা-চতুর্ভূতের অন্তর্গত বাসুদেবের (বা দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের) বিলাস-রূপ । তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথ হইলেন দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের (বা দ্বারকা-চতুর্ভূতের অন্তর্গত বাসুদেবের) বিলাসের বিলাস । কিন্তু আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু অতীত বলিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ (২।১৪।১১৫) । উভয় উক্তিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর । ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়।—নীলাচল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণই; নীলাচলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল উৎসব হয়, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় উৎসবই । তাঁহার সজ্জার স্তম্ভজা এবং বলদেবও তাঁহার দ্বারকাবিহারী-কৃষ্ণইই সপ্রমাণ করিতেছে । তাঁহার অংশাংশ (২।২০।১৭৪-পয়ারোক্ত) পুরুষোত্তম এই দ্বারকাবিহারীরই অন্তর্ভুক্ত—অংশীর মধ্যে অংশের অবস্থান ।

১৮৬। মায়াপুরে—হরিদ্বারে ।

১৮৭। সপ্তদ্বীপে—জম্বু, প্রাক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ । নবখণ্ড—ভারতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তরকুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্যবর্ষ, হরিবর্ষ, ও কিংপুরুষবর্ষ এই নবখণ্ডে ।

১৮৮। ভক্ত-সুখদান, অধর্ম-বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপন—এই সব কারণেই এই সকল ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন ।

১৮৯। ইহার মধ্যে—উক্ত চব্বিশ মূর্তির মধ্যে । অবতারে গণন—কোন কোন মূর্তি অবতার রূপে পরিগণিত ; যেমন, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।

অস্ত্রধৃতিভেদ নামভেদের কারণ ।

চক্রাদি-ধারণভেদ শুন সনাতন ॥ ১১০

দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃপর্য্যন্ত ।

চক্রাশ্রয়-ধারণের গণনার অন্ত ॥ ১১১

সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশমূর্ত্তি গণন ।

তার মতে কহি আগে চক্রাদি-ধারণ ॥ ১১২

বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-কর ।

সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-ধর ॥ ১১৩

প্রহ্লাদ—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর ।

অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১১৪

পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজনিজ-অস্ত্রধর ।

শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-কর ॥ ১১৫

নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-ধর ।

শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১১৬

শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর ।

বিষ্ণুমূর্ত্তি—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর ॥ ১১৭

মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর ।

ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর ॥ ১১৮

শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।

শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর ॥ ১১৯

হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-ধর ।

পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর ॥ ১২০

দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধর ।

পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-কর ॥ ১২১

অচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-কর ।

নরসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর ॥ ১২২

জনার্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা-ধর ।

শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-কর ॥ ১২৩

শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর ।

অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র-ধর ॥ ১২৪

শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-ধর ।

এই চব্বিশ মূর্ত্তি শঙ্খচক্রাদিক-কর ॥ ১২৫

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন ।

তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১১০। চক্রাদি-অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদেই এই চব্বিশ মূর্ত্তির নামভেদ হইয়াছে, তাহার সকলেই চতুর্ভুজ ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এই চারিটা অস্ত্র সকলেরই আছে ; কিন্তু সকলে একভাবে এই অস্ত্রগুলি ধারণ করেন না । একমূর্ত্তি যে হাতে শঙ্খ রাখেন, আর সকল মূর্ত্তি হয়ত সেই হাতেই শঙ্খ রাখেন না । শুন সনাতন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোপামীকে বলিতেছেন ।

১১১। দক্ষিণাধোহস্ত—ডাইনদিকের নীচের হাত । বামাধঃ—বামদিকের নীচের হাত । প্রত্যেক দিকে দুই হাত ; এক হাত নীচে, আর এক হাত উপরে । ডাইনদিকের নীচের হাত হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামদিকের নীচের হাত পর্য্যন্ত কোন্ হাতে কোন্ অস্ত্র কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহা বলিতেছেন ।

১১২। সিদ্ধান্ত-সংহিতা—এক গ্রন্থের নাম । এই গ্রন্থের মতে অস্ত্রধারণের যে প্রকার-ভেদ, তাহা বলিতেছেন ।

১১৩। বাসুদেব ইত্যাদি—বাসুদেবের ডাইন দিকের নীচের হাতে গদা, তার উপরের হাতে শঙ্খ, বামদিকের উপরের হাতে চক্র এবং নীচের হাতে পদ্ম । অষ্টম মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের হস্তের ক্রমও ঠিক এইরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেকের নামের সঙ্গে যে চারিটা অস্ত্রের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রথম লিখিত অস্ত্রটি ঐ মূর্ত্তির ডাইনদিকের নীচের হাতে, দ্বিতীয় অস্ত্রটি ডাইনদিকের উপরের হাতে, তৃতীয়টি বামদিকের উপরের হাতে এবং চতুর্থটি বামদিকের নীচের হাতে ।

১২৬। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—কোনও গ্রন্থের নাম । এই গ্রন্থে চব্বিশ মূর্ত্তির স্থলে ষোল মূর্ত্তির উল্লেখ আছে । এই গ্রন্থে চক্রাদিধারণের ক্রম যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নবর্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে ।

কেশবভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর ।
 মাধবভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-কর ॥ ২০৭
 নারায়ণভেদ নানাভেদ অস্ত্রধর ।
 ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্র-কর ॥ ২০৮
 'স্বয়ংভগবান্' আর 'লীলা-পুরুষোত্তম' ।
 এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২০৯
 পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নব-দিশে ।
 নববুহরূপে নব মূর্তি পরকাশে ॥ ২১০
 তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে (৫।১৭৫)—
 চত্বারো বাসুদেবাণা নারায়ণনৃসিংহকৌ ।
 হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২১১

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ ।
 স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥ ২১১
 সঙ্কর্ষণ, মৎস্তাদিক,—দুই ভেদ তার ।
 পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, লীলাবতার আর ॥ ২১২
 অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্ বিধ প্রকার ।
 পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২১৩
 গুণাবতার, আর মনন্তরাবতার ।
 যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২১৪
 বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম ।
 এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বাসুদেবাণাঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রহ্মানিরুদ্ধাঃ । মহাক্রোড়ঃ মহাবরাহ ইত্যর্থঃ । ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২০৭। কেশবভেদ ইত্যাদি—সিদ্ধান্তসংহিতানুসারে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইতেছে পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা (পূর্ববর্তী ১৯৫ পয়ার) ; কিন্তু হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইল পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র । মাধবাদিরও এবিষয়ে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় ।

২০৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে নারায়ণাদির অস্ত্রধারণের ক্রমও সিদ্ধান্তসংহিতার ক্রম হইতে পৃথক্ ।

২০৯। স্বয়ংভগবান্ ও লীলাপুরুষোত্তম এই দুইটি স্বয়ংরূপ-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপর দুইটি নাম । এই দুইটি তাঁহার স্বরূপগত নাম, অস্ত্রধারণ-ভেদে নহে ।

২১০। পুরীর—মথুরাদির । নবদিশে—নয়দিকে ; পূর্বাদি চারি দিক্, অগ্ন্যাদি চারি কোণ এবং উর্দ্ধ এই নয় দিক্ । নববুহের নাম পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে ।

শ্লো। ২১। অম্বয় । বাসুদেবাণাঃ (বাসুদেবাদি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধ এই) চত্বারঃ (চারি জন) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নৃসিংহ এই দুইজন) হয়গ্রীবঃ (হয়গ্রীব) মহাক্রোড়ঃ (বরাহ) ব্রহ্মা চ (এবং ব্রহ্মা—হরি) ইতি (এই) নব (নববুহ) উদিতাঃ (কথিত হয়) ।

অনুবাদ । বাসুদেবাদি চারিমূর্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মা, অনিরুদ্ধ), নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ও ব্রহ্মা (হরি) এই নয় মূর্তিকে নববুহ বলে । ২১

২১১। প্রকাশরূপের কথা এবং তদেকান্তরূপের অন্তর্গত বিলাসরূপের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকান্তরূপের অন্তর্গত স্বাংশরূপের কথা বলিতেছেন ; পূর্ববর্তী ১৫৩ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

২১২। স্বাংশ দুই রকম ; পুরুষাবতার ও লীলাবতার । সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্তকুর্মাাদি লীলাবতার ।

২১৩-১১৪। কৃষ্ণের অবতার ছয় রকম । পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মনন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার । এই সকলের বিবরণ পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে ।

২১৫। প্রকাশ-বিলাসাদি-রূপে এবং পুরুষাবতারাди ছয় রকম অবতাররূপে তো শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াই থাকেন ; তদ্ব্যতীত স্বয়ংরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াও তিনি প্রকট-লীলা করিয়া থাকেন ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বাল্য—পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত । পৌগণ্ড—বাল্যের পর দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত । বিগ্রহের—
 স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহের । ধর্ম্ম—বিশেষণ । লীলাবিশেষের জন্ত অঙ্গীকৃত বিষয় । স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ধর্ম্মী, বাল্য ও
 পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম । স্বয়ংরূপের নিত্য বয়স হইল কিশোর ; তাঁহার দেহকে নিত্যই কিশোর (পনের বৎসর বয়সের)
 বলিয়া মনে হয় । তিনি বাৎসল্য-রস আশ্বাদনের জন্ত বাল্য এবং সখ্যরস আশ্বাদনের জন্ত পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার
 করিয়াছেন । বাল্য ও পৌগণ্ডের ভাবকেও অঙ্গীকার করিয়াছেন । জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দেহের ও
 মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন ; এসব অঙ্গীকার না করিলে বাৎসল্য-
 রসটির সম্পূর্ণরূপে আশ্বাদন হইত না । যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক প্রকারে তাঁহার বশুতা স্বীকার না করিলে,
 ঐ রসটির আশ্বাদন হয় না । বাৎসল্যের পাত্র মাতা ; এই রস আশ্বাদন করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে মাতার
 উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় । পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই ইহা সম্ভব । ঐ সময়মধ্যে মা ছাড়া শিশু আর কিছুই
 জানে না ; মা শাসন করিলেও “মা-মা” বলিয়াই কাঁদে । শিশু দেখিতেছে—মা তাড়না করিতেছেন, তথাপি তাহার মনের
 ধারণা—মা ছাড়া তাহার আর কেহই নাই । মায়ের দ্বারা তাড়নাপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের কোলে উঠিয়াই সান্ত্বনা লাভ
 করে । শিশু মায়ের কোল ছাড়া অন্ত্র থাকিতে চায় না ; অন্ত্রের কোলে গেলেও মায়ের কোলে বা মায়ের নিকটে
 আসার জন্তই তাহার মন ব্যাকুল হয় । এই ভাবেই বাৎসল্য-রসটির আশ্বাদন । পাঁচ বৎসরের পরে শিশুর খেলার
 সাথী-আদি জুটে ; এই সাথীদের প্রতি একটু একটু করিয়া শিশুর চিন্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে । তখন হইতে, মায়ের
 কোল ছাড়া অন্ত্রও (সাথীদের সঙ্গে) শিশু আনন্দ পাইতে থাকে । ক্রমে যখন বয়স বাড়িতে থাকে, খেলার
 সাথীদের সঙ্গে এতই মধুর হইতে মধুর বলিয়া মনে হইতে থাকে যে, তখন মায়ের কোলে থাকিয়াও সাথীদের কথাই
 মনে করে, সাথীদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করে । যে রসের আকর্ষণে মায়ের কোল ছাড়িয়াও সাথী বা সখাদের
 নিকটে যাইতে মন ব্যাকুল হয়, তাহাই সখ্যরস । এই রস গাঢ়তা লাভ করিলে, মায়ের সান্নিধ্য, এমন কি আহারাদি
 ত্যাগ করিয়াও বালক সখাদের সঙ্গে থাকিতে চায় এবং থাকেও । তখন সখাছাড়া বালকের আর কিছুই ভাল
 লাগেনা ; শয়নেও সখার সঙ্গে খেলার স্বপ্নই দেখে । দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই এইরূপ সম্ভব । দশমের পরে, দেহে
 যখন কৈশোরের ছায়া পড়িতে থাকে, তখন কেবল সখার সঙ্গেই তাহার মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না ;
 চিন্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সঙ্গের অহুস্কানে মন প্রবৃত্ত হয় ; সুতরাং বাল্যের পর পৌগণ্ডের মধ্যেই
 সখ্যরসের আশ্বাদন সম্ভব । বাৎসল্য ও সখ্যরস আশ্বাদনের নিমিত্ত, স্বয়ং নিত্য-কিশোর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বাল্যের
 বয়স, অবস্থা ও ভাব এবং পৌগণ্ডের বয়স, অবস্থা ও ভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । বয়স ও অবস্থাকে অঙ্গীকার না
 করিয়া কেবল ভাবটিকে অঙ্গীকার করিলে, ভাবটা কেবল বাহিরের বস্তুই হইত, অন্তরের বস্তু হইতনা ; সুতরাং
 রসটিরও সম্যক আশ্বাদন হইত না । ভাব অন্তরে না জাগিলে রসে ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না ; রসে না ডুবিলেও
 রসের সম্যক আশ্বাদন হয় না । নাট্যকার যেমন বাহ্যিক বেশভূষা ও বাহ্যিক ভাব অবলম্বন করিয়া অভিনয় করিয়া
 থাকে, কিন্তু অভিনীত বিষয়ে আন্তরিকতার অভাববশতঃ তাহার মন ডুবিতে পারে না ; তদ্রূপ কেবল বাহিরে বাল্য
 বা পৌগণ্ডের ভাবটা মাত্র অঙ্গীকার করিলে, বাৎসল্য বা সখ্য রসে ডুবিয়া ঐ রসের সম্যক আশ্বাদন করা অসম্ভব ।
 দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মনের ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ।

যাহা হউক, বাল্য ও পৌগণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রকট-লীলায় অঙ্গীকার করিয়া রস-
 আশ্বাদন করিতেছেন । সুতরাং এই দুইটি স্বরূপও—বাল-কৃষ্ণ এবং পৌগণ্ড-কৃষ্ণ—তাঁহার নিত্য-স্বরূপ ; নিত্যবস্তুর
 ধর্ম্মও নিত্য ।

বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ যখন নিত্যস্বরূপ, আর উভয় স্বরূপের নিত্যস্থিতিই যখন ব্রজে এবং উভয় স্বরূপই
 যখন ব্রজেশ্বর-নন্দন, তখন বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড-কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হউক ? না—বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড-কৃষ্ণ

অনন্তাবতার কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।

শাখাচন্দ্রশায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২১৬

তথাহি (ভাঃ ১।৩।৩)—

অবতারা হ্রস্বোয়্যা হরেঃ সত্ত্বনিধির্বিজাঃ ।

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩০

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার ।

সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনন্তসর্বসংগ্রহার্থমাহ অবতারা ইতি । অসংখ্যেত্রে দৃষ্টান্তঃ যথোক্তি । অবিদাসিনঃ উপক্ৰয়শূচ্যঃ । দস্র উপক্ৰয় ইত্যম্মাৎ । সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ অল্পপ্রবাহাঃ ॥ স্বামী । ৩০

গৌর কৃপা-ভরজিবি টীকা

স্বয়ংরূপ নহেন, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নহেন ; কারণ, এই দুই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি—ঐশ্বর্য্যশক্তি, মাদুর্য্যশক্তি, কৃপাশক্তি প্রভৃতি—সম্যাকরূপে বিকাশ লাভ করে নাই ; শক্তিসমূহের পূর্ণ-পরিণতি এই দুই স্বরূপে নাই ।

এত রূপে—অঙ্গ-কান্তিরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অনন্ত রূপে ।

২১৬। নাহিক গণন—গণনা করা যায় না, অসংখ্য । শাখাচন্দ্রশায় ইত্যাদি—শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া অঙ্গুলি-নির্দেশ-পূর্বক চন্দ্র দেখানোর মত যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল ।

কোনও গাছের অসংখ্য শাখাপত্রের নীচে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া যদি কেহ চন্দ্র দেখিতে চায়, তখন যিনি চন্দ্রকে ঐ পত্রাদির ভিতর দিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছেন, তিনি, যে দিকে চন্দ্র আছে, আকাশের সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ (দিক্‌ দরশন) করিয়া যেমন তাহাকে চন্দ্র দেখান এবং ঐ অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট দিকে আকাশে চক্ষু দিয়া ঐ ব্যক্তি যেমন পত্রাদির ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রের সামান্য অংশমাত্র দেখে, তদ্রূপভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বুঝাইতেছেন । অসংখ্য-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-রূপ চন্দ্র জীবের অজ্ঞানতারূপ শাখাপত্রের প্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি-বিকাশের তারতম্যানুসারে অনন্ত স্বরূপে বিহার করিতেছেন, জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না । জীবের মঙ্গলের জন্ত সনাতনগোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি অপ্রাকৃত ধামের দিকে সনাতনের মনকে প্রেরণ করিয়া অনন্ত স্বরূপের মধ্যে অল্প কয়েক স্বরূপের মাত্র পরিচয় দিলেন ।

শ্লো। ৩০। অন্বয় । বিজাঃ (হে বিজগণ)! অবিদাসিনঃ (উপক্ৰয়শূণ্য) সরসঃ (সরোবর হইতে) যথা (যেরূপ) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) কুল্যাঃ (ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ), [তথা] সেইরূপ) হি (ই) সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বনিধি) হরেঃ (হরি হইতে) অসংখ্যোয়্যাঃ (অসংখ্য) অবতারাঃ (অবতার) স্যুঃ (প্রকাশ পায়েন) ।

অনুবাদ । শ্রীমুত শৌনকাদিকে বলিলেন :—হে বিজগণ! অক্ষয় সরোবর হইতে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জল-প্রবাহের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয় । ৩০

শ্রীহরিকে অক্ষয়-সরোবরের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না ; তাহার কারণ এই যে, শ্রীহরি সত্ত্বনিধি—সমস্ত সত্ত্বার সমস্ত অস্তিত্বের সমুদ্র । সমুদ্র হইতে বাষ্পসমূহ উঠিয়া গেলেও যেমন সমুদ্রের জল হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, নিখিল সত্ত্বার আধার শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার বাহির হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না ।

“অনন্ত অবতার কৃষ্ণের” ইত্যাদি ২১৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

২১৭। এই পয়ারে পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন । পুরুষাবতার—যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ, যিনি প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের দ্বারা প্রকৃতি ও প্রাকৃতির বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্তনাদির কর্তা, যাহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহাকে “পুরুষ” বলে ।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতায়তে পূর্বখণ্ডে (২।৯)

সাত্ত্বতত্ত্ববচনম্—

বিষ্ণোস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো বিহুঃ ।

একস্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়স্তুওসংস্থিতম্ ।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩১

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥ ২।৮

ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ববর্ত্তা ।

জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২।৯

ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় স্বজন ।

তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রথমেই করেন ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রথম অবতার হইলেন পুরুষ । “আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরম্ । শ্রীভাঃ ২।৬।৪২ ॥” সেইত পুরুষ ইত্যাদি—পুরুষাবতার তিন রকম ; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ । প্রথম-পুরুষই সহস্রশীর্ষা কারণার্ঘবশায়ী নারায়ণ । ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ । ইনি তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়াকে স্পর্শ না করিয়াও মায়াতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করেন এবং জীবরূপ বীৰ্য্যাধান করেন । তাহাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে মহন্তবের সৃষ্টি হয় ; এজন্য ইঁহাকে মহৎস্রষ্টা বলে । ইঁহার শক্তিতে প্রকৃতি হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় । ইনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী । দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, ইনিও সহস্রশীর্ষা । প্রথম পুরুষের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় পুরুষ এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘেদজলে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধৈক ভরিয়া তাহাতে শয়ন করেন ; এজন্য ইঁহাকে গর্ভোদকশায়ী বলে । ইনি প্রথম পুরুষের অংশ । ইনি ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী । তৃতীয় পুরুষই পরোক্ষশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ; ইনি চতুর্ভূজ ও দ্বিতীয় পুরুষের অংশ । দ্বিতীয় পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন । তখন এই তৃতীয় পুরুষ পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন ; ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্ধ্যামী । পরবর্ত্তী শ্লোকে তিন পুরুষের প্রমাণ দিতেছেন ।

শ্লো। ৩১। অম্বয় । অম্বয়াদি ১।৫।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

২১৮ । পুরুষাবতার গ্রহণের প্রয়োজন বলিতেছেন । সৃষ্টিকার্যের নিমিত্তই পুরুষাবতার ।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সৃষ্টাদি কার্য করেন, তাহা এই কয় পয়ায়ে বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি ; তন্মধ্যে সৃষ্টাদিকার্যের জন্ত ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তিই প্রধানতঃ আবশ্যক । যে শক্তিদ্বারা ইচ্ছাকরা যায়, তাহাকে ইচ্ছা-শক্তি, যে শক্তি দ্বারা বিচাপূর্বক কোনও বিষয় নির্ধারণ করা যায়, তাহাকে জ্ঞানশক্তি এবং যে শক্তিদ্বারা ক্রিয়া বা কার্য করা যায়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি বলে ।

২১৯ । ইচ্ছাশক্তি-প্রধান-কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তিই প্রধান ; এজন্য ইচ্ছামাত্রই তিনি সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন । সৃষ্টাদিকার্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয় । জীবের প্রারম্ভ ভোগের জন্ত এবং ভজনাদি-দ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্ধৃদ্ধ করাইবার জন্ত করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টির ইচ্ছা হয় । ১।৫।৭ পয়ায়ের টীকায় “সৃষ্টলীলাকার্য” শব্দের টীকা এবং ৩।২।৫ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

জ্ঞানশক্তিপ্রধান—বাসুদেবেই জ্ঞানশক্তির প্রধান । অধিষ্ঠাতা—বাসুদেবেই চিন্তের অধিষ্ঠাতা । কোনও গ্রন্থে “চিন্তাধিষ্ঠাতা” পাঠ আছে । মনের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিন্তা । সৃষ্টিকার্যের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে, চিন্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞান-শক্তিদ্বারা উপায়াদি পর্যালোচনা করেন ; তারপর সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তিতে বৈকুণ্ঠের প্রকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হয় ।

২২০ । ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া ইত্যাদি—কোনও কার্যই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত হয় না । সর্বপ্রথমেই কার্যের জন্ত ইচ্ছা হয়, তারপর জ্ঞানমূলক বিচারদ্বারা তাহা সম্পাদন করিবার জন্ত উপায়াদির উদ্ভাবন হয় এবং সর্বশেষে ক্রিয়াশক্তি বা কর্মকারিণী-শক্তি দ্বারা ঐ উপায়াদির সাহায্যে কার্য-নির্বাহ হয় । সৃষ্টিকার্যও এই

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম ।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ ॥ ২২১

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।

গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিহ্নিত্তিদ্বারায় ॥ ২২২

যতপি অস্বজ্য নিত্য চিহ্নিত্তি-বিলাস ।

তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২২৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫২)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্ ।

তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৩২

মহৎপদং মহতঃ মহাভগবতঃ পদং মহাবৈকুণ্ঠ-স্বরূপমিত্যর্থঃ । তদ্ধাম তন্ত্র কমলন্ত্র কর্ণিকারে তন্ত্র ভগবতঃ কৃষ্ণস্ত্র ধাম গৃহমিত্যর্থঃ । তদনন্তাংশ-সম্ভবং অনন্তোহংশো যন্ত তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাৎ সম্ভবো যন্ত তৎ । চক্রবর্তী : ৩২

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা ।

ভাবেই সম্পাদিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি মিলিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন ।

২২১ । সঙ্কর্ষণেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য । ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ করিয়া সঙ্কর্ষণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রপঞ্চ রচনা করেন । প্রাকৃত সৃষ্টি—অনন্ত কোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড । অপ্রাকৃত সৃষ্টি—গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ ।

২২২ । অপ্রাকৃত ধামাদির সৃষ্টি বলিতেছেন । অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণ । গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে লীলা করার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সঙ্কর্ষণ, চিহ্নিত্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনীশক্তিদ্বারা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম সৃষ্টি করেন । সৃজে—সৃষ্টি করেন । “বৈকুণ্ঠাদিধাম সৃষ্টি করিলেন” বলাতে মনে হইতে পারে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ সকল ধাম তৈয়ার করা হইল ; তাহা হইলে, ঐ সকল ধাম অনাদি নহে । বাস্তবিক কথা তাহা নহে ; ঐ সকল ধাম অনাদি, নিত্য । পরের পয়ারে তাহা বুঝাইতেছেন । চিহ্নিত্তিদ্বারায়—চিহ্নিত্তির বিলাসবিশেষ সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা । ১৫৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২২৩ । অস্বজ্য—সৃষ্টির অযোগ্য, যাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যায়না, যেহেতু নিত্য । নিত্য—যাহা অনাদিকাল হইতে বর্তমান আছে । চিহ্নিত্তিবিলাস—চিহ্নিত্তির বা সন্ধিনী শক্তির বিভূতি বা ক্রিয়া । মহাপ্রলয়ের অন্তে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবে সৃষ্টি হয়, বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধামের সেই ভাবে সৃষ্টি হয়না ; কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রায় অপ্রাকৃত ধাম, কোনও সময়েই ধ্বংস হয় না—পরন্তু অনাদি কাল হইতেই বর্তমান আছে । অনাদিকাল হইতে বর্তমান থাকিলেও সঙ্কর্ষণের ইচ্ছাতেই তাহাদের প্রকাশ হয় । বিরজার অপর তীরস্থ চিন্ময় ধামাদি অনাদিকাল হইতেই বর্তমান আছে, সেই সমস্ত ধাম “সঙ্কর্ষণ, অনন্ত বিভূ ।” সূতরাং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাদের ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহারা অপ্রকট বা অপ্রকাশ্য অবস্থায় আছে । ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সঙ্কর্ষণ ঐ স্থানে লীলোপযোগী ধাম প্রকট বা প্রকাশ করেন ।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে পর সঙ্কর্ষণ অপ্রাকৃত ধামাদি (বিরজার অপর তীরস্থ পরব্যোমাদিও) প্রকাশ করিলেন, এই কথা যখন বলা হইল, তখন ঐ সকল ধাম যে অনাদি তাহা কিরূপে বুঝা যায় ? ইচ্ছার পরে ত প্রকাশ ? উত্তর কৃষ্ণের ইচ্ছাও অনাদিকালে, সঙ্কর্ষণকর্তৃক প্রকাশও অনাদিকালে । পূর্বে ইচ্ছা, পরে প্রকাশ—এসকল উক্তি কেবল ভাষার পরিপাটি মাত্র—মূল বিষয়টী বুঝাইবার জন্ত । এই সকল ধাম যে নিত্য, অনাদি এবং সঙ্কর্ষণ হইতে যে তাহাদের প্রকাশ, পরবর্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ ;

শ্লো। ৩২ । অস্বয় । সহস্রপত্রং (সহস্রদলবিশিষ্ট) কমলং (পদ্ম—পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট) গোকুলাখ্যঃ (গোকুলনামক) [৫৭] (যে) মহৎপদং (মহা ভগবদ্ধাম) [৫৮] (যে) তৎকর্ণিকারং (সেই পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয়)

মায়াদ্বারে স্বজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
 জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২২৪
 জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর-শক্তি বিনে ।
 তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥ ২২৫
 ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
 লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥ ২২৬

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৬।১)—
 এতৌ হি বিশ্বস্ত চ বীজযোনী
 রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
 অস্মীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্ত
 জ্ঞানস্ত চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অখিলগুরুত্বমেব জনকত্বেন নিয়ন্তৃত্বেন চাহ এতাবিতি । রামো মুকুন্দশ্চেত্যেতৌ বিশ্বস্ত বীজযোনী
 নিমিত্তোপাদানে । নমু পুরুষ-প্রধানয়ো বীজযোনিঃ প্রসিদ্ধমত আহ পুরুষঃ প্রধানমিতি । পুরুষঃ অংশঃ প্রধানঃ
 শক্তিঃ । অতঃ প্রধান-পুরুষাব্যপোত্যাবেব ইত্যর্থঃ । এবং জনকত্বমুক্তম্ । কিঞ্চ অস্মীয় ভূতেষু ভূতেষু অমুপ্রবিষ্ট
 ভূতানাং তদুপহিতস্ত বিলক্ষণস্ত নানাভেদস্ত জ্ঞানস্ত জীবস্ত চ ঈশাতে ঈশরৌ নিয়ন্তারৌ ভবতঃ । কৃতঃ পুরাণৌ
 অনাদৌ । অনাদিত্বাৎ কারণত্বং ততশ্চ নিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ । স্বামী । ৩৩

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা ।

তদ্ধাম (শ্রীকৃষ্ণের গৃহ) তং (তাহা) অনন্তাংশসত্ত্বম্ (অনন্ত যাঁহার অংশ, সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ
 পাইয়াছে) ।

অনুবাদ । সহস্রদল-পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট গোকুলনামক যে মহা ভগবদ্ধাম এবং সেই পদ্মের কর্ণিকার
 (মধ্যস্থল)-সদৃশ যে শ্রীকৃষ্ণগৃহ, তাহা শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে । ৩২

১।৩৩ পয়ারের টীকায় গোকুলের বর্ণনা দ্রষ্টব্য ।

২২৪। এক্ষণে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রকার বলিতেছেন । মায়াদ্বারে ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ মায়াদ্বারা
 ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সৃষ্টি করেন । সৃষ্টিকার্য্যে মায়া, কুণ্ডকারের চাকার ত্রায়, আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র । ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান
 ও নিমিত্ত কারণ দুইই সঙ্কর্ষণ । ভূমিকায় “সৃষ্টিতত্ত্ব”-প্রবন্ধ এবং ১।৫।২ পয়ারের এবং ২।২।২১ পয়ারের
 টীকা দ্রষ্টব্য ।

জড়রূপা প্রকৃতি ইত্যাদি — ১।৫।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২২৫। জড়হৈতে সৃষ্টি ইত্যাদি—ভূমিকায় “সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । তাহাতে—সেইজন্ত ; ঈশ্বর-শক্তিব্যতীত
 কেবল জড়-প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ হইতে পারে না বলিয়া । শক্তি-আধানে—শক্তি স্থাপন করেন ।
 অচেতন—জড়রূপা প্রকৃতিদ্বারা এই বৈচিত্রীময় বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব নহে ; ঈশ্বরের শক্তিতে সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ হইতেছে,
 সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ—তাহাই এই পয়ার হইতে জানা যায় ।

২২৬। লৌহ যেন ইত্যাদি—১।৫।২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । “হয়”-স্থলে “ধরে” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।
 প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি-শক্তি নাই, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে ; সুতরাং
 ঈশ্বরই জগতের কারণ—ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম ।

শ্লো। ৩৩। অস্ময় । রামঃ (বলরাম) মুকুন্দঃ চ (এবং মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণ) এতৌ হি (এই দুই জনই)
 বিশ্বস্ত চ (বিশ্বের) বীজযোনী (নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) ; পুরুষঃ (পুরুষ) প্রধানঃ চ (এবং প্রকৃতি) ।
 পুরাণৌ (অনাদিসিদ্ধ) ইমৌ (এই দুইজন) ভূতেষু (ভূতসমূহের মধ্যে) অস্মীয় (অনুপ্রবেশ করিয়া) বিলক্ষণস্ত
 (নানাভেদবিশিষ্ট) জ্ঞানস্ত (জীবের) ঈশাতে (নিয়ন্তা হইলে) ।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।

সেই ঈশ্বরমূর্তি ‘অবতার’ নাম ধরে ॥ ২২৭

মায়াতীত পরব্যোমে সভার অবস্থান ।

বিশে অবতারি ধরে ‘অবতার’ নাম ॥ ২২৮

মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ ।

পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২২৯

তথাহি (ভাঃ ১৩১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ ।

সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৩৪

তথাহি (ভাঃ ২৬৪২)

আগ্নোহবতারঃ পুরুষঃ পরম্

কালঃ স্বভাবঃ সদসম্মনশ্চ ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়ানি

বিরাট্ স্বরাট্ স্থানু চরিত্ত্ব ভূয়ঃ ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

অনুবাদ । উক্তব নন্দমহারাজকে বলিলেন—রাম ও কৃষ্ণ এই দুইজনই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ; (এই দুই জনার অংশই) পুরুষ এবং (তাঁহাদের শক্তিই) প্রকৃতি । অনাদিসিদ্ধ এই দুইজন (অন্তর্যামিরূপে) ভূতসমূহের মধ্যে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া নানাভেদবিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হইলেন । ৩৩

শ্রীউক্তব বলিলেন—কৃষ্ণ ও বলরাম এই বিশ্বের বীজযোনী—বীজ ও যোনি, নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ । যদি বলা যায়, পুরুষ এবং প্রধানই তো বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ? তদন্তরে বলিতেছেন—এই দুই জনই পুরুষ এবং প্রধান (বা প্রকৃতি) ; পুরুষ হইলেন ইহাদের অংশ, আর ইহারা হইলেন পুরুষের অংশী ; অংশী ও অংশে কোনও ভেদ নাই বলিয়া ইহাদিগকে পুরুষ বলা হইয়াছে । আবার, প্রধান বা প্রকৃতি হইল ইহাদের শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া ইহাদিগকেই এতলে প্রকৃতি বলা হইয়াছে । সুতরাং যেতলে পুরুষ ও প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেতলেও জগতের কারণত্ব রামকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হইতেছে । ইহারা পুরাণো—পুরাণ পুরুষ, বা অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইহাদের কোনও কারণ নাই, পরম্ ইহারাই সকলের কারণ । ইহারাই আবার অন্তর্যামিরূপে ভূতেশু—বিশ্বস্থ ভূতসমূহের মধ্যে অদ্বায়—অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়া বিলক্ষণশ্চ—বৈচিত্র্যময় বা (পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-দেবতা-মনুষ্যাদি) নানাবিধ-ভেদবিশিষ্ট জ্ঞানশ্চ—জ্ঞানস্বরূপ (বা চিৎ-স্বরূপ) জীবের ঈশাতে—নিয়ন্তা হইয়া থাকেন । অন্তর্যামিরূপে ইহারাই সকল জীবের নিয়ন্তা ।

রাম-কৃষ্ণ অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া এবং সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামেরই অংশ বলিয়া (অর্থাৎ শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া) এই শ্লোকে রাম-কৃষ্ণকে বিশ্বের কারণ বলায় সঙ্কর্ষণেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে ; এইরূপে পূর্ববর্তী ২২৫-২৬ পয়ারের প্রমাণ হইল এই শ্লোক ।

২২৭ । অবতারের লক্ষণ বলিতেছেন । সৃষ্টিাদি বিশ্বের কার্যের জন্ত, স্বয়ংরূপাদি, স্বয়ং অথবা অজ্ঞ কোনও স্বরূপে, নূতনের আয় প্রপঞ্চে আবিভূত হইলে, ঐ আবিভূত স্বরূপকে “অবতার” বলে । পূর্বোক্তো বিশ্বকার্যার্থমপূর্ণা ইব চেৎ স্বয়ম্ । দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্থ্যবতারাস্তদা স্বভাঃ ॥ ল, ভা কু, ২৥”

২২৮ । অবতাররূপে যে যে স্বরূপ আবিভূত হন, পরব্যোমে তাঁহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে ; সেই ধামেই তাঁহারা নিত্য অবস্থান করেন ।

মায়াতীত পরব্যোমে—মায়ার অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়) যে পরব্যোম ধাম, তাহাতে । বিশ্বে অবতারি ইত্যাদি—তাঁহারা যখন জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয় ;

২২৯ । মায়া অবলোকিতে—সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি অবলোকন (দৃষ্টি) করিবার জন্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ সর্বপ্রথমে পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী)-রূপে অবতীর্ণ হইলেন । ইনিই প্রথম অবতার এবং সমস্ত অবতারের বীজ ; ইহাকে প্রথম পুরুষ বলে । ১৫৭১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৩৪-৩৫ । অর্থ । অর্থাদি ১৫৭১৩, ১২ শ্লোকদ্বয়ে দ্রষ্টব্য ।

সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন ।
 ‘কারণাক্ষিশায়ী’ নাম জগৎ-কারণ ॥ ২৩০
 কারণাক্ষি-পারে হয় মায়ায় নিত্য স্থিতি ।
 বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৩১
 তথাহি (তাঃ ২।১।১০)—
 প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
 সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
 রহস্ততা যত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ ॥ ৩৬
 মায়ায় যে দুই বৃত্তি—‘মায়া আর প্রধান’ ।
 ‘মায়া’ নিমিত্তহেতু বিশ্বের উপাদান ‘প্রধান’ ॥ ২৩২
 সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান ।
 প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীৰ্য্যাধান ॥ ২৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তয়োস্তাভ্যাং মিশ্রঃ সত্বঞ্চ ন বর্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্বম্ । কালবিক্রমো নাশঃ । অপরে রাগলোভাদয়ো ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্ । অনুব্রতাঃ পার্শ্বদাঃ । স্বামী । ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২২৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

২৩০ । সেই পুরুষ—সেই প্রথম পুরুষ ; মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ যে রূপে সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইলেন, সেই পুরুষ । বিরজা—কারণসমুদ্র । ১।৫।৪৩-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য । কারণাক্ষিশায়ী—কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে কারণাক্ষিশায়ী পুরুষ । অক্ষি—সমুদ্র । জগৎ-কারণ—তিনিই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ । ১।৫।৫০-৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

২৩১ । বিরজার এক দিকে চিন্ময় ধাম, আর এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড । যে দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, সেই পাড়েই প্রকৃতির নিত্য অবস্থান । যে স্থানে পরব্যোমাদি চিন্ময় ধাম আছে, সেই পাড়ে মায়া যাইতে পারে না । ১।৫।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৩৬ । অন্বয় । যত্র (যেখানে—যে বৈকুণ্ঠে) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) তয়োঃ মিশ্রং (রজস্তমো গুণের সহচর) সত্বং (প্রাকৃত সত্ব গুণ) কালবিক্রমঃ চ (এবং কাল বিক্রম - কালের প্রভাবও) ন প্রবর্ততে (বর্তমান নাই) ; যত্র (যেখানে) মায়া ন (মায়াই নাই) কিমুত অপরে (মায়াকার্য্য রাগলোভাদির কথা আর কি বলিব) ; যত্র (যেখানে) সুরাসুরাচ্চিতাঃ (সুরাসুরপূজিত) হরেঃ (শ্রীহরির) অনুব্রতাঃ (পার্শ্বদগণ) [সন্তি] (আছেন) ।

অনুবাদ । শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিলেন :—যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ এবং তৎসহচর জড় সত্বগুণ ও কালবিক্রম (নাশ) নাই, যে বৈকুণ্ঠে যখন মায়াই নাই, তখন যে মায়ায় কার্য্য রাগলোভাদি নাই, ইহা আর কি বলিব ? বৈকুণ্ঠে সুরাসুর-পূজিত ভগবৎপার্বদ আছেন । ৩৬

২৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

২৩২ । মায়ায় দুইটি বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া । মায়া আর প্রধান—এস্থলে মায়া বলিতে জীবমায়া এবং প্রধান বলিতে গুণমায়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । জীবমায়া হইল জগতের গোণ নিমিত্ত-কারণ এবং গুণমায়া হইল গোণ উপাদান-কারণ । বিশেষ বিচার ১।৫।৫০ পয়ারের টীকায় এবং ১।১।২৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

২৩৩ । পুরুষ কিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছেন ।

সেই পুরুষ—কারণাক্ষিশায়ী পুরুষ । করে অবধান—দৃষ্টি করেন । ক্ষোভিত করি—মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে । দৃষ্টিধারা পুরুষ যখন তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন, তখন ঐ গুণত্রয়ের

সান্নবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।

জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥ ২৩৪

তথাহি (ভাঃ ৩২৬।১২)—

দৈবাৎ কৃতিতধর্মিণ্যাং স্বভাং যোনৌ পরঃপুমান্।

আধত্ত বীৰ্য্যং সান্নত মহত্ত্বং হিরণ্ময় ॥ ৩৭

মোকের সংস্কৃত টীকা।

ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্বকং লক্ষণাত্মাহ দৈবাদিত্যাदिना এতান্নসংহত্যত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রহেন। তত্র চিত্তশোৎপত্তিপূর্বকং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। দৈবাৎ জীবাদৃষ্টাং কৃতিতা ধর্মী গুণা বভূবুঃ। যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীৰ্য্যং চিহ্নজিহ্ম। সা প্রকৃতিঃ মহত্ত্বমহত। মহতঃ স্বরূপমাহ হিরণ্ময়ং প্রকাশবহলম্। স্বামী।

দৈবমত্র কাল এব পূর্বসংবাদাৎ জীবাদৃষ্টত্বাপি প্রকৃতৌ লীনত্বাৎ। বীৰ্য্যং জীবাখ্যচিহ্নপশক্তিম্। ইমান্তিপ্রো দেবতা ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীজীব। ৩৭

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা।

সাম্যাবস্থানষ্ট হয়; তখনই বলা হয়, প্রকৃতি ক্ষোভিত বা ক্ষুধা হইল। বীৰ্য্যাধ্যান—ক্ষুধা প্রকৃতিতে জীবরূপ বীৰ্য্য সঞ্চার করেন। বীৰ্য্য—বীজ, মূলহেতু; সৃষ্টির মূল উপাদান।

২৩৪। সান্নবিশেষাভাস ইত্যাদি। প্রকৃতিতে জীবরূপ বীৰ্য্য সঞ্চার করার সময়ে পুরুষ প্রকৃতিকে সান্নাদ ভাবে স্পর্শ করেন না; নিজের অঙ্গবিশেষের জ্যোতিঃ (আভাস) দ্বারা মাত্র স্পর্শ করেন; এই জ্যোতিঃ-স্পর্শেই প্রকৃতি ক্ষুধা হয় এবং জগতের মূল উপাদান জীবরূপ বীৰ্য্য প্রাপ্ত হয়। সান্ন—নিজের অঙ্গ; কোনও গ্রন্থে “সান্ন” পাঠ আছে। সান্নবিশেষাভাস—নিজের অঙ্গবিশেষের আভাস বা জ্যোতিঃ। এই বিশেষ অঙ্গটি কি? পুরুষ তাঁহার কোন অঙ্গের জ্যোতিঃদ্বারা প্রকৃতিকে স্পর্শ করিলেন? শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে “স ঐক্ষত”—“স ঐক্ষাক্ষক্রে” তিনি প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকৃতি ক্ষুভিত হয়। দৃষ্টি চক্ষুরই কার্য্য; সুতরাং পুরুষের চক্ষুর জ্যোতিঃই যে প্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। অতএব সান্নবিশেষ-অর্থ এখানে পুরুষের চক্ষু বলিয়াই মনে হয়।

শ্লো। ৩৭। অম্বয়। দৈবাৎ (কালবশে) কৃতিতধর্মিণ্যাং (যাহার সত্ত্বাদিগুণ কৃতিত হইয়াছে, সেই) স্বভা (স্বীয়) যোনৌ (যোনিতে—প্রকৃতিতে) পরঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী আত্ম অবতার) বীৰ্য্যং (জীবাখ্য চিহ্নপা শক্তি) আধত্ত (স্থাপন করেন); সা (সেই প্রকৃতি) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহল) মহত্ত্বং (মহত্বকে) অহত (প্রসব করেন)।

অনুবাদ। কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ কৃতিত হইলে পরম-পুরুষ—আত্ম-অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ—সেই প্রকৃতিতে বীৰ্য্যের (জীবাখ্য চিহ্নপা শক্তির, জীবের) আধান করেন। তখন সেই প্রকৃতি প্রকাশবহল মহত্ত্বকে প্রসব করেন। ৩৭

দৈবাৎ—দৈবমাত্রকাল এব (শ্রীজীব); এখানে দৈব-শব্দে কালকে বুঝাইতেছে; দৈবাৎ অর্থ কালবশে, কালের প্রভাবে। (শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, “দৈবাৎ—জীবাদৃষ্টাৎ”; দৈব—জীবের অদৃষ্ট; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট যখন প্রকৃতিতেই লীন থাকে, তখন জীবাদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির ক্ষুধা হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং দৈব-অর্থ এখানে জীবাদৃষ্ট না হইয়া কাল হওয়াই সম্ভব)। পুরুষ দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করামাত্রই প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়েন না, তজ্জন্ত যথোপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন—অল্পযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার জন্তও যেমন কিছু সময়ের দরকার হয়, তজ্জপ। (ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে “কালের সহায়তা” দ্রষ্টব্য)। বাহ্য হউক, যথাসময়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ক্ষুভিত হইলে আত্ম-অবতার পুরুষ সেই প্রকৃতিতে বীৰ্য্যং—জীবাখ্যচিহ্নপশক্তি (শ্রীজীব), জীব-নামক চিহ্নপশক্তি, জীবরূপ বীৰ্য্য স্থাপন করেন। কোনও জীব (পুরুষ) জীযোনিতে বীৰ্য্যাধান করিলে যথাসময়ে স্ত্রীলোকটি যেমন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তজ্জপ কারণার্ণবশায়িরূপ পুরুষ প্রকৃতিরূপ যোনিতে জীবরূপ বীৰ্য্য স্থাপন করাতে

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৩.৫।২৩)—
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময়াং অধোক্ষজঃ ।
পুরুষোণ্যভূতেন বীৰ্য্যমাধন্ত বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৮

তবে মহত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার ॥ ২৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময়াং ক্ষুভিতগুণায়াং অধোক্ষজঃ পরমায়া আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ বীৰ্য্যং চিদাভাসম্ আধন্ত । বীৰ্য্যবান্ চিচ্ছক্তিবৃত্তঃ স্বামী ।

সৃষ্টিমাহ কালবৃত্ত্যেতি । ভগবানেক আসেদমিতি পূর্বোক্তাং অধোক্ষজো ভগবান্ । পুরুষেণ প্রকৃতিদ্রষ্টা । আত্মভূতেন স্বাংশেন দ্বারভূতেন । কালো বৃত্তি ষষ্ঠ্যাং তয়া মায়া নিমিত্তভূতয়া গুণময়াং মায়ায়াং অব্যক্তে বীৰ্য্যং জীবাখ্যমাধন্ত । শ্রীজীব । ৩৮

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিনী টীকা ।

প্রকৃতি মহত্ত্ব স্বরূপ সন্তানকে প্রসব করিলেন । তাৎপর্য্য এই যে—গুণক্ষুদ্রা প্রকৃতিতে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যখন সূক্ষ্ম জীবকে নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার শক্তিতেই জীবাদৃষ্টের অল্পকূল ভাবে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে ; (মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট প্রকৃতিতেই লীন থাকে ; প্রকৃতি ক্ষুভিত হইলে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া উঠে) ; এইরূপে পরিণাম প্রাপ্তির প্রথম স্তরের নাম—প্রকৃতির প্রথম পরিণতির নামই—মহত্ত্ব । এই মহত্ত্ব হিরণ্যয়ং—প্রকাশবল্লভ । ভূমিকায় “সৃষ্টিতত্ত্ব” প্রবন্ধে “মহত্ত্ব” দ্রষ্টব্য ।

শ্লো । ৩৮ । অর্থঃ । কালবৃত্ত্যা (কালশক্তিদ্বারা) গুণময়াং (গুণময়ী—ক্ষুভিত গুণা) মায়ায়াং (প্রকৃতিতে) বীৰ্য্যবান্ (মহাশক্তিশালী) অধোক্ষজঃ (ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ) আত্মভূতেন (স্বীয় অংশভূত—অংশস্বরূপ) পুরুষের (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে) বীৰ্য্যং (জীবরূপ বীৰ্য্য) আধন্ত (স্থাপন করেন) ।

অনুবাদ । কালশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হইলে মহাশক্তিশালী ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় অংশভূত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা) পুরুষের দ্বারা সেই প্রকৃতিতে জীবরূপ বীৰ্য্যের আধান করেন । ৩৮

কালবৃত্ত্যা—পূর্ব শ্লোকে দৈবাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য । অধোক্ষজঃ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; তাহারই আত্মভূতেন—অংশস্বরূপ পুরুষেণ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দ্বারা । কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ, তাহাই বলা হইল ; এই পুরুষই সাক্ষাদভাবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া গুণক্ষুদ্রা প্রকৃতিতে তিনিই জীবরূপ বীৰ্য্যের আধান করেন । বীৰ্য্যং—জীবাখ্যম্ (শ্রীজীব) । বীৰ্য্যবান্—চিচ্ছক্তিবৃত্ত (স্বামী) ।

পুরুষ যে মায়াতে “জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ” এই ২৩৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক ।

২৩৫ । তবে মহত্ত্ব হৈতে—প্রকৃতি মহত্ত্বের পরিণত হইলে, সেই মহত্ত্ব হইতে (পূর্ববর্তী ৩৭ শ্লোকে টীকা দ্রষ্টব্য) । ত্রিবিধ অহঙ্কার—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার । যাহা হৈতে—যে ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে । দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার—কণ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের প্রকাশ হয় ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে । ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধের “অহঙ্কার” হইতে “দশ ইন্দ্রিয়”-পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় ; ইহাই প্রকৃতির প্রথম বিকার । প্রকৃতির প্রথম বিকৃত অবস্থায় তাহাকে মহত্ত্ব বলে । শক্তির ক্রিয়াতে গুণত্রয়ের মধ্যে বিক্ষোভ বা আলোড়ন চলিতে থাকে ; তাহার ফলে গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ হইতে থাকে ; এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে মহত্ত্ব হইতে তিনটি অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় ; যে অহঙ্কারে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে সাত্বিক অহঙ্কার, যে অহঙ্কারে রজোগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে রাজসিক অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার বলে । পরে সাত্বিক

সর্বতত্ত্ব মিলি স্বজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন ॥ ২৩৬
 এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—‘মহাবিশ্ব’ নাম।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম ॥ ২৩৭
 গবাক্ষে উড়িয়া বৈছে রেণু আয় যায়।
 পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৩৮
 পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
 অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর—সব মায়া-পর ॥ ২৩৯
 তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—
 যষ্টৈকনিশ্বাসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলম্বা জগদণ্ডনাথাঃ।
 বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯
 সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের এঁহো অন্তর্যামী।
 কারণাক্ষিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥ ২৪০
 এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
 দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৪১
 সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বজিয়া।
 একৈকমূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া ॥ ২৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়।

২৩৬। সর্বতত্ত্ব—মহত্ত্ব, দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত, এই সকল তত্ত্ব। অন্তর্যামী পুরুষের প্রেরণায় এই সকল তত্ত্বের যথাযথ মিলনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডও হৃদয়রূপ। ভূমিকায় “সৃষ্টিতত্ত্ব” “বিকারসমূহের মিলনের অসামর্থ্য” হইতে “বহু অণ্ডের সৃষ্টি” পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। শ্রীঅদ্বৈতই প্রকৃতির উপাদানাংশের অধিষ্ঠাতারূপে মহত্ত্বাদিধারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। “অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ। * * *। উপাদান অদ্বৈত করেন বিশ্বের স্বজন। ১।৬।১৩-১৪॥” “শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বানুসারেণ ইদমত্র জ্ঞেয়ং প্রথমপুরুষঃ মহত্ত্বাদিকং সৃজতি তদবতারঃ শ্রীঅদ্বৈতস্ত তেন মহত্ত্বাদিনা ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতি।”—এই পয়ারের টীকার চক্রবর্ত্তিপাদ।

২৩৭। এঁহো—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী। ইঁহার আর একটা নাম “মহাবিশ্ব”। মহৎস্রষ্টা—ইনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তি সঞ্চার করাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া মহত্ত্বের পরিণত হয়; এতদ্ব্যতীত ইঁহাকে “মহৎস্রষ্টা” বা মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ধাম—অবস্থিতির স্থান।

এই মহাবিশ্বের লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ১।৫।৬০-৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৮-৩৯। ১।৫।৬০-৬২ পয়ার ও তন্তবঁটীকা দ্রষ্টব্য।

মায়া-পর—মায়ার অতীত; অপ্রাকৃত; কারণার্ণবশায়ী পুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্যই অপ্রাকৃত; তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রকাশে মায়ার কোনও সংস্পর্শ নাই।

শ্লো। ৩৯। অম্বয়। অম্বয়াদি ১।৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৩৭-৩৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪০। অন্তর্যামী—নিয়ামক। কোন কোন গ্রন্থে “সমস্ত” স্থলে “সমষ্টি” পাঠ আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নহে। মহত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহত্ত্বের পরিণত হয়। এই মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রথম পুরুষকে সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী বলা হইল।

২৪১। তিন রকম পুরুষাবতারের মধ্যে প্রথম পুরুষের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন।

২৪২। সেই পুরুষ—প্রথম পুরুষ। ব্রহ্মাণ্ড স্বজিয়া—প্রথম পুরুষই অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। প্রথম পুরুষের তিনটা রূপ; যে অংশে তিনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে “মহাবিশ্ব”

প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার ।
 রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ২৪৩
 নিজাঙ্গস্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডাৰ্দ্ধ ভরিল ।
 সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৪৪
 তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
 সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদা ॥ ২৪৫
 সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন ।
 তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ২৪৬

বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগত-পালনে ।
 গুণাভীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৪৭
 রুদ্র রূপ ধরি করে জগত-সংহার ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৪৮
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ-অবতার ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥ ২৪৯
 হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী ।
 সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে ঘারে গাই ॥ ২৫০

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

(নিমিত্তাংশে করেন তিঁহো মায়ার ঈক্ষণ । ১।৬।১৪॥) । আর যে অংশে তিনি উপাদানরূপে মহত্ত্বাদিধারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে “অদ্বৈত” (উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন । ১।৬।১৪॥) এবং যে অংশে তিনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক বা অন্তর্যামী হয়েন, তাহাকে বলে “দ্বিতীয় পুরুষ” বা “গর্ভোদকশায়ী”; যত ব্রহ্মাণ্ড, তত জন দ্বিতীয় পুরুষ । **একৈকমূর্ত্যে** ইত্যাদি—প্রথম পুরুষ বহুমূর্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করেন ।

২৪৩। **প্রবেশ করিয়া**—দ্বিতীয় পুরুষ ।

২৪৪। **নিজাঙ্গ-স্বেদজলে**—নিজের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্মজলদ্বারা । **ব্রহ্মাণ্ডাৰ্দ্ধ**—ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক । নিজের ঘর্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ঐ জলের উপের শেষ-শয্যায় তিনি শয়ন করিলেন । **ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে** (উদকে) শয়ন করেন বলিয়া ইঁহাকে “গর্ভোদকশায়ী” বলে । ১।৫।৮০ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য । **শেষশয্যা**—শেষ-নাগকে (সর্পাকৃতি অনন্তদেবকে) শয্যা করিয়া তাহার উপরে । ১।৫।৮৪ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৪৫। **গর্ভোদকশায়ীর নাভি** হইতে একটি পদ্মের উৎপত্তি হইল । এই পদ্মে জীব-সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয় । **গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই** জীবসৃষ্টির জন্ত ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েন । ১।৫।৮৭ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য । **নাভি-পদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম বা কমল । **জন্মসদা**—জন্মস্থান ।

২৪৬। ঐ পদ্মের নাালে চৌদ্দ ভুবন হইল । **চৌদ্দ ভুবন**—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহা, জন, তপ ও সত্য এই সাত লোক এবং অতল, সূতল, বিতল, গভস্তিমং, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাতটি তল ।

তেঁহো—দ্বিতীয় পুরুষ । পরবর্তী ২৪৭ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৪৭। **দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণুরূপে** জগৎ পালন করেন । এই বিষ্ণু মায়াভীত, মায়ার সহিত ইঁহার স্পর্শ নাই । **গুণাভীত**—মায়াভীত ।

২৪৮-৪৯। **দ্বিতীয় পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ** এই তিন গুণের নিয়ামক-স্বরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (রুদ্র) রূপে অবতীর্ণ হইয়া **জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়** করেন । **রজোগুণের নিয়ামকরূপে** ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি, **সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে** বিষ্ণু হইয়া পালন (স্থিতি) এবং **তমোগুণের নিয়ামকরূপে** রুদ্র হইয়া সংহার করেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার বলে ; যেহেতু, তাঁহারা গুণের নিয়ামকরূপে তিন গুণকে অঙ্গীকার করেন । ১।৫।৮৭-৮৯ পয়ায়ের এবং ২।১।৮১-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৫০। **হিরণ্যগর্ভ**—ব্রহ্মা । **হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী**—হিরণ্যগর্ভের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) অন্তর্যামী । **হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের বিভিন্ন নাম** বেদে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । **যথা, সহস্রশীর্ষা** প্রভৃতি । **গাই**—গান করে ।

এই ত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর ।
 মায়া'র আশ্রয় হয়—তবু মায়াপর ॥ ২৫১
 তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার ।
 দুই-অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৫২
 বিরাট ব্যাষ্ট্রজীবের তেঁহো অন্তর্যামী ।
 ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্তা স্বামী ॥ ২৫৩
 পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ ।
 লীলাবতারের এবে শুন সনাতন ! ॥ ২৫৪

লীলাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
 প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৫৫
 মৎস্ত কূৰ্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন ।
 বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন ॥ ২৫৬
 তথাহি (ভাঃ ১০।২।৪০)—
 মৎস্তাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহংস-
 রাজত্ববিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
 হং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
 ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

প্রস্তুতং প্রার্থয়ন্তে মৎস্তাশ্বেতি । নোহস্মাং স্ত্রিভুবনঞ্চ অতদা যথা পাসি তথাধুনাপি পাহীতি বন্দনং তে ইতি চ বদন্তঃ সর্কে শিরোভিঃ প্রণমন্তি । স্বামী । ৪০

গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা ।

২৫১ । দ্বিতীয় পুরুষ নিজ অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর । তিনি মায়া'র আশ্রয় বটেন; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়া'র আশ্রয় হইলেও মায়া'র সঙ্গে তাঁহার স্পর্শ হয় না, তিনি মায়াতীত । ১।৫।১২ পয়ারের এবং ১।২।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৫২ । এক্ষণে তৃতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন । ইঁহার নাম বিষ্ণু; ইনি দ্বিতীয় পুরুষের অংশ; জগৎ-পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে ইনি অবতীর্ণ হইলেন বলিয়া ইঁহাকে গুণাবতারও বলে । এজন্ত ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার দুইই । ২।১।৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৫৩ । তৃতীয় পুরুষ ব্যাষ্ট্রজীবের অন্তর্যামী বা নিয়ামক । ব্রহ্মা জীবসৃষ্টি করিলে তৃতীয় পুরুষই অংশরূপে প্রতি জীবের মধ্যে প্রবেশ করেন; এই ব্যাষ্ট্র-জীবান্তর্যামীই তৃতীয়-পুরুষ, ইঁহাকে ক্ষীরোদকস্বামীও বলে । কারণ, পৃথিবীর অন্তর্গত ক্ষীরোদ সমুদ্রে ইঁহার ধাম । ইনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন; আবার জগতের পালন-কর্তারূপে এক স্বরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রেও আছেন । ১।৫।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । বিরাট—চতুর্দশ-ভুবনাদিহারা কল্পিত রূপকে বিরাট বলে । ২।৫।১০-১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । বিরাটকে তৃতীয় পুরুষের একটা রূপ বলিয়া কল্পনা করা হয় । ব্যাষ্ট্রজীব—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেক জীব । পালনকর্তা স্বামী—অম্বর-সংহার ও ধর্ম-সংস্থাপনাদিহারা যিনি জগতের পালনাদি করেন ।

২৫৪ । পুরুষাবতার বলিয়া এক্ষণে লীলাবতার বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে চেষ্টাশূন্য বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নিত্য নুতন উল্লাস-ভরসময় স্বেচ্ছাধীন কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলে ।

২৫৫ । লীলাবতার অসংখ্য; সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কয়েকটা লীলাবতারের কথা বলিতেছেন ।

২৫৬ । মৎস্ত, কূৰ্মাদি লীলাবতার । ২।৬।১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৪০ । অম্বর । ঈশ (হে ঈশ) ! মৎস্তাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজত্ব-বিপ্র-বিবুধেষু (মৎস্ত, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজত্ব অর্থাৎ ত্রীরামচন্দ্র, বিপ্র অর্থাৎ পরশুরাম ও বিবুধ অর্থাৎ বামন প্রভৃতিতে) কৃতাবতারঃ (আবির্ভূত হইয়া) হং (তুমি—শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (আমরাদিগকে) ত্রিভুবনং চ (এবং ত্রিভুবনকেও) পাসি (পালন কর) ; তথা (তদ্রূপ) অধুনা (অধুনা—এক্ষণে) ভুবঃ (পৃথিবীর) ভারং (ভার) হর (হরণ কর—অম্বর-সংহার করিয়া) ।

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন ।

গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ২৫৭

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণ-অবতার ।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্টিাদি-ব্যবহার ॥ ২৫৮

ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম ।

রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥ ২৫৯

গর্ভোদকশায়িদ্ধারে শক্তি সঞ্চারি ।

ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি ॥ ২৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ॥

অনুবাদ । দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—হে ঈশ ! মৎস্ত, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজহস্ত (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতিতে আবির্ভূত হইয়া (যজ্ঞপ) আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন করিয়াছ, তজ্জন অধুনাও এই পৃথিবীর ভার হরণ কর (পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্বরূপে অশ্বরূপে সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর) । ৪০

মৎস্তাদিরূপে ভগবান্ যে লীলাবতার প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোক ২৫৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ ।

২৫৭। লীলাবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে গুণাবতারের কথা বলিতেছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু (তৃতীয়-পুরুষ) ও শিব এই তিন জন গুণাবতার ।

২৫৮। দ্বিতীয় পুরুষ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্ত যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া অংশে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই তিন জনই গুণাবতার ।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণকে অঙ্গীকার করিয়া । সৃষ্টিাদি ব্যবহার—সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন ।

২৫৯-৬০। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি । এই দুই পয়ারে জীবকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে । পরবর্তী ২৬১ পয়ারে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে ।

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্য—ভক্তির সহিত যিনি কোনও পুণ্যকর্ম করিয়াছেন, তাদৃশ । **জীবোত্তম**—শ্রেষ্ঠ জীব । **ব্যষ্টিসৃষ্টি**—পৃথক পৃথক জীবের সৃষ্টি । **ব্রহ্মারূপ ধরি**—ব্রহ্মার রূপধারী জীবোত্তমে সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে অবস্থান করিয়া ।

শ্রীমদ্ভাগবতের “স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিক্ষিতামেতি ॥ ৪।২৪।২৯ ॥”—এই প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম সূচাক্রমে নির্বাহ করিতে পারেন, তিনি বিরিক্ষিত বা ব্রহ্মহ লাভ করিতে পারেন ; অবশ্য এই বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনের সঙ্গে আত্মবিকৃতভাবে ভক্তি-অঙ্গের অচ্যুতানও করিতে হইবে ; কারণ “ভক্তি-মুখনিরীক্ষক কর্মযোগজ্ঞান । ২।২২।১৪ ॥”—ভক্তির রূপা ব্যতীত কর্মাদি নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে পারে না । এইরূপ জীবকেই “ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য” জীব বলে ; তিনিই জীবের মধ্যে উত্তম (জীবোত্তম) । যে করে এইরূপ জীব পাওয়া যায়, সেই করে শ্রীভগবান্ ঐ জীবের চিত্তকে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া এবং গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ দ্বারা তাঁহাতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করাইয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মা করেন এবং তাঁহাদ্বারাই সেইকালে জীবসৃষ্টি করেন । এইরূপে যে জীব ব্রহ্মা হন, তাঁহাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে । আর যে করে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই করে গর্ভোদকশায়ীই স্বীয় অংশে ব্রহ্মারূপে প্রকট হইয়েন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা বলে । “তবেৎ কচিন্মহাকলে ব্রহ্মা জীবোহিপ্যুপাসনৈঃ । কচিদত্র মহাবিকুর্ভক্ষস্বং প্রতিপত্ততে ॥-সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-স্মৃত-পাদবচন ॥” ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা (জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি উভয়েই) চতুর্নুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু । দেবতাদি ইহাকে দেখিতে পায়েন এবং দেবতাদিগকে ইনি বরণ দিয়া থাকেন । ইনি স্থূল বা সমষ্টি-শরীর, ইহাকে বৈরাগ্য-ব্রহ্মাও বলে । আর এক ব্রহ্মা আছেন, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে ; ইনি দেবতাদির অদৃশ্য, কেবল ঈশ্বরই ইহাকে দেখিতে পায়েন, ইহার দেহ সূক্ষ্ম বা মহত্ত্বময় । ইনিও জীবকোটি হইতে পায়েন । লঃ ভাঃ ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪২)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ং প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্ ।

ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ভাস্বানিতি । ভাস্বান্ স্বৰ্য্যো যথা নিজেষু আত্মীয়েষু অশ্মসকলেষু স্বৰ্য্যকাস্তমণিখণ্ডেষু স্বীয়ং কিয়ন্তেজঃ প্রকটয়তি তেনোপাধিনা দাহং করোতীত্যর্থঃ । তদ্বৎ তথা অত্র জীববিশেষে কিঞ্চিতেজঃ প্রকটয়তি তেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডবিধানকর্তা ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা ভবতীত্যর্থঃ তমিতি । চক্রবর্তী । ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৪১। অন্বয় । ভাস্বান্ (স্বৰ্য্য) যথা (যেমন) নিজেষু অশ্মসকলেষু (নিজের বলিয়া খ্যাত মণি সকলে—স্বৰ্য্যকাস্ত মণিসমূহে) স্বীয়ং (নিজের) কিয়ং (কিঞ্চিৎ) তেজঃ (তেজঃ) প্রকটয়তি (প্রকটিত করে—প্রকটিত করিয়া তদ্বারা দাহ করে) [তথা] (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) এব (ই) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা—জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) জগদণ্ডবিধানকর্তা (ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা) [ভবতি] (হয়েন), তং (সেই) আদি-পুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি) ।

অনুবাদ । স্বৰ্য্য যেমন স্বৰ্য্যকাস্ত-মণিতে নিজের কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটিত করে (প্রকটিত করিয়া তদ্বারা দাহ করিয়া থাকে), তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মা হইয়া (জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি । ৪১

স্বৰ্য্যকাস্তমণির (অতঙ্গীকাচের) ভিতর দিয়া যদি স্বৰ্য্যরশ্মি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে বাহির হইয়াই সমস্ত রশ্মি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় । সেই কেন্দ্রীভূত স্বৰ্য্যরশ্মি অত্যধিক উত্তাপবশতঃ দাহিকাশক্তি ধারণ করে । ঐস্থলে কোনও দাহ পদার্থ রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায় ; সাধারণ লোক মনে করে—স্বৰ্য্যকাস্ত মণিরই ঐ দাহিকা শক্তি ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; স্বৰ্য্যই স্বীয় কিরণরূপ শক্তি সেই মণিতে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দাহিকাশক্তি দান করিয়াছে—অবশ্য সেই মণিরও এমন একটা যোগ্যতা আছে, যদ্বারা স্বৰ্য্যরশ্মিও সেই মণির ভিতর দিয়া আসিলে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে । তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও ব্রহ্মরূপে জগদণ্ডবিধানকর্তা—ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্তা হয়েন । স্বৰ্য্য ও স্বৰ্য্যকাস্তমণির সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হইয়াছে—শ্রীগোবিন্দ হইলেন স্বৰ্য্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন স্বৰ্য্যকাস্ত-মণিস্থানীয় । স্বৰ্য্য ও স্বৰ্য্যকাস্ত-মণির উদাহরণে স্বৰ্য্যকর্তৃক স্বৰ্য্যকাস্ত-মণিতে তেজঃ বা কিরণ সঞ্চারের কথা বলা হইয়াছে ; এই উপমার বলে—শ্রীগোবিন্দ কর্তৃকও ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার মনে করিতে হইবে ; আবার স্বৰ্য্যকাস্তমণি যেমন স্বৰ্য্য বা স্বৰ্য্যের সমজাতীয় বস্তু নহে, স্বৰ্য্যরশ্মি ধারণের যোগ্যতা আছে বলিয়া স্বৰ্য্যের শক্তিতেই দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া থাকে—তদ্রূপ, এই উপমার বলে মনে করিতে হইবে, ঐস্থলে যে ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাও শ্রীগোবিন্দ নহেন, অথবা শ্রীগোবিন্দের সমজাতীয় কোনও ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন, শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণের উপযুক্ত অপর কেহ—কোনও যোগ্য জীব । স্বৰ্য্য যেমন স্বৰ্য্যকাস্ত-মণিতে তেজঃ সঞ্চার করে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন ; স্বৰ্য্যের তেজঃ ধারণ করিয়া স্বৰ্য্যকাস্ত-মণিও যেমন দাহ করিতে পারে—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণ করিয়া যোগ্য জীবও ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করিতে পারেন ; সেই জীবই ব্রহ্মার কার্য্য করেন বলিয়া—তখন ব্রহ্মা বলিয়া—জীব কোটি-ব্রহ্মা বলিয়া—পরিচিত হয়েন । এরূপ অর্থ না করিলে স্বৰ্য্য ও স্বৰ্য্যকাস্তমণির সহিত উপমার সার্থকতা থাকে না । উদ্ধৃত শ্লোকের চক্রবর্তিপাদকৃত টীকাও এইরূপ অর্থের সমর্থন করে ।

২৫০-৬০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোকে দেখান হইল যে—শ্রীগোবিন্দ যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করান ।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায় ।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥ ২৬১

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৮।৩১)
যশ্চাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোহথিললোকপাটৈ-
মৌল্যুত্তমৈধ্বতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।

ব্রহ্মা ভবোহমপি যশ্চ কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্যেহম চিরমশ্চ নৃপাসনং ক ॥ ৪২
নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি ।
সংহারার্থে মায়্যা-সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরি ॥ ২৬২
মায়্যা-সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ২৬৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৬১। যে কল্পে এমন কোনও যোগ্য জীবকে পাওয়া যায় না, যাঁহাতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করা যায়, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই অংশে ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। ভগবানের অংশ এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে।

কল্প—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। ১।৩।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ৪২। অশ্বয়। ১।৩।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা—(অংশাংশ)—বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা গেল, ঈশ্বরের অংশরূপ এক ব্রহ্মাও আছেন; এইরূপে এই শ্লোক ২৬১ পয়ারের প্রমাণ হইল।

আর, পূর্ববর্তী ৪১ শ্লোক হইতে জানা গেল—যোগ্য জীবের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান্ তাঁহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকেন। এইরূপে এই দুইটি শ্লোক হইতে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই রকম ব্রহ্মার কথাই যখন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে—যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে তাঁহাকে ব্রহ্মা (জীবকোটি ব্রহ্মা) করা হয়; আর যে কল্পে তদ্রূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মা (ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা) হইয়া থাকেন।

২৬২। এক্ষণে সংহারকর্ত্তা রুদ্র বা শিবের কথা বলিতেছেন। নিজাংশকলায়—দ্বিতীয় পুরুষের অংশ রূপে। মায়্যাসঙ্গে—গুণসাম্যাবস্থায় নিরন্তর প্রকৃতি-যুক্ত; এজ্ঞ গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রে সংবৃত। লঃ ভাঃ পুরুষাবতার-গুণাবতারনিক্রপণে ২৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। “শখচ্ছক্তিযুতঃ প্রথমত স্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণসাম্যাবস্থ-প্রকৃতিরূপোপাধিনা যুক্তঃ গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গে গুণত্রয়োপাধিপ্রকটেষ্ট সঙ্ক্টিশ্চৈগুণৈঃ সংবৃতশ্চ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৮।১৫৭” “শিবঃ শক্তিযুতঃ শখং ত্রিলিঙ্গে গুণসংবৃতঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।৩ ॥

২৬৩ মায়্যাসঙ্গে বিকারী—মায়ার সঙ্গবশতঃ রুদ্রকে বিকারী বলা হইয়াছে। বাস্তবিক রুদ্র বিকারী নহেন; সংহার-কার্যের জন্ত সান্নিধ্যমাত্রে তমোগুণের সাহায্য করায়, সাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারী বলিয়া মনে হয় মাত্র। “হরঃ পুরুষধামস্বান্নিগুণঃ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাং সর্কৈঃ প্রতীয়তে ॥ লঃ ভাঃ পুরুষাবতার-গুণাবতার। ২৮” তমোগুণের আবরণাচ্ছিকা শক্তি আছে বলিয়া শিবে আনন্দস্বরূপত্ব আচ্ছন্ন (২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ; তাই মনে হয়, তিনি যেন বিকারী ॥ ভিন্নাভিন্নরূপ—শিব শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্ন-রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদও আছে, অভেদও আছে। শিব শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকলা; স্তুরাং অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদ না থাকায়, কৃষ্ণের সহিত শিবের স্বরূপতঃ ভেদ নাই। কিন্তু মায়াকে অঙ্গীকার করিয়া শিব বিকারী হইয়াছেন, কৃষ্ণ বিকারহীন; এস্থলে শিব ও কৃষ্ণের ভেদ আছে। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জীবতত্ত্ব নহে—২।২০।১০১ পয়ারে জীবকে কৃষ্ণের “ভেদাভেদ প্রকাশ” বলা হইয়াছে; তাই কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের ভেদও আছে, অভেদও আছে; আবার রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ বলিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে রুদ্রেরও ভেদ এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অভেদ দুইই আছে ; এজন্ত কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে—জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব একই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; শিব গর্ভোদকশায়ীর অংশ বলিয়া কৃষ্ণের স্বাংশ ; আর জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (২১২:১৭)—তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি ; তটস্থাশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের কণিকাংশই জীব। আবার মায়াসঙ্গী হইলেও শিব মায়ার নিয়ন্তা, জীব কিন্তু মায়াকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মায়াকর্তৃক প্রার্থিত (গুণকর্তৃক সংবৃত, সম্যকরূপে বৃত বা প্রার্থিত—চক্রবর্তী) হইয়াই শিব মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন ; কিন্তু মায়া জীবকে বলপূর্বক বন্ধন করিয়াছেন। সুতরাং জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এক নহে।

নহে কৃষ্ণের স্বরূপ—শিব কৃষ্ণের স্বরূপও নহেন। যেহেতু (১) শিব মায়াশক্তির সঙ্গী, তমোগুণ-সন্নিহিত ; কিন্তু কৃষ্ণ মায়াতীত এবং গুণাতীত। (২) শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, শিবে ব্রহ্মের অসাক্ষাৎ—“অতো ব্রহ্মশিবয়োঃ সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণোঁ তু সাক্ষাৎ সিদ্ধম্” —পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ১৪ ॥ (৩) শ্রীকৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য্য ; একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমো * * * * তস্মাদীশানো মহাদেবো মহাদেবঃ ॥ মহোপনিষৎ। ১:১১ ॥ একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মা ন শঙ্করঃ। স মুনিভূত্বা সমচিন্তয়ং তত এতে ব্যজয়ন্ত বিষ্ণো হিরণ্যগর্ভোহগ্নিবরুণরুদ্রেন্দ্র ইতি।”—ঋতি। “একমাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর ছিলেন না ; সেই নারায়ণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি প্রকাশ পাইয়াছিলেন।” দুই হইতে দধির উৎপত্তি বটে, কিন্তু দধিতে দুধের (ক্ষীরের) প্রকাশ বেশী থাকে না ; তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতেই শিবের উদ্ভব বটে, কিন্তু শিবে কৃষ্ণের প্রকাশ অতি সামান্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনের মধ্যে বিষ্ণুতেই কৃষ্ণের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী, ব্রহ্মাতে তদপেক্ষা কম এবং শিবে সর্বাপেক্ষা কম। “সূর্য্যাকান্তস্থানীয়ে ব্রহ্মোপাধৌ সূর্য্যশ্চৈব তন্ত্ৰ (গোবিন্দশ্চ) কিঞ্চিৎ প্রকাশঃ। দধিস্থানীয়ে শম্বুপাধৌ ক্ষীরস্থানীয়শ্চ (গোবিন্দশ্চ) ন তাদৃগপি প্রকাশঃ। দশান্তরস্থানীয়ে বিষ্ণুপাধৌ তু পূর্ণ এব প্রকাশঃ।”—পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৫৬:১৪ ॥

এস্থলে বলা হইল, শিব ও কৃষ্ণ এক নহেন ; শিবকে নারায়ণের সমান মনে করিলেও শাস্ত্রানুসারে অপরাধ হয়। যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যতে স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্ ; হ, ভ, বি, ১:৭৩ ॥” কিন্তু নামাপরাধের তালিকায় দেখা যায়, শিব ও বিষ্ণুর গুণনামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। “শিবশ্চ শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্বেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ, ভ, বি, ১:১২৮ ৩ ॥” ইহার সমাধান এই :—বিষ্ণু সর্বাত্মক, সুতরাং শিবেরও আত্মা ; শিবের গুণনামাদির মূল বিষ্ণুর গুণনামাদি। বিষ্ণুর শক্তিতেই শিবের শক্তি ; কিন্তু এই তত্ত্বটী ভুলিয়া, যিনি শিবের গুণনামাদিকে, বিষ্ণুশক্তির ফল মনে না করিয়া, শক্ত্যান্তরসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ যিনি শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া তত্ত্বতঃ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শিবের নামগুণাদিকেও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে এই ভেদজ্ঞান অপরাধজনক হইবে। “শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবশ্চ গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যান্তরসিদ্ধং ইতি যো ধিয়াপি পশ্বেদিত্যর্থঃ।” ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৬৬ ॥ এই প্রসঙ্গে ২১৮:১৯ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

আবার, শিব ও পরতত্ত্ব-কৃষ্ণ যদি একই না হয়েন, বিষ্ণুকে শিবের সমান মনে করিলে যদি পাষণ্ডীই হইতে হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলা হইল কেন ? উত্তর :—যে সকল শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, শিব পরতত্ত্ব নহেন, হরীই পরতত্ত্ব। শাস্ত্র তিন শ্রেণীর, সাংখ্যিক রাজসিক ও তামসিক। উঁহারা যথাক্রমে সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। সাংখ্যিক শাস্ত্রে গ্রীহরির মহিমা, রাজসিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার মহিমা এবং তামসিক শাস্ত্রে শিবের ও অগ্নির মহিমা অধিকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। “সাংখ্যিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেযু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নে চ মাহাত্ম্যং তামসেযু শিবশ্চ চ। সঙ্গীর্ষেযু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগম্যতে ॥”

দুষ্ক যেন অল্পযোগে দধিরূপ ধরে ।

| দুষ্কান্তর-বস্তু নহে, দুষ্ক হৈতে নারে ॥ ২৬৪

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পরমাত্মসন্দর্ভস্থতমংস্তুরাণবাক্য । ১৭ ॥ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির জীব সকল, স্বীয় ভোগসুখাদি লাভের জন্ত বরপ্রদ দেবতাদির এবং ভাবী দুঃখাদিনিবৃত্তির জন্ত শাপপ্রদ দেবতাদিরই সেবা করিতে অভিলাষী । ইহাদের জন্তই ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকটিত হইয়াছে ; যেহেতু, ব্রহ্মা ও শিবই তাঁহাদের সাধকের অভীষ্ট-পূর্তির জন্ত বর দিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বিরাগ-ভাজন হইলে শাপ দিয়া থাকেন । “শাপ-প্রসাদয়োরিশা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ । সন্তশাপপ্রসাদোহঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যতঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।১২ ॥ বিষ্ণুও বর বা শাপ দিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের মত শীঘ্র দেন না ।” মায়ামুগ্ধ জীব ভোগসুখের জন্তই লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সাধারণতঃ ভোগসুখ মিলে না, বরং ভোগসুখ নষ্টই হয় । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “আমি বাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ আমি তাহার ভোগসুখের মূল—ধন হরণ করি ; সে নিধন হইলে স্বজন, আত্মীয়, বান্ধব—সকলে তাহাকে ত্যাগ করে ; তখনই নির্বিঘ্ন হইয়া নিশ্চিত মনে সে আমাকে ভজন করিতে পারে ।” “যন্তাহমঙ্গুগ্ৰামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ । ততোহধনং ত্যজন্ত্যস্ত স্বজনা দুঃখদুঃখিতান্ ॥ স যদা বিতথোদ্ যোগো নির্বিঘ্নঃ শ্রাদ্ধনেহয়া । মংপঠৈঃ কৃতমৈত্রস্ত করিষ্যে মদঙ্গুগ্রহম্ ॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৮।৮-৯ ॥” এজন্তই শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া জীব ঐশ্বর্যলাভের জন্ত ব্রহ্মশিবাদির ভজন করিয়া থাকে । “অতো মাং সূদুরারাদ্যং হিতাত্মান্ ভজতে জনঃ । ততস্ত আশুতোষেভ্যো-লক্করাজ্যশ্রিয়ৌদ্ধতাঃ । মন্তাঃ প্রমন্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানন্তি ॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৮।১১ ॥” কিন্তু শিবাদির নিকট হইতে ঐশ্বর্য লাভ করিয়া জীবের মোহ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যায়, তাহাদের মায়ার বন্ধন দৃঢ়ীভূতই হয় ।

শ্রীকৃষ্ণ নিগুণ (হরির্নিগুণঃ সাক্ষাৎ । শ্রীভা, ১০।৮৮।৫) ; তাঁহার ভজনে নিগুণা ভক্তিই লাভ হয়—ঐশ্বর্যাদি মিলে না । এই নিগুণা ভক্তিও দুর্বল, অতি মূল্যবান, তাই অতি গোপনীয় ; পাত্র সম্যক্রূপে প্রস্তুত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই অমূল্য বস্তুটি কাহাকেও দেন না । বাহারা ভোগসুখ চায়, তাহারা এই ভক্তির আভাসও পাইতে পারে না, তাহাদের নিকট হইতে এই অমূল্য চিন্তামণিটি গোপনে রাখিবার জন্তই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকাশ করা হইয়াছে । এই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি দ্বারা বিষ্ণুকে গোপন করিয়া শিবকে প্রকাশ করা হইয়াছে, যেন ভোগসুখের দাস জীব সহজে ভক্তি না পাইতে পারে । এইরূপ মোহ-সম্পদক শাস্ত্রপ্রচারের জন্ত শিবের প্রতি ভগবানের আদেশ পুরণাদিতে দেখা যায় । “স্বাগমৈঃ কল্লিতৈস্তস্তু জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু । মাঞ্চ গোপয় যেন ত্রাং সৃষ্টিরেম্বোত্তরোত্তরা ॥ পদ্ম, উ, ৬২।৩১ ॥”—“এমঃ মোহং স্জাম্যাস্ত যো জনান্ মোহয়িষ্যতি । ত্বংকুরু মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় । অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ । প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥” পরমাত্ম সন্দর্ভস্থত পুরাণবচন ॥১৭॥

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে শিবাদির বর্ণন কেবল জীব-মোহের জন্তই করা হইয়াছে । মূল পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই । ১।৭।১০০ পরারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৬৪ । দুষ্ক হইতে যেমন দধির উদ্ভব ; কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ শিবের উদ্ভব ; কৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য । কিন্তু দধি যেমন আবার দুষ্ক হইতে পারে না, দুষ্কের গুণ যেমন দধিতে নাই, শিবও তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে পারেন না, কৃষ্ণের গুণও শিবে নাই । এস্থলে দুষ্ক ও দধির উপমা, শিবের বিকারিহাংশে নহে, কার্য্যকারণহাংশে এবং কার্য্যের কারণরূপে পরিণতি-লাভের সম্ভাবনা-হীনহাংশে ।

দুষ্কান্তর—দুষ্ক হইতে স্বতন্ত্র ।

এই পর্যায়োক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৬।৪৫)—
ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

যঃ শব্দুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৪৩
শিব মায়্যশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ ।
মায়্যাতীত গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ ॥ ২৬৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

পুরুষধামত্বাৎ নিগুণত্বং তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বগতিঃ ইত্যত্র প্রমাণং ক্ষীরং যথেষতি । বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ ক্ষীরং হেতোঃ দধি পৃথক্ ভিন্নং ন অস্তি ন ভবতি তথা যঃ গোবিন্দঃ তমোযোগাৎ স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃ-সম্বন্ধাৎ শব্দুর্ভবতি ন তু গোবিন্দাৎ শব্দুরতঃ ইত্যর্থঃ । তথা চ বিকারভাগস্বকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি । শ্রীবলদেব । ৪৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো। ৪৩। অর্থঃ । ক্ষীরং (ক্ষীর—দুগ্ধ) যথা (যেমন) বিকারবিশেষযোগাৎ (বিকারবিশেষ—অম্ল—যোগে) দধি (দধিতে) সঞ্জায়তে (পরিণত হয়), তু (কিন্তু) হেতোঃ (কারণরূপ) ততঃ (তাহা হইতে—সেই দুগ্ধ হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (দধি ভিন্ন নহে), তথা (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) কার্য্যাৎ (কার্য্যানুরোধে—সৃষ্টিসংহার-কার্য্যের নিমিত্ত) শব্দুতাং (শব্দুত্ব—শিবত্ব) অপি (ও) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইলেন)—তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি) ।

অনুবাদ । দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষ (অম্ল)-যোগে দধি হয়, কিন্তু দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে ; তদ্রূপ যিনি সংহারাদি-কার্য্যের নিমিত্ত রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি । ৪৩

বিকারবিশেষ—বিকার উৎপাদক বস্তুবিশেষ ; দুগ্ধের বিকার জন্মে অম্ল হইতে, অম্লযোগেই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় ; তাই এস্থলে দুগ্ধসম্বন্ধে বিকারবিশেষ বলিতে অম্লকেই বুঝাইতেছে ।

দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধি হয়, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও তমোগুণের সংযোগে শব্দু (অর্থাৎ রুদ্র) হইয়াছেন । দুগ্ধ যেমন দধির কারণ, আর দধি যেমন দুগ্ধের কার্য্য—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও হইলেন রুদ্রের কারণ—মূল এবং রুদ্র হইলেন তাঁহার কার্য্য । কার্য্য ও কারণের অভেদবশতঃ স্বরূপতঃ যেমন দুগ্ধ হইতে দধি ভিন্ন নহে,—তদ্রূপ গোবিন্দ হইতেও রুদ্র ভিন্ন নহেন ; কার্য্যকারণ হিসাবে তাঁহারা অভিন্ন । শ্রীগোবিন্দ সংহার-কার্য্যের জন্ত ইচ্ছা করিয়াই তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তমোগুণের নিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করেন । সুতরাং এই গুণজাত বিকারটী হইল আগন্তুক বস্তু ; কোনও আগন্তুক বস্তু স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না । তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই ; এজন্তই ২৬৪-পয়ারে বলা হইয়াছে—“দুগ্ধাস্তর বস্তু নহে ।” যাহা হউক, দধি যেমন কখনও দুগ্ধ হইতে পারেনা, যেহেতু দধিতে দুগ্ধের গুণ নাই—তদ্রূপ রুদ্রও গোবিন্দ হইতে পারেন না, যেহেতু রুদ্ররূপ-প্রকাশে গোবিন্দের গুণ নাই ; এই প্রকাশের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে রুদ্র ও গোবিন্দ ভিন্ন । এইরূপে রুদ্র যে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ—এই ২৬৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক ।

২৬৫। শিব ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রকাশের দিক্ দিয়া তাঁহাদের যে পার্থক্য আছে, তাহা পুনরায় দেখাইতেছেন । শিব হইলেন মায়্যশক্তিযুক্ত, বিষ্ণু হইলেন মায়্যাতীত ; শিব হইলেন তমোগুণে (তমোগুণকে স্বেচ্ছাপূর্বক অঙ্গীকার করিয়া সেই গুণে) আবিষ্ট, কিন্তু বিষ্ণু হইলেন গুণাতীত, মায়িক গুণের স্পর্শলেশশূন্য ।

শিব মায়্যশক্তিযুক্ত—ভগবানের গুণাবতার বলিয়া, ভগবান্ হইতে শিব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, ভক্তকামনাপূরণের জন্ত তিনি মায়্যশক্তিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । এজন্ত তাঁহাকে মায়্যশক্তিযুক্ত বলা হয় ।

তথাহি (ভা: ১০।৮৮।৩)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শখং ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।

বৈকারিকতৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অত্মোত্তোপমর্দেন তমসত্বেবিধ্যাং ত্রিলিঙ্গঃ । ত্রিলিঙ্গত্বমাহ বৈকারিক ইতি । অহমহঙ্কারঃ । স্বামী । ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তিনি এই মায়াশক্তির সহায়তায় তাঁহার ভক্তদিগকে অভিলম্বিত (মায়িক) বিভূতি দিয়া থাকেন ।
শ্রী, ভা, ১০।৮৮।১২ ॥

তমোগুণাবেশ—সংহারকার্যের জন্ত শিব তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

এই পরারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৪৪। অম্বয় । শিবঃ (শিব—রুদ্র) শখং (নিত্য-সর্বদা) শক্তিযুতঃ (প্রথমতঃ গুণসাম্যাবস্থা-প্রকৃতির গুণোপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গঃ (প্রকৃতির গুণক্ষেভ জন্মিলে গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) গুণসংবৃতঃ (ঐ গুণত্রয় প্রকট হইলে তাহাদের দ্বারা সম্বৃত) ; বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিক), তৈজসঃ (রাজসিক), তামসঃ চ (এবং তামসিক) ইতি (এই) ত্রিধা (তিন রকম) অহং (অহঙ্কার) ।

অনুবাদ । শিব সর্বদাই শক্তিযুক্ত (অর্থাৎ প্রথমতঃ গুণসাম্যাত্মিকা প্রকৃতির উপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃতির গুণক্ষেভ জন্মিলে গুণত্রয়ে উপাধিযুক্ত) ; (যেহেতু) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন রকমের অহঙ্কার (বলিয়া তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারেরই অধিষ্ঠাতারূপে ত্রিলিঙ্গ) । ৪৪

শিব নিত্যই শক্তিযুক্ত—মায়াশক্তিযুক্ত ; মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখনও শিব ঐ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিরই উপাধির সহিত যুক্ত থাকেন ; কিন্তু যখন পুরুষের শক্তিতে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হয়, তখন শিব গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত হইয়া ত্রিলিঙ্গ হয়েন । আবার, প্রকৃতির গুণত্রয় প্রকট হইলে তিনি গুণসংবৃতঃ—তিনটি গুণের দ্বারাই সংবৃত (সম্যকরূপে বৃত) হয়েন । “কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করুন”—এইভাবে গুণত্রয় কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াই যেন তিনি উক্ত তিনটি গুণকেই অঙ্গীকার করেন—নিজের ইচ্ছানুসারে । গুণত্রয় জীবকে যেমন বলপূর্বক কবলিত করে, শ্রীশিবকে তদ্রূপ কবলিত করিতে সমর্থ নহে ; শ্রীশিব নিজে ইচ্ছা করিয়া গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করেন ।

প্রশ্ন হইতে পারে—শিব তম-উপাধিযুক্ত বলিয়াই তো প্রসিদ্ধ ; তাহাই যদি হয়, তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই উপাধির সহিত তিনি কিরূপে যুক্ত হয়েন ? এ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—অহঙ্কার তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; শ্রীশিব এই তিন রকমের অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই ত্রিলিঙ্গ—তিন রকম গুণের উপাধির সহিতই যুক্ত, তিন রকম গুণোপাধির সহিত যুক্ত হইলেও তমোগুণের উপাধিরই প্রাধান্য তাঁহাতে । (শ্রীবলদেব বিভাভূষণ) ।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীশিব ভগবদবতার হইয়াও মায়াগুণকে অঙ্গীকার করেন কেন ? ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি মায়াকে অঙ্গীকার করেন । শ্রীহরি পরম-দয়ালু বলিয়া তাঁহার সকাম-ভক্তদিগকেও তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয়-সুখাদি দেন না । “কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ । অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্থ ॥ আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব । স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ছাড়াইব ॥ ২।২২।২৫-২৬ ॥” শ্রীকৃষ্ণ বাঁহাদের প্রতি অমুগ্রহ করেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমে নিধন করেন, পরে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ছাড়াইয়া নেন—সংসারে যত রকম দুঃখ আছে, প্রায় সমস্তই তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন । শ্রীভা: ১০।৮৮।৮। তাই বাঁহারা সাংসারিক সুখ চাহেন, তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত শ্রীশিব মায়িক গুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যেন ভক্তদের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডভোগ্য

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্তিগুণৈ ভবেৎ ॥ ৪২

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু-রূপে অবতার ।

স্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণ-মায়াপার ॥ ২৬৬

স্বরূপ-ঐশ্বর্য-পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায় ।

‘কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ’ বেদেহেন গায় ॥২৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুতো নিগুণঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ স্বতঃ এব গুণানতিক্রম্য স্থিতঃ অতো গুণাতীতস্ত ভজনাং কথং গুণময়ীং সম্পদং প্রাপ্নুয়ুরিতি ভাবঃ । সর্বেষাং শিবাদীনামপি জ্ঞানং যতঃ স ইতি তং ভজন্ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্নোতি ন তু সম্পদুত্তমজ্ঞানাক্ষমিতি ভাবঃ । উপদ্রষ্টা গুণলোপাভাবাদৌদাসীভূতেন কেবলং সাক্ষীতি তং ভজন্তপি গুণলোপবহিতো নিগুণো ভবেৎ অত এবাগ্রে বক্ষ্যতে “যতঃ শান্তির্ভূতো ভয়ম্ । ধর্মঃ সাক্ষাৎ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদস্থিত” মিত্যাदि । চক্রবর্তী । ৪৫

গৌর-রূপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

কাম্যবস্ত দান করিতে পারেন । (শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী) । আর, তিনি তমোগুণকে অধিকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন—সৃষ্টিসংহার করিয়া মহাপ্রলয়ের সুযোগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত ।

এই শ্লোক ২৬৫ পয়ারের প্রথম অঙ্কের প্রমাণ ।

শ্লো। ৪৫ । অম্বয় । হরিঃ (শ্রীহরি) হি (নিশ্চিত) নিগুণঃ (নিগুণ—প্রকৃতির গুণস্পর্শশূন্য) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির - মায়ার) পরঃ (অতীত) সাক্ষাৎ পুরুষঃ (সাক্ষাৎ-ঈশ্বর) সর্বদৃক (সর্বদর্শী) উপদ্রষ্টা (সর্বসাক্ষী) ; তং (তাঁহাকে) ভজন্ (ভজন করিলে) নিগুণঃ (নিগুণ) ভবেৎ (হয়) ।

অনুবাদ । শ্রীহরি নিগুণ (মায়িক-গুণস্পর্শশূন্য), প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর, সর্বদর্শী ও সর্বসাক্ষী । তাই তাঁহার ভজন করিলে নিগুণ হওয়া যায় । ৪৫

এই শ্লোকে শ্রীশিব অপেক্ষা শ্রীহরির বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন । শিব—মায়িক-গুণযুক্ত ; শ্রীহরি—নিগুণ, মায়িক গুণের স্পর্শশূন্য । শিব—প্রকৃতির উপাধিযুক্ত ; শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত, প্রকৃতি হইতে বহুদূরে । শ্রীহরি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; শিব—শ্রীহরির অবতার বলিয়া পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর—শ্রীহরি ঈশ্বর বলিয়া শিবের ঈশ্বরত্ব ; তাহাতেও আবার শিবে ঈশ্বরত্বের বিকাশ শ্রীহরি অপেক্ষা অনেক কম । শ্রীহরি—সর্বদর্শী, সূতরাং শিবেরও দ্রষ্টা ; অথবা সকলের—শিবাদিরও—জ্ঞান যাহা হইতে, তিনি সর্বদৃক ; সূতরাং তাঁহার ভজনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে—আর শাপ-বর-দাতা শিবের আরাধনা করিয়া সম্পদ লাভ হইলে সম্পদুত্ত অক্লান্ত জন্মিবার আশঙ্কা আছে । শ্রীহরি—উপদ্রষ্টা, গুণস্পর্শশূন্য বলিয়া উদাসীন ভাবে সর্বসাক্ষী, সূতরাং তাঁহার ভজনে জীবের গুণোপাধি দূরীভূত হইতে পারে ।

২৬৫ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক ।

২৬৬ । ব্রহ্মা ও শিবের কথা বলিয়া এক্ষণে বিষ্ণুর কথা বলিতেছেন ।

স্বগুণদ্রষ্টা—বিষ্ণু স্বগুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদ্বারা পালন করেন ; স্বগুণকে স্পর্শ করেন না । তাতে গুণমায়া-পার—এজ্ঞ বিষ্ণু গুণাতীত ও মায়াতীত । ২।১৮।২-শ্লোকের টীকাদ্রষ্টব্য ।

কৃষ্ণের যে নিজাংশ স্বতন্ত্র মূর্তিরূপে প্রকট হইয়া স্বগুণের প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিয়া জগৎ-পালন করেন তাহাই বিষ্ণু ।

২৬৭ । বিষ্ণুও প্রায় শ্রীকৃষ্ণের মতই বৈষ্ণবোপাধিপূর্ণ ; স্বরূপ-ঐশ্বর্য—স্বরূপের (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের) ঐশ্বর্য । বৈষ্ণবোপাধি । অথবা, স্বরূপে এবং ঐশ্বর্যে পূর্ণ । সকল ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপে পূর্ণ ; পার্থক্য কেবল শক্তির বিকাশে । সমপ্রায়—প্রায় সমান ; অর্থাৎ কিঞ্চিৎ তুলন । তুলনাবে “প্রায়” শব্দের প্রয়োগ । একটা দীপ হইতে আর একটা দীপ জ্বলিবে,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৬)—

দীপার্চিরেব হি দশাস্তুরমভ্যুপেত্য

দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্যা ।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ ক্রমপ্রাপ্তং হরিস্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশপ্রসঙ্গাদ্ গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি দীপার্চিরিতি ।
তাদৃক্ হেতুঃ । বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্যেতি । যত্নপীতি শ্রীগোবিন্দাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য
চাবতারোহয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া হৃদনির্মলদীপশ্চোদিতস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা
তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে শব্দোক্ত তমোহধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়হৃদদীপশিখাস্থানীয়স্ত ন তথা-সাম্যতি-
রোধানায় তদিখ্যুচ্যতে মহাবিষ্ণোরপি কলাবিশেষভেদে দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ । শ্রীজীব । ৪৬

গৌর রূপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরবর্তী দীপের প্রকাশ যেমন প্রায় মূলদীপের মতই হয়, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিষ্ণুর উদ্ভব হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু
প্রায় একরূপ ধর্ম্যবিশিষ্ট । প্রায় বলার তাৎপর্য এই যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম-প্রদত্বাদির পূর্ণ-বিকাশ শ্রীকৃষ্ণেই,
বিষ্ণুতে নহে । ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৪৬। অম্বয়। দীপার্চিঃ (দীপশিখা) দশাস্তরং (অষ্ট সলিতা) অভ্যুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া)
বিবৃতহেতুসমানধর্ম্যা (মূলদীপের সমান ধর্ম্য প্রকাশ করিয়া) এব হি (ই) দীপায়তে (অপর একটা দীপ হয়) ;
তাদৃক্ এব হি (ঠিক সেইরূপেই) যঃ (যিনি) বিষ্ণুতয়া (বিষ্ণুরূপে) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) তং (সেই)
আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি) ।

অনুবাদ । দীপশিখা যেমন দশাস্তর (অষ্ট সলিতা) প্রাপ্ত হইয়া মূল দীপের সমানধর্ম্য প্রকাশ করিয়াই
অপর দীপরূপে প্রকাশ পায় ; সেই রূপেই যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে
ভজনা করি । ৪৬

দীপার্চিঃ—দীপের (প্রদীপের) অর্চি (শিখা) । দশাস্তরং—অষ্ট দশা (বা সলিতা) ; অষ্ট সলিতা ।
বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্যা—বিবৃত (প্রকাশিত) হইয়াছে হেতুর (মূল কারণের—মূল দীপের) সমান ধর্ম্য যাহা দ্বারা ।
একটা দীপের শিখা অষ্ট দীপের সলিতার সহিত যুক্ত হইলে দ্বিতীয় দীপটিও প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং প্রথম দীপের
সহিত তুল্য ধর্ম্যই প্রকাশ করে—প্রথম দীপের যেরূপ শিখা, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ শিখা ; প্রথম দীপের যেরূপ
আলো, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ আলো ; প্রথম দীপের যেরূপ দাহিকাশক্তি, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপই দাহিকাশক্তি ;
এইরূপে উভয় দীপের ধর্ম্যই সমান । তথাপি কিন্তু প্রথম দীপটিই দ্বিতীয় দীপের কারণ—অংশী এবং দ্বিতীয় দীপটি
কার্য—অংশ । এইরূপে, একটা দীপ যে ভাবে অষ্ট দীপরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রকাশ পাওয়ার পরে উভয় দীপের
ধর্ম্যই যেমন সমান থাকে—ঠিক সেইভাবে শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । উপমা হইতে বুঝা যায়—
শ্রীগোবিন্দ হইতে শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ, শ্রীগোবিন্দ অংশী, বিষ্ণু তাঁহার অংশ, কিন্তু দীপ দুটির তায় শ্রীগোবিন্দ ও
শ্রীবিষ্ণুর ধর্ম্য—স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি—সমান । শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর সমতা বোধ হয় মায়াতীতত্বাংশে—শ্রীগোবিন্দের
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি যেরূপ মায়াতীত, শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যাদিও তেমনিই মায়াতীত । কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির
বিকাশ শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী ।

২৬৬-৬৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার ।

পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ২৬৮

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্ ॥ ৪৭ ॥

মহন্তরাবতার এবে শুন সনাতন ।

অসংখ্য গণন তার, শুনহ কারণ ॥ ২৬৯

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মহন্তর ।

চৌদ্দ-অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর ॥ ২৭০

এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত-বিশ ।

ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ-হাজার-চল্লিশ ॥ ২৭১

শতক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার ।

পঞ্চলক্ষ-চল্লিশ-হাজার মহন্তরাবতার ॥ ২৭২

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এঁছে করহ গণন ।

মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥ ২৭৩

মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত ।

এক মহন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥ ২৭৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যৎপরম্ভূমিত্যেতৎ প্রমোক্তরং যদুক্তং স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্কেষাং মম চেখর ইতি, তদুপসংহরতি সৃজামীতি । পালনন্ত স্বয়মেব করোতীত্যাহ বিশ্বমিতি । পুরুষরূপেণ বিষ্ণুরূপেণ ত্রিশক্তির্মায়া তাং ধরতীতি তথাঃ সং । স্বামী । ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৬৮ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বলিয়া মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা তিন জনেই সমান ; বস্তুতঃ তাঁহারা যে তুল্য নহেন, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে ।

আজ্ঞাকারী—আজ্ঞার (আদেশের) কারী (পালনকারী) । শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এবং শিব সংহার করেন । ভক্ত-অবতার—শ্রীকৃষ্ণের আদেশপালন-রূপ সেবা করেন বলিয়া ভক্ত । ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং ভক্ত ; এজন্ত তাঁহাদিগকে ভক্তাবতার বলা হইল । বিষ্ণু কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের তুল্য নহেন ; বিষ্ণু, কৃষ্ণের ভক্তাবতার নহেন, স্বরূপাবতার । সুতরাং বিষ্ণুর সঙ্গে ব্রহ্মা ও শিবের সেব্য-সেবক সঙ্ঘ । স্বরূপ-আকার—স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুর আকার ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করিতেছেন । ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি ও সংহার করেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম্য । আর স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করেন ; কৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট নহেন বিষ্ণু ; পরন্তু কৃষ্ণই নিজে বিষ্ণু হইয়াছেন ; তাই কৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর, বিষ্ণুও তজ্জপ ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর । ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৪৭। অম্বয় । অহং (আমি—ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তাঁহা কর্তৃক—শ্রীভগবান্ কর্তৃক—নিযুক্ত হইয়া) সৃজামি (বিশ্বের সৃষ্টি করি), হরঃ (শিব রুদ্রও) তদ্বশঃ (তাঁহারই বশতাপন্ন হইয়া) হরতি (জগতের সংহার করেন) । ত্রিশক্তিধ্বক্ (মায়াশক্তিদারণকারী) [সং] (তিনি—সেই ভগবান্) পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুরূপে) বিশ্বং (বিশ্বকে) পরিপাতি (প্রতিপালন করেন) ।

অম্ববাদ । ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন—তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অধীন হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, আর সেই ত্রিশক্তিশালী শ্রীহরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন । ৪৭ ।

ত্রিশক্তিধ্বক্—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়াছেন যিনি ; যিনি মায়াশক্তির নিয়ন্তা ; মায়া বাঁহার শক্তি, সেই শ্রীভগবান্ (স্বামী) । অথবা, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ (চক্রবর্তী) ।

ব্রহ্মা এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করিতেছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল । এই শ্লোক ২৬৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ । ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৬৯-৭৪ । এক্ষণে মহন্তরাবতারের কথা বলিতেছেন ।

স্বায়ত্ত্ববে 'যজ্ঞ' স্বারোচিষে 'বিভু' নাম ।

ঔত্তমে 'সত্যসেন' তামসে 'হরি' অভিধান ॥ ২৭৫

রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত' বৈবস্বতে

'বামন' ।

সাবর্ণে 'সার্বভৌম' দক্ষসাবর্ণে 'ঋষভ' গণন ॥ ২৭৬

ব্রহ্মসাবর্ণে 'বিশ্বক্সেন', ধর্মসেতু' ধর্মসাবর্ণে ।

রুদ্রসাবর্ণে 'সুধাম' 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণে ॥ ২৭৭

ইন্দ্রসাবর্ণে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান ।

এই চৌদ্দ-মহন্তরে চৌদ্দ-অবতার নাম ॥ ২৭৮

যুগাবতার এবে শুন সনাতন ।।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারি যুগের গণন ॥ ২৭৯

শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত—ক্রমে চারি বর্ণ ।

চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম ॥ ২৮০

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এক এক মনুর শাসন-সময়কে এক মহন্তর বলে (মনুর অন্তর অর্থাৎ সময়) । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে এক দিব্যযুগ ; একান্তর দিব্যযুগে এক মহন্তর । তাহা হইলে, এক মহন্তরের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, ইহাদের প্রত্যেক যুগই ২৮৪ বার আছে । এক এক মহন্তরে এক এক মনু শাসন করিয়া থাকেন । প্রত্যেক মহন্তরেই ভগবান্ মুকুন্দ দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ঐ মহন্তরীয় ইন্দ্ৰের সহায়তা করেন এবং সাধারণতঃ ইন্দ্ৰের শত্রু-আদিরও বিনাশ করেন । মুকুন্দের এইরূপ আবির্ভাবকেই মহন্তরাবতার বলে । “মহন্তরাবতারোহসৌ প্রায়ঃ শত্রুরিহত্যয়া । তৎসহায়ো মুকুন্দস্ত্র প্রাহুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ ॥” লঘুভাগবত । মহন্তরাবতার । ১ ।

মহন্তরাবতার অসংখ্য । ইহার হেতু এই :—চৌদ্দ মহন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয় ; এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস এবং এইরূপ বার মাসে ব্রহ্মার একবৎসর । এইরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু । অতএব, ব্রহ্মার একদিনে হইল চৌদ্দটি মহন্তরাবতার ; একমাসে ১৪×৩০ বা ৪২০ চারি শত বিশ, এক বৎসরে ৪২০×১২ বা ৫০৪০ পাঁচহাজার চল্লিশ এবং একশত বৎসরে $৫০৪০ \times ১০০ = ৫০৪০,০০$ পাঁচ লক্ষ চারি হাজার মহন্তরাবতার । তাহা হইলে এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে এক ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচলক্ষ চারি হাজার মহন্তরাবতার । ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা আবার অনন্ত ; সুতরাং সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মহন্তরাবতারের সংখ্যাও অনন্ত । এই হইল এক ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মহন্তরাবতারের কথা । কিন্তু মহাবিশ্বের একটি নিম্নাসে যে সময় লাগে, তাহাই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ; তাহার নিম্নাসেরও অন্ত নাই ; সুতরাং মহন্তরাবতারের সংখ্যারও কোনও কুল-কিনারা নাই ।

২৭৫-২৮০ । অসংখ্য বলিয়া সমস্ত মহন্তরাবতারের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব । এজন্ত ব্রহ্মার এক দিনের অন্তর্গত চৌদ্দ মনুর এবং চৌদ্দ মহন্তরাবতারের মাত্র নাম উল্লেখ করিতেছেন । চৌদ্দ মনুর নাম যথা—স্বায়ত্ত্বব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্মসাবর্ণ, রুদ্রসাবর্ণ, দেবসাবর্ণ ও ইন্দ্রসাবর্ণ । প্রথম ছয় মনু গত হইয়াছেন ; এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময় । এই মহন্তরের সাতাইশটি চতুষ্যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে অষ্টাবিংশ চতুষ্যুগের কলিযুগ চলিতেছে ।

চৌদ্দ মহন্তরারতার—উক্ত চৌদ্দ মনুর সময়ে যথাক্রমে এই চৌদ্দ জন মহন্তরাবতার :—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহদ্ভানু । বর্তমান মহন্তরের অবতার “বামন” ।

২৭৯-৮০ । এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলিতেছেন । প্রতিযুগে তৎকালীন মহন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম প্রবর্তন করেন । যুগভেদে যুগাবতারের বর্ণভেদ হইয়া থাকে ।

সত্যযুগের যুগাবতারের নাম “শুক্ল” ; ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভূজ, জটাধারী ; ইনি বকুল পরিধান করেন , কৃষ্ণাজীন, উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করেন । শ্রী, ভা, ১।১।২১ ॥

তথ্যাহি

তা: ১০।৮।১৩, ১১।৫।২১, ১১।৫।২৪)—

আসন্ বর্ণাশ্রয়ো হস্ত গুরুতোহনুযুগং তনু: ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৪৮

কুতে শুক্লশ্চতুর্দাহর্জটিলো বন্ধলাশ্বরঃ ।

কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্শান্ বিভ্রদণ্ডকমণ্ডলু ॥ ৪৯

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্দাহস্ত্রিমেখলঃ ।

হিরণ্যকেশস্ত্রয়ায়া অক্শ্ববাহ্যপলক্ষণঃ ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব বর্ণাদিচতুষ্টয়মাহ কুত ইত্যাদিনা । কৃষ্ণাজীনাদীন্ বিভ্রদিতি ব্রহ্মচারিবেশো দর্শিতঃ । স্বামী । ৪৯

ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা যশ্চ সঃ যজ্ঞমূর্তিঃ । হিরণ্যকেশঃ পিঙ্গলকেশঃ । স্বামী । ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

ত্রেতার যুগাবতারের নাম “রক্ত”; ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজ, ত্রিমেখল, পিঙ্গলকেশ, বেদময় এবং অক্শ্ববাহি-
চিহ্নে চিহ্নিত । শ্রীভা, ১১।৫।২৪ ॥

দ্বাপরের যুগাবতারের নাম শ্রাম ; ইনি শ্রামবর্ণ, পীতবাসা, স্বীয় অশ্বশস্ত্র- (শজ্ঞাচক্রাদি) ধারী এবং শ্রীবৎসাদি
চিহ্ন সকলে চিহ্নিত । শ্রীভা, ১১।৫।২৭ ॥ কলির যুগাবতারের নাম “কৃষ্ণ”, ইনি কৃষ্ণবর্ণ । “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং
শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ । রক্তঃ শ্রামঃ ক্রমাং কৃষ্ণশ্চেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥ ল, ভা, যুগাব, । ২৫ ॥” উক্ত বিবরণ
সাধারণ-যুগাবতার-সম্বন্ধে । যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ
হন, সেই দ্বাপরের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, স্বতন্ত্ররূপে আর প্রকট হইয়েন না । আবার যে কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু
অবতীর্ণ হইয়ন, সেই কলির কৃষ্ণবর্ণ-যুগাবতারও মহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হইয়ন, স্বতন্ত্রভাবে আর প্রকট হইয়েন না ।
বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুষ্টয়ের দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াছিল, তাহার অবাবহিত
পরবর্তী কলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু (পীতবর্ণ) প্রকট হইয়ন ।

এই পয়ারে এবং পরবর্তী শ্লোকে দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ পীত বলার হেতু
এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে বর্তমান কলি (স্বীয় প্রাকটোর সময়) এবং তৎপূর্ববর্তী (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের স্বীয়
প্রাকট্য সময়) দ্বাপর যুগের কথাই বলিতেছেন । এই বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলির বর্ণনা দ্বারা, ভগ্নীক্রমে স্বীয় তত্ত্বটা
জ্ঞাপন করাই বোধ হয় প্রভুর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য । এই বিশেষ দ্বাপরে ও বিশেষ কলিতে যে স্বতন্ত্র যুগাবতার নাই, সেই
সেই যুগে প্রকটিভূত স্বয়ং ভগবানের দেহের অন্তর্ভূত থাকিয়াই যে সেই সেই যুগাবতার কার্য্য করেন, তাহা বুঝাইবার
প্রত্যয় বোধ হয় দ্বাপরের যুগাবতারকে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলির যুগাবতারকে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে । পীতবর্ণ অবতার বলিতে
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই বুঝাইতেছে । ১০।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

এই দুই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৪৮ । অশ্বর । অশ্বাদি ১০।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৪৯-৫০ । অশ্বর । কুতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণ) চতুর্দাহঃ (চতুর্ভূজ) জটিলঃ (জটাদারী)
বন্ধলাশ্বরঃ (বন্ধলপরিধানকারী), কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্শান্ (কৃষ্ণসারমুগচর্ম্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) দণ্ডকমণ্ডলু (এবং
দণ্ড ও কণ্ডমণ্ডলু) বিভ্রং (ধারণকারী) । ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) অসৌ (ইনি) রক্তবর্ণঃ (রক্তবর্ণ) চতুর্দাহঃ
(চতুর্ভূজ) ত্রিমেখলঃ (মেখলাত্রয়ধারী) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ত্রয়ায়া (বেদময়-শরীরবিশিষ্ট)
অক্শ্ববাহ্যপলক্ষণঃ (অক্শ্ববাহিচিহ্নে চিহ্নিত) ।

অনুবাদ । সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্দাহ, জটাদারী, বন্ধল-পরিধানকারী এবং কৃষ্ণসারমুগচর্ম্ম, উপবীত, অক্ষমালা
দণ্ড ও কণ্ডমণ্ডলুধারী (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেশ) । ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজ, মেখলাত্রয়ধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদময়শরীর,
অক্শ্ববাহিচিহ্নে চিহ্নিত । ৪৯-৫০ ।

সত্যযুগে ধর্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্তি ধরি ।
কর্দমকে বর দিলা য়েহো কৃপা করি ॥ ২৮১

কৃষ্ণধ্যান করে লোক 'জ্ঞান অধিকারী' ।
ত্রেতার ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ ২৮২

কৃষ্ণপদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম ।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চনকর্ম ॥ ২৮৩

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২৭)—
দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরকৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অক্—মস্তকে ধারণোপযোগী মাল্য । অক্—যজ্ঞপাত্রবিশেষ ।

এই শ্লোকে সত্যযুগের ও ত্রেতাযুগের অবতারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোক দুইটি নাই ।

২৮১ । কোন যুগের কি ধর্ম, তাহা বলিতেছেন । সত্যযুগে ধর্ম ধ্যান—সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত (৬।১১-১৪) ধ্যানযোগই বোধ হয় এই ধ্যান । এই ধ্যানযোগের নিয়ম এই—কুশাসনোপরি যুগচর্যাসন, তদুপরি বজ্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া, সেই আসন বিত্ত্ব ভূমিতে স্থাপন পূর্বক সাধক তাহাতে আসীন হইবেন । তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্ত মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন । শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অঙ্গদিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ না হয়, তজ্জন্ত নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ চতুর্ভূজ-স্বরূপে চিত্তস্থাপন পূর্বক তাহাতে ভক্তি-পরায়ণ হইবেন । করায়—উপদেশাদি দিয়া লোক সকলকে ধ্যান শিক্ষা দেন ।

শুক্লমূর্তি—সত্যযুগের যুগাবতার । কর্দমকে বর দিলা—ব্রহ্মা নিজ পুত্র কর্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, কর্দম ভগবানের সঙ্কষ্টির জন্ত সরস্বতী-তীরে দশহাজার বৎসর তপশ্রা করেন । ভগবান্ হরি তাহার তপশ্রায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন ; কর্দম তাহাকে স্তুতি করিয়া তাহার উপযুক্ত ও অভিলষিত ভাষ্যা প্রাপ্তির জন্ত বর যাচঞা করিলেন । ভগবান্ তাহাকে এই বর দিলেন :—ব্রহ্মাবর্তদেশস্থ স্বায়ম্ভুব-মহু নিজ কন্যা দেহহুতিকে তোমায় সম্ভ্রদান করিবার নিমিত্ত পরশ্ব দিবস আগমন করিবেন । এই দেবহুতিতে তোমার নয় কন্যা জন্মিবে ; ঋষিগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিবেন । আমিও তোমার পুত্র (কপিল) রূপে অবতীর্ণ হইয়া সংখ্য দর্শন প্রচার করিব । (শ্রীভা, ৩।২১ অধ্যা) ।

কৃষ্ণধ্যান করে—সত্যযুগের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভূজরূপ । গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে “মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ”—শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তীর অর্থ এই :—মচ্ছিত্তো মাং চতুর্ভূজং সুন্দরাকারং চিত্তয়ন্ । মৎপরঃ মদভক্তিপরায়ণঃ ।

লোক জ্ঞান অধিকারী—জ্ঞান-অধিকারী লোক কৃষ্ণধ্যান করে । জ্ঞান-অধিকারী—জ্ঞানযোগের অধিকারী । গীতার ৬র্থ অধ্যায়ে ৩৯শ শ্লোকে জ্ঞান-অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে :—“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ । জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥” নিকাম-কর্মদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও শাস্ত্রার্থে আন্তরিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা ইহার জন্মিয়াছে, যিনি নিকাম কর্মমুষ্ঠান-নিষ্ঠ, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানের অধিকারী । ধ্যানযোগের অধিকারীরও এই লক্ষণ ।

২৮২ । ত্রেতাযুগের ধর্ম—যজ্ঞ—কর্মকাণ্ড । রক্তবর্ণ—যুগাবতার ।

২৮৩ । কৃষ্ণপদার্চন—দ্বাপরের যুগধর্ম শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা । কৃষ্ণবর্ণে—দ্বাপরের যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ । ইহার প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

শ্লো। ৫১ । অশ্বয় । অশ্বয়াদি ১৩৭৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

তথাহি তদৈব (১১।৫।২৯)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।

প্রহ্মায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৫২ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন ।

কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন—কলিযুগের ধর্ম ॥ ২৮৪

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন ।

প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৫

ধর্মপ্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্তন ॥ ২৮৬

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং দ্বিবাক্ষং সাজোপাঙ্গাজ্ঞপার্ষদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রার্থৈর্ষজন্তি হি স্ত্রমেধসঃ ॥ ৫৩

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয় ।

কলিযুগে কৃষ্ণনামে সে-ই ফল পায় ॥ ২৮৭

তথাহি (ভাঃ ১২।৩।৫১, ৫২)—

কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি হেকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণশ্চ মুক্তসমঃ পরং ব্রজেন ॥ ৫৪

কৃতে যদ্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো যথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নামাত্মাহ নমস্ত ইতি । স্বামী । ৫২

ইদানীং কলিং শ্লোতি কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি দ্বাত্মায় । স্বামী । ৫৪

তৎসর্কং হরিকীর্তনাদেব কলৌ ভবতি । নাত্মশ্চিন্ যুগে । উত্তম—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং
দ্বাপরেহর্চয়ন্ । যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবমিতি । স্বামী । ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

শ্লো। ৫২ । অম্বয় । তে বাসুদেবায় নমঃ (ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার), সঙ্কর্ষণায় নমঃ (সঙ্কর্ষণকে
নমস্কার), ভগবতে (ভগবান্) প্রহ্মায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং (প্রহ্মায় ও অনিরুদ্ধ এই উভয়কে) নমঃ (নমস্কার) ।

অনুবাদ । বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, ভগবান্ প্রহ্মায় ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার । ৫২ ।

এইটি দ্বাপরের কৃষ্ণার্চন-মন্ত্র । ইহাতে দ্বারকা-চতুর্ভু্যহের বন্দনাই দেবিতে পাওয়া যায় ।

২৮৪ । এই মন্ত্রে—“নমস্তে বাসুদেবায়” ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করা হয় । কৃষ্ণনাম-
সংকীর্তন—কলিযুগের ধর্ম বলিতেছেন ।

২৮৫ । পীতবর্ণ—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-কলির যুগাবতারের কথাই এখানে বলিতেছেন । পূর্ববর্তী
২৭২-৮০ পয়ারের এবং ১৩।১০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৮৬ । এই বিশেষ-কলিতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া জীবগণকে
ব্রজপ্রেম দান করেন ।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৫৩ । অম্বয় । অম্বয়াদি ১৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

২৮৭ । আর তিনযুগে—কলিব্যতীত অথ তিনযুগে ; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে । ধ্যানাদিকে—ধ্যান,
যজ্ঞ ও অর্চনে । যেই ফল পায়—সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্চনদ্বারা যে ফল
পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্তনদ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায় । এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে
চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৫৪ ৫৫ । অম্বয় । রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিত) ! দৌষনিধে : (বহুদৌষের আকর) কলে :
(কলির) একঃ (একটি) মহান্ (মহা) গুণঃ (গুণ) অস্তি (আছে) ; কৃষ্ণশ্চ (শ্রীকৃষ্ণের) কীর্তনাং (কীর্তন হইতে)

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬:১:১৭), পদ্মোত্তর-
খণ্ডে (৭২:২৫), বৃহন্নারদীয়ে (৩৮:৯৭),
হরিতত্ত্ববিলাসে (১১:২৩৯)—
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৫৬
তথাহি (ভা: ১১:৫১:৩৬)—
কলিং সত্যজয়ন্ত্যার্য্য গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীৰ্ত্তনেনৈব সৰ্বস্বার্থোহপি লভ্যতে ॥ ৫৭

লোকের সংস্কৃত টীকা ।

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানঞ্চ ত্রেতাযুগে সৰ্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজা-বিশেষ-প্রবৃত্ত্যর্চনায়
শ্রেষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্ । এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ম্ । তচ্চ সৰ্বং সমুচ্চিতং কলৌ শ্রীকেশবনামকীর্ত্তনাণ্ড-
ভূতমেবেতি স্বধমাপ্নোতীত্যর্থঃ । শ্রীসনাতন । ৫৬

এতেষু চতুষ্টয়গুণেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কলিমিতি । গুণজ্ঞাঃ কলেগুণং জানন্তি যে তে । নহু দোষাণাং
বহুত্বং কথং সত্যজয়ন্ত তত্রাহ । সারভাগিনো গুণাংশগ্রাহিণঃ কোহসৌ গুণ স্তমাহ যত্রেতি তদুক্তম্ । ধ্যায়ন্ কৃতে
যজন্ যজ্ঞেন্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ । যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্য কেশবমিতি । স্বামী । ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এব (ই) [জীবঃ] (জীব) মুক্তবন্ধঃ (মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) পরং (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রজেৎ (লাভ
করিতে পারে) । কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (বিষ্ণুকে) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিয়া) যৎ (যাহা—যাহা পাওয়া যায়),
ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) মথৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) যজতঃ (বিষ্ণুর যজ্ঞন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে)
পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্যা করিয়া—অর্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়), কলৌ (কলিযুগে) হরিকীর্ত্তনাং (শ্রীহরিকীর্ত্তন
হইতেই) তৎ (তাহা পাওয়া যায়) ।

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত-মহারাজকে বলিলেন :—“রাজন্ ! অশেষ-দোষের আধার কলির (অর্থাৎ
কলিযুগের অশেষ দোষ থাকিলেও, তাহার) একটা মহাগুণ আছে ; (তাহা এই)—কলিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই
জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে । সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে
যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুর যজ্ঞন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্যা বা অর্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে এক হরিকীর্ত্তন
হইতেই তাহা পাওয়া যায় । ৫৪-৫৫

২৮৭ পর্য্যায়োক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক ।

শ্লো। ৫৬ । অর্থায় । কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) যজ্ঞৈঃ
(যজ্ঞদ্বারা) যজন্ (যজ্ঞন করিয়া) দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) অর্চয়ন্ (অর্চনা করিয়া) যৎ (যাহা) আপ্নোতি (জীব
পায়), কলৌ (কলিযুগে) কেশবম্ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণকে) কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তন করিয়াই) তৎ (তাহা) আপ্নোতি
(পাইয়া থাকে) ।

অনুবাদ । সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিতে কেশবের
কীর্ত্তন করিলেই তাহা পাওয়া যায় । ৫৬

ধ্যানের নিমিত্ত চিত্তের বিশুদ্ধতার দরকার ; সত্যযুগে লোকের চিত্ত খুব বিশুদ্ধ ছিল ; তাই সত্যযুগে ধ্যানের
শ্রেষ্ঠত্ব ছিল । ত্রেতাযুগে সমস্ত বেদের বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া ত্রেতায় যজ্ঞই প্রশস্ত ছিল । দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তিপূজা
বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া তখন অর্চনাপ্রের প্রাধান্য ছিল । কলিতে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের মধ্যেই
তৎসমস্ত অন্তর্ভূত—নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যেই ধ্যানাদিলভ্য ফল পাওয়া যায় ; তাই নামকীর্ত্তনই কলির ভজন ।

এই শ্লোকও ২৮৭ পর্য্যায়োক্তির প্রমাণ ।

শ্লো। ৫৭ । অর্থায় । গুণজ্ঞাঃ (গুণজ্ঞ) সারভাগিনঃ (সারমাত্রগ্রাহী) আর্য্যাঃ (আর্য্যগণ—পণ্ডিতগণ)

পূর্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।

অসংখ্য—সংখ্যা তার না হয় গণন ॥ ২৮৮

চারিযুগের অবতারের এই ত গণন ।

শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ২৮৯

রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধো বৃহস্পতি ।

প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমাত—॥ ২৯০

অতি ক্ষুদ্র জীব মুণ্ডি—নীচ নীচাচার ।

কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার ? ২৯১

প্রভু কহে—অশ্বাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি ।

কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ ২৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কলিং (কলিযুগকে) সভাজয়ন্তি (সম্মান করেন—প্রীতি করেন)—যত্র (যে কলিযুগে) সঙ্কীৰ্ত্তনেন (সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারা)
এব (ই) সৰ্বস্বার্থঃ (সকল স্বার্থ—সমস্ত পুরুষার্থ) অপি (ও) লভ্যতে (লাভ করা যায়) ।

অনুবাদ । হে রাজন্ ! যে কলিতে সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়, সারভাগী, গুণজ্ঞ, আৰ্য্যসকল সেই
কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন । ৫৭ ।

গুণজ্ঞাঃ—যাহারা গুণ জানেন । একমাত্র কীর্ত্তনদ্বারাই কলিতে পরম-পুরুষার্থ লাভ করা যায়—এই যে কলির
একটি মহদগুণ আছে, ইহা যাহারা জানেন, তাদৃশ আৰ্য্যগণ । সারভাগিনঃ—সারগ্রাহী । কলিযুগের অশেষ দোষ
থাকা সত্ত্বেও ঐ যে একটি গুণ আছে, যাহা—একজনমাত্র রাজা যেমন রাজ্যস্থ সমস্ত দস্যু-তস্করাদিকে বিনষ্ট করিতে
পারে, যাহা তদ্রূপ—কলির সমস্ত দোষকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে—ইহা জানিয়া দোষসমূহকে উপেক্ষা করিয়া
কেলমাত্র ঐ মহদগুণটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যাহারা কলির প্রশংসা করেন, তাঁহাদিগকে সারগ্রাহী বলা হইয়াছে ;
কারণ, তাঁহারা অসার-দোষগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া কলির সারগুণটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন ; এতাদৃশ গুণগ্রাহী
আৰ্য্যঃ—আৰ্য্যগণ, পণ্ডিতগণ কলিকেই সভাজয়ন্তি—সম্মান প্রদর্শন করেন । সভাজ-ধাতু হইতে সভাজয়ন্তি
ক্রিয়াপদ নিস্পন্ন হইয়াছে ; সভাজ-ধাতুর অর্থ—প্রীতি-প্রদর্শন ।

এই শ্লোকও ২৮৭ পয়ারেরই প্রমাণ । সাধনের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া উক্ত চারিটি শ্লোকেই কলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত
হইয়াছে । কলির সাধন হরিনাম-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে কোনওরূপ অপেক্ষা নাই—দীক্ষা-পুরস্কার
অপেক্ষা নাই (২১৫।১০২), দেশকালপাত্রদশাদির অপেক্ষা নাই (২১৫।১০২, ২১২।৫০২), কোনওরূপ নিয়মবিধিরও
অপেক্ষা নাই (৫১২।১৪) ; অথচ এই নামসঙ্কীৰ্ত্তনই নববিধ ভক্তির মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ (৩৪।৬৫-৬৬) ।

২৮৮ । পূর্ববৎ—পূর্বোল্লিখিত মন্বন্তরাবতারের মত যুগাবতারও অসংখ্য । পূর্ববর্তী ২৬৯-৭৪ পয়ারের
টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৮৯ । ভঙ্গী করি—শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন, শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া পীতবর্ণে এই
বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়-অষ্টাদিশ-কলিতে নামপ্রেম প্রচারের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর মুখেই তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত
করাইবার উদ্দেশ্যে সনাতন-গোস্বামী চাতুরী করিয়া বলিতেছেন ।

২৯০ । রাজমন্ত্রী—সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন ; সুতরাং বাক্পটুতা, কার্য্যকৌশল, চাতুরী আদি
যথেষ্টই তাঁহার ছিল । বুদ্ধো বৃহস্পতি—বৃহস্পতির দ্বায় পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিও তাঁহার ছিল । অসঙ্কোচ-
মতি—কোনওরূপ সংকোচ না করিয়া । প্রভুর কৃপাতেই প্রভুর নিকটে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সনাতনের
কোনওরূপ সংকোচ হইত না । পুছে—জিজ্ঞাসা করে ।

২৯১ । প্রভুকে সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভু, এখন কলিযুগ ; এই কলির অবতার কে ? তাহা কিরূপে
জানিব ?”

২৯২ । প্রভু উত্তর করিলেন—অজ্ঞ অবতার যেমন শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, এই কলিযুগের অবতারও
তেমনি শাস্ত্রদ্বারাই জানিতে হইবে । শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে যার লক্ষণ মিলে, তিনিই অবতার

সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—প্ৰমাণ ।

আমাসভা-জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥ ২৯৩

অবতার নাহি কহে—‘আমি অবতার’ ।

মুনি সব জানি করে লক্ষণবিচার ॥ ২৯৪

তথাহি (ভাঃ ১০।১০।৩৪)—

যথাবতারা জায়ন্তে শরীরিষশরীরিণঃ ।

তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্কীর্যৈর্দেহিষসঙ্গতৈঃ ॥ ৫৮

মোকের সংস্কৃত টীকা ।

নহু য়ে পরেশং কেন চিহ্নেন কথয়থ শুভ্রাহ যন্তেতি যুগ্মম্ । অশরীরিণঃ প্রাকৃতভিন্নদেহশূন্য যন্ত শরীরিষু মংস্তাদিজাতীষবতারা মংস্তাদয়ো জায়ন্তে অমুমীয়ন্তে কৈশিচিহ্নৈরিত্যাহ দেহিষু জীবৈষসঙ্গতৈঃ সঘটমানৈর্বীৰ্য্যৈঃ পরাক্রমৈঃ স ভবানবতারী স্বমেব সাম্প্রতমবতীর্ণোহসি গজেন্দ্রসহশ্রেণাপি দুৰুৎপাটয়োরাবয়োৰ্বাল্যলীলা প্রকাশিতেন বললেশনা-পুংপাটিতাদ্ বজ্রলুপ্তলয়োরপি তাদৃগ্‌বলার্ণাণাচেতি ভাবঃ । শ্রীবলদেববিজ্ঞানভূষণ । ৫৮

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

২৯৩। শাস্ত্র-বাক্য প্রামাণ্য ; কারণ, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষশূন্য সর্বজ্ঞ মুনিদিগের বাক্যই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ।

২৯৪। যিনি অবতার, তিনি কখনও বলেন না যে, তিনি অবতার । সর্বজ্ঞ মুনিগণ ঈশ্বর-লক্ষণ বিচার করিয়া অবতার চিনিতে পারেন ।

শ্লো। ৫৮। অর্থঃ । তৈঃ তৈঃ (সে সমস্ত) অতুল্যাতিশয়েঃ (যাহার সমান নাই এবং যাহার অধিকও নাই এক্রপ) দেহিষু (এবং দেহীদিগের—জীবদিগের-মধ্যে) অসঙ্গতৈঃ (যাহা অসম্ভব—থাকিতে পারে না—এক্রপ) বীৰ্য্যৈঃ (বীৰ্য্যদ্বারা—প্রভাব-পরাক্রমদ্বারাই) শরীরিষু (দেহীদিগের মধ্যে) অশরীরিণঃ (অশরীরী—যাহার প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীর আছে, তাদৃশ) যন্ত (যাহার—যে ভগবানের) অবতারাঃ (অবতারসমূহ) জায়ন্তে (জাত হয়—জানা যায়) [স ভবান্ অবতীর্ণঃ] (সেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ) ।

অনুবাদ । যমলার্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—যাহার সমান নাই এবং যাহা হইতে অধিকও নাই এবং দেহীদিগের মধ্যে যাহা একান্ত দুৰ্লভ—এতাদৃশ বীৰ্য্যসমূহ (প্রভাব-পরাক্রমসমূহ) দ্বারাই দেহধারীদিগের মধ্যে প্রাকৃত শরীর শূন্য যাহার (যে ভগবানের) অবতার সমূহকে জানিতে পারা যায় (সেই ভগবান তুমিই অবতীর্ণ হইয়াছ) । ৫৮

অশরীরিণঃ—শরীর নাই যাহার, তাঁহার । মায়িক জীবের শরীরের জায় প্রাকৃত শরীর ভগবানের বা তাঁহার অবতার-সমূহের নাই ; কিন্তু তাঁহাদের চিন্ময়—অপ্রাকৃত—গুণসম্বন্ধময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আছে ; তাঁহারা যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও তাঁহাদের চিন্ময়—সচ্চিদানন্দ দেহ লইয়াই তাঁহার অবতীর্ণ হইলেন ; কিন্তু তাঁহাদের অবতীর্ণ দেহ যে প্রাকৃত নহে, তাহা যে সচ্চিদানন্দময়—সাধারণ জীব তাহা বুঝিতে পারে না । সুতরাং তাঁহাদের দেহ দেখিয়া—তাঁহারা যে অবতার, সাধারণ জীব নহেন—তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না । যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ—যাহারা শাস্ত্রাদিতে অবতারের লক্ষণাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তৎসমস্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতার চিনিতে পারেন । কিরূপে চিনিতে পারেন ? শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইবার কথা মনেই বা ভাগিতে পারে কিরূপে ? তাহাই বলিতেছেন । বীৰ্য্যৈঃ—বীৰ্য্য, প্রভাব-পরাক্রম, অলৌকিক শক্তির বিকাশাদি দেখিয়া তদ্বারা শাস্ত্রজগণ অবতার নির্ণয় করেন । কিন্তু বীৰ্য্য দেখিয়া কিরূপে অবতার নির্ণয় করা যায় ? বীৰ্য্য তো শক্তিশালী জীবেরও থাকিতে পারে ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—শক্তিশালী জীবের বীৰ্য্য নহে ; শক্তিশালী জীবের মধ্যেও যে জাতীয় বীৰ্য্য দৃষ্ট হয়না, তদ্রূপ বীৰ্য্য যদি কাহারও মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—ঐ বীৰ্য্য ভগবানের বা তদীয় অবতারের । কিরূপ সেই বীৰ্য্য ? অতুল্যাতিশয়েঃ—তুল্য এবং অতিশয় (অধিক)—তুল্যাতিশয় ; যাহার তুল্য এবং অতিশয় (অধিক) নাই, তাহা হইল অতুল্যাতিশয় ; তৃতীয়ার বহুচবনে অতুল্যাতিশয়েঃ—অতুল্যৈঃ এবং

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ ।

| এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ॥

অনতিশয়ৈঃ । যাহা অতুল্য (যাহার তুল্য বা সমান নাই) এবং অনতিশয় (যাহা হইতে অধিকও নাই) এমন বীৰ্য্য; যে বীৰ্য্যের তুল্য বীৰ্য্য জীবদিগের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না, কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়াও জানা যায় না—কিন্তু যাহা অপেক্ষা অধিক বীৰ্য্যের (প্রভাব-পরাক্রমের) কথাও জীবদের মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই, এতাদৃশ অসমোদ্ধ-প্রভাব-পরাক্রমই ভগবদবতারের একটি লক্ষণ । আর অসঙ্গতৈঃ—যে বীৰ্য্য প্রাকৃত জীবের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, এরূপ প্রভাব-পরাক্রম যদি কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভগবদবতার ।

কুবেরের দুই পুত্র—নলকুবর ও মণিগ্রীব—মহাদেবের অমুচরত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল । এক সময়ে সুরাপানে মত্ত হইয়া যুবতী রমণীগণের সহিত তাহারা অসংযতভাবে জলকেলিতে রত ছিল ; এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া বিবস্ত্রা রমণীগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া বস্ত্র পরিধান করিল ; কিন্তু মদোন্মত্ত কুবের-তনয়দ্বয় একটুও সঙ্কুচিত হইল না । তাহাদের অধঃপতন দর্শন করিয়া দেবর্ষি তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন যে—তাহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় ; তবে কৃপা করিয়া ইহাও বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাহাদের উদ্ধার লাভ হইবে । নলকুবর ও মণিগ্রীব দেবর্ষির শাপে যমজ অর্জুন-বৃক্ষরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিল ; এই বৃক্ষ দুইটাই যমলার্জুন নামে খ্যাত । তাহাদের মূল ছিল একত্র ; দুইটী কাণ্ড মূল হইতে দুই দিকে বিস্তৃত ছিল, মধ্যস্থলে ফাঁক ছিল । যমলার্জুন এতই বৃহৎ এবং এতই বলবানু ছিল যে, সহস্র হস্তীও তাহাদিগকে নত করিতে পারিত না ; কিন্তু শিশু কৃষ্ণ অনায়াসে তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ তখনও স্তম্ভ পান করেন ; নবনীত-চৌর্য্যের জন্ত তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা মাতা একদিন তাঁহার কটিদেশে একটা উদুখল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন । উদুখল টানিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে কৃষ্ণ যমলার্জুনের মধ্যস্থ ফাঁকের ভিতর দিয়া একদিক হইতে অত্রদিকে চলিয়া গেলেন ; কিন্তু উদুখলটা গাছের কাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া গেল ; উদুখলটিকে পার করিয়া নেওয়ার জন্ত কৃষ্ণ একটা টান দিতেই যমলার্জুন উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গেল—দুইটি কাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিলেন । তখন বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে শাপমুক্ত নলকুবর ও মণিগ্রীব স্ব-স্ব-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । উক্ত শ্লোকটা এই স্তবেরই অন্তর্গত একটি শ্লোক । সহস্র হস্তীও যে যমলার্জুনকে নত করিতে পারিত না, স্তম্ভপায়ী শিশুকৃষ্ণ অনায়াসে সেই যমলার্জুনকেই উৎপাটিত করিলেন । এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিকী শক্তি জীবের মধ্যে থাকা সম্ভব নয় ; এই শক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানু—জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ইহাই এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য । এইরূপ লোকান্তর প্রভাব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ অবতার নির্ণয় করিয়া থাকেন ।

২৯৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

২৯৫ । কিরূপ লক্ষণের দ্বারা অবতার চিনিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন । সকল বস্তুরই দুইটী লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ, আর তটস্থ লক্ষণ । এই দুই লক্ষণ দ্বারা বস্তু চিনা যায় । অবতারও এই দুই লক্ষণ দ্বারা চিনিতে হইবে

জানে মুনিগণ—মুনিগণ-শব্দে প্রভু জানাইলেন যে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই অবতার চিনা যায় না ; শাস্ত্রজ্ঞান এবং মুনিও হইতে হইবে ; অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি যদি মুনি (মননশীল—ভগবদ্বিষয়ে মননশীল হইলে, ভগবৎ-স্মরণাদির প্রভাবে তিনি যদি ভগবদমুভব-বিশিষ্ট) হইলে, তাহা হইলেই তিনি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সমূহ মিলাইতে সমর্থ হইবেন ।

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ ।

কার্যদ্বারা জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ ॥ ২৯৬

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ।

পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥ ২৯৭

তথাহি (ভাঃ—১।১।১)—

জন্মাগম্য যতোহম্মাদিতরত-

*চাৰ্বেষভিজ্জঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে

মুহুস্তি যৎ সুরয়ঃ ।

তেজোবারিমদাং যথা বিনিময়ো

যত্র ত্রিসর্গো মৃষা ।

ধাম্ম শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং

সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫৯

এই শ্লোকে ‘পর-শব্দে’ কৃষ্ণনিরূপণ ।

সত্য-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ ॥ ২৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

২৯৬। স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। আকৃতি-প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ—আকৃতির প্রকৃতি বা বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। আকৃতি-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশও হয়, রূপও হয়। তাহা হইলে অঙ্গ-সন্নিবেশের, অথবা রূপের যে বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ; দৃষ্টিমাতেই অঙ্গ সন্নিবেশের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ লক্ষণ নয়নগোচর হয়; যথা—চতুর্ভুজ, আজ্ঞামূলস্থিতভুজ, দ্বিপদ, চতুর্পদ, অক্ষ, খঞ্জ যুক্তক্ষুর, অযুক্তক্ষুর ইত্যাদি। আর রূপের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপলক্ষণও দৃষ্টিমাত্র নয়নগোচর হয়, যথা—শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

আবার “প্রকৃতি” অর্থ স্বভাব বা স্বরূপও হইতে পারে। এস্থলে “আকৃতি-প্রকৃতি” অর্থ—আকৃতির স্বরূপগত বা বস্তুগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা; যেমন “ঐড়” হইল প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা এবং “চিন্নায়ত্ন” হইল অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা।

উপাদানগত বিশিষ্টতা—যেমন, দুইটা ঠিক একরূপ পুতুল আছে; একটা মৃগায় ও অপরটা দাক্ষয়। একটা ফিটকারীর চাকা ও একটা লবণের চাকা দেখিতে ঠিক একরূপ; কিন্তু তাদের উপাদানগত পার্থক্য আছে। পরীক্ষা ব্যতীত, দৃষ্টিমাতে উপাদানগত পার্থক্য বুঝা যায় না।

তাহা হইলে, বস্তুর অঙ্গ-সন্নিবেশের বিশিষ্টতা, কি রূপগত বিশিষ্টতা, কিম্বা উপাদানগত বিশিষ্টতাই হইল তাহার স্বরূপ লক্ষণ।

কোনও কোনও গ্রন্থে “আকৃতি-প্রকৃতিস্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণ” এইরূপ পাঠান্তর আছে।

কার্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ-লক্ষণ—এই লক্ষণটী স্বরূপ-লক্ষণের মত দৃষ্টিমাত্র, বা বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি হয় না। একজন লোক যে ডাক্তার, তাহা তাহার চিকিৎসা-কার্য দ্বারা বুঝা যায়; ইহা তাহার অঙ্গ-সন্নিবেশ বা শরীরের উপাদানদ্বারা বুঝা যায় না। এস্থলে চিকিৎসাটী ডাক্তারের তটস্থলক্ষণ। মিছরী ও লবণের পার্থক্য মুখে দিয়া বুঝিতে হয়, যেটা মিষ্ট, তাহা মিছরী; যেটা লবণাক্ত, তাহা লবণ; মিষ্টতা ও লবণাক্ততা, মিছরী ও লবণের তটস্থলক্ষণ। এইরূপে কোনও বস্তুর কার্যদ্বারা যে লক্ষণটী বুঝা যায়, তাহা তাহার তটস্থলক্ষণ।

২।১৮।১১৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ববর্তী ২।২০।৫৮-শ্লোকে অবতারের একটি তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে।

২৯৭। শ্রীমদভাগবতের প্রথমশ্লোকে ব্যাসদেব বস্তুনির্দেশ ও ইষ্টদেবের স্তুতিমূলক মঙ্গলাচরণে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের উল্লেখ করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্তী শ্লোকটীই এই বন্দনার শ্লোক। মুনিগণ যে এই দুই লক্ষণ দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করেন, এই শ্লোক দ্বারা শ্রীমন্মহা প্রভু তাহারই দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

শ্লো। ৫৯। অন্বয়। অম্মাদি ২।৮।৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯৮। উক্ত শ্লোকে “জন্মাগম্য যতঃ” (যাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি হয়), “অৰ্বেষভিজ্জঃ” (অর্থাভিজ্জঃ), “তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে” (যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন), “ধাম্ম শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং” (যিনি স্বীয় প্রভাবে বা স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়া দূর করিয়াছেন), “সত্যং” (যিনি সত্যস্বরূপ) এবং

বিশ্বসৃষ্টাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল ।

অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ২৯৯

এইসব-কার্য্য তাঁর তটস্থ-লক্ষণ ।

অন্য অবতার এঁছে জানে মুনিগণ ॥ ৩০০

অবতার-কালে হয় জগতে গোচর ।

এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥ ৩০১

সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ—

পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্তন ॥ ৩০২

কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ।

স্বদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ৩০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী ঠাকা ।

“পরং” (পরমেশ্বর) এই কয়টি শব্দদ্বারা ই পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও তাঁহার লক্ষণাদি ব্যক্ত হইয়াছে । এই পয়ারে ও পরবর্তী পয়ারে তাহা বলিতেছেন ।

পরং—শ্লোকোক্ত “পরং” (পর) শব্দের অর্থ পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর । এই পর-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণই এই শ্লোকোক্ত স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা নিরূপণীয় তত্ত্ব । **সত্যশব্দে**—শ্লোকোক্ত সত্য-শব্দ দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে ; কারণ, ঋতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ—“সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম” । সত্যব্রতং সত্যপরং — সত্যাত্মকং হ্যং শরণং প্রপন্নাঃ (শ্রীভা ১০।২।২৬)—সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । সত্যং সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ (মহাভারত উত্তমপর্ক)—সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ) ইত্যাদি ।

২৯৯ । পূর্ব পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া এই পয়ারে তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন । **বিশ্বসৃষ্টাদিক**—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি যাহা দ্বারা হইয়া থাকে (জন্মান্তর যতঃ) । **বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল**—যিনি ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইলেন ; সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত করিলেন (তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে । ব্রহ্ম—বেদ) । **অর্থাভিজ্ঞতা**—সমস্ত কার্য্যে বা সমস্ত বিষয়ে, সকল প্রকার বিলাসাদিতে কি লীলাদিতে, যিনি সর্ব্বতোভাবে নিপুণ বা বিদগ্ধ, তিনি অর্থাভিজ্ঞ ; তাঁহার ভাব অর্থাভিজ্ঞতা (অর্থেষভিজ্ঞঃ) । **স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল**—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়াকে দূর করিয়াছেন (ধাম্মা যেন সদা নিরন্তকৃৎকং) ।

৩০০ । বিশ্বসৃষ্টাদি চারিটি (সাক্ষাদভাবে বা পরোক্ষভাবে) কৃষ্ণের কার্য্য ; এইগুলি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ । **এঁছে**—এইরূপে । জন্মান্তর-শ্লোকে ব্যাসদেব যেরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছেন, সেইরূপে ।

৩০১ । যে সময় ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময়ে তিনি জগদ্বাসী লোকসমূহের নয়নের গোচরীভূত হইলেন ; তখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতারকে চিনিতে পারা যায় । **কেহো**—কেহ কেহ চিনিতে পারে, সকলে পারে না ।

৩০২ । শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বর্ত্তমান যুগে অবতার, তাহা সনাতনগোস্বামী ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন । **যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ**—যাহাতে এই কলিযুগে স্বয়ংভগবানের অবতারের লক্ষণ । যথা স্বরূপলক্ষণ—পীতবর্ণ ; আর কার্য্যরূপ তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্তন-প্রচার ।

৩০৩ । “যিনি স্বরূপ-লক্ষণে ‘পীতবর্ণ,’ আর যিনি তটস্থ-লক্ষণে ‘প্রেমদাতা,’ ও ‘সঙ্কীর্তন-প্রবর্ত্তক’ তিনিই তো এই কলির অবতার ? প্রভো ! তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বল ; সন্দেহ দূর হউক ।” এই দুইটি লক্ষণই মহাপ্রভুতে আছে । তিনিই যে এই কলির অবতার, তাহা তাঁহার নিজের মুখে ব্যক্ত করাইবার জন্য সনাতনের এই চাতুরী ।

যাউক সংশয়—সন্দেহ দূর হউক । এই সন্দেহটি বোধ হয় সনাতনগোস্বামীর নহে । প্রভুর অপ্রকটের পরে, মায়াবদ্ধ জীবের মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবদ্বা সখ্যে ভাবী সন্দেহের কথা মনে করিয়াই পরম-করণ সনাতনের এই উক্তি ।

প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন ।
 শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩০৪
 শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য-গণন ।
 দিগ্‌দরশন কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩০৫
 শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ মুখ্য দেখি ।
 সাক্ষাৎশক্ত্যে ‘অবতার’ আভাসে
 ‘বিভূতি’ লিখি ॥ ৩০৬
 সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম
 জীবরূপ ব্রহ্মার ‘আবেশাবতার’ নাম ॥ ৩০৭

বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত ।
 এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাই অণু ॥ ৩০৮
 সনকাগ্রে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি ।
 ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥ ৩০৯
 শেষে স্ব-সেবন-শক্তি পৃথুতে পালন ।
 পরশুরামে দুষ্টনাশক-বীর্য্য সঞ্চারণ ॥ ৩১০
 তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূৰ্ব্বধণ্ডে (১।১৮)—
 জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ ।
 ত আবেশা নিগত্বন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

আবেশ-লক্ষণমাহ জ্ঞানেতি । কলয়া ভাগেন । শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ । ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩০৪। চাতুরালী ছাড়—প্রভুও পরম চতুর; তিনি কলিতে প্রচ্ছন্ন-অবতার (ছন্নঃ কলৌ) ; তাই সর্বদা আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিতেই চাহেন । সনাতনের উক্তিতে তিনি বলিলেন—সনাতন ! চাতুরালী ত্যাগ কর ; অর্থাৎ “তুমি ত মূল রহস্ত বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতেই ক্ষান্ত থাক ; আর আমার মুখ দিয়া পরিষ্কাররূপে স্বীকারোক্তি বাহির করাইবার চেষ্টা করিও না । আমি তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিব না, আমি যে ছন্ন অবতার ।” এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের উক্তি অস্বীকার করিলেন না, বা প্রতিবাদ করিলেন না ; “মৌনং সম্মতিলক্ষণং” আয়ে তিনিই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন এবং পীতবর্ণে নামপ্রেম-প্রচারের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই উক্তির অনুমোদনই করিলেন ।

শক্ত্যাবেশ অবতারের—এক্ষণে শক্ত্যাবেশ-অবতারের কথা বলিতেছেন । আবেশ-অবতারের লক্ষণ পরবর্তী ৬০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

৩০৬। শক্ত্যাবেশ অবতার দুই রকম ; মুখ্য ও গৌণ । ষাঁহাতে সাক্ষাৎ-শক্তির আবেশ, তাঁহাকে অবতার বলে ; ইনি মুখ্য আবেশ এবং ষাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ, তাঁহাকে গৌণ-আবেশ বা বিভূতি বলে ।

৩০৭-৮। এই দুই পয়ায়ে মুখ্য-আবেশ-অবতারের নাম বলিতেছেন ; যথা,—সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবকোটিব্রহ্মা, শেষ ও অনন্ত । সনকাদি—সনক, সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার । জীবরূপব্রহ্মা—জীবকোটিব্রহ্মা (২।২০।২৫৯-৬০ পয়ায়ের টীকা দ্রষ্টব্য) । বৈকুণ্ঠে শেষ—শেষ, যিনি বৈকুণ্ঠে আছেন । ধরা ধরয়ে অনন্ত—অনন্ত, যিনি ধরা (পৃথিবী) ধারণ করিতেছেন ।

৩০৯-১০। মুখ্য-আবেশ-অবতারের মধ্যে কাঁহাতে কোন্ শক্তির আবেশ, তাহা এই দুই পয়ায়ে বলিতেছেন । সনকাদিতে জ্ঞানশক্তির আবেশ ; নারদে ভক্তিশক্তির, ব্রহ্মায় বিশ্বসৃষ্টি করিবার শক্তির, অনন্তে ভূ (পৃথিবী)-ধারণ করিবার শক্তির, শেষে ভগবানকে সেবা (স্ব-সেবন) করিবার শক্তির, পৃথুতে পালন করিবার শক্তির এবং পরশুরামে দুষ্ট-বিনাশ করিবার শক্তির আবেশ । দুষ্ট-নাশক বীর্য্যসঞ্চারণ—দুষ্টিদিগকে বিনাশ করিবার শক্তির সঞ্চারণ ।

শ্লো। ৬০। অম্বয়। জনার্দনঃ (জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞানশক্তাদির অংশদ্বারা) যত্র (যেস্থলে—যে মহত্তম জীব) আবিষ্টঃ (আবিষ্ট হইয়ন), তে (সে সমস্ত) মহত্তমাঃ (মহত্তম) জীবাঃ (জীবসকল) এব (ই) আবেশাঃ (আবেশাবতার) নিগত্বন্তে (কথিত হইয়ন) ।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে ।

জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি ভাবাবেশে ॥ ৩১১

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪১, ৪২) —

ষদ্যবিভূতিমং সত্ত্ব শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৬১

অথবা বহ্ননৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতম্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৬২

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার ।

বাল্য-পোগণ্ড-ধর্মের শুনহ বিচার ॥ ৩১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অমুক্তা অপি ত্রৈকালিকীর্কিতুতীঃ সংগ্রহীতুম্ আহ ষদ্যদিতি । বিভূতিমং ঐশ্বর্যযুক্তম্ । শ্রীমং সম্পত্তিযুক্তম্ । উজ্জিতং বলপ্রভাবাত্তদিকম্ । সত্ত্বং বস্তুমাত্রম্ । চক্রবর্তী । ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

অনুবাদ । জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্ত্যাতির কলা দ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলে । ৬০

কলা— অংশ । জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া—জ্ঞানশক্তি, ভক্তিশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, ভূধারণশক্তি, সেবাসক্তি, দৃষ্টনাশক-শক্তি প্রভৃতির অংশদ্বারা । আদি-শব্দদ্বারা ভক্তিশক্তি প্রভৃতি সূচিত হইতেছে । কলা-শব্দের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণপরিমিত শক্তিই যে মহত্তম জীবে সঞ্চারিত করেন, তাহা নহে ; তাঁহার শক্তির অংশমাত্রদ্বারাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভক্তোত্তমকে আবিষ্ট করিয়া থাকেন । এইরূপে ভগবৎ-শক্তি যাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলে ।

এই শ্লোকে আবেশাবতারের লক্ষণ বলা হইয়াছে । ৩০৭-১০ পয়ারে বলা হইয়াছে—সনকাদিতে ভগবানের শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তত্ত্ব-শক্তিতে আবিষ্ট করে ; এইভাবে ভগবানের শক্তি যে ভক্তোত্তম-জীবে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল । এইরূপে এই শ্লোক হইল ৩০৭-১০ পয়ারের প্রমাণ ।

৩১১ । এক্ষণে বিভূতি বা গৌণ-আবেশের কথা বলিতেছেন । গীতা একাদশে—গীতায় এবং একাদশে । শ্রীভগবদ্গীতায় (দশম-অধ্যায়ে) ও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ষোড়শ-অধ্যায়ে বিভূতির কথা বলিয়াছেন । শক্তি ভাবাবেশে—শক্তি এবং ভাবের আভাসে । কোন গ্রন্থে “শক্ত্যভাবাবেশে” পাঠ আছে । যাঁহাতে সাধারণ অপেক্ষা অধিক গুণ বা শক্ত্যাতি থাকে, তাঁহাকেই বিভূতি বলে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ হইতে বুঝা যায় ।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৬১ । অন্বয় । বিভূতিমং (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমং (সম্পত্তিযুক্ত) উজ্জিতং এব বা (অথবা বল-প্রতাপাদিসম্পন্ন) যং যং (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু আছে), তং তং এব (তৎসমস্ত বস্তুই) ত্বং (তুমি) মম (আমার) তেজোহংশসম্ভবং (প্রভাব বা শক্তির অংশসম্ভূত) অবগচ্ছ (জানিবে) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—(হে অর্জুন ! এই সংসারে) ঐশ্বর্যসম্বিত, বা সম্পত্তিবিশিষ্ট, অথবা বল-প্রতাপাদিসম্পন্ন যে যে বস্তু আছে, সে সমস্তকে তুমি আমার প্রভাবের বা শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে । ৬১ ।

শ্লো। ৬২ । অন্বয় । অমুক্তাদি ১২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

সমস্ত জগৎই যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অংশে আবিষ্ট, তাহাই এই দুই শ্লোকে বলা হইল । এইরূপে এই দুই শ্লোক ৩১১ পয়ারোক্তির প্রমাণ ।

৩১২ । পুরুষাবতারাди ছয় অবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে—বাল্য ও পোগণ্ডকে অঙ্গীকারপূর্বকও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহার কথা বলিতেছেন । পূর্ববর্তী ২১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।

প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩১৩

আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে ।

পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে ॥ ৩১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩১৩ । কিশোর-শেখর ধর্ম্মী - নিত্যকিশোরই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ ; এই স্বরূপেই বাল্যকে অঙ্গীকার করিয়া তিনি বালগোপাল হয়েন এবং পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া পৌগণ্ড গোপাল হয়েন । তাই বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া এবং বাল্য ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন বলিয়া নিত্যকিশোর-স্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন ধর্ম্মী । ২।২০।২১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

জন্ম হইতে পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য এবং পাঁচ বৎসর হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড । সুতরাং বাল্যলীলার আশ্বাদন পাইতে হইলে জন্মলীলা প্রকটনের প্রয়োজন ; অপ্রকট-ব্রজে কিশোর-স্বরূপই নিত্য বলিয়া জন্মলীলা থাকিতে পারে না ; তাই জন্মলীলার অভিনয়ের নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন । অত্যাশ্চ্য কারণেও লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন হয় (১।৪।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ;

প্রকটলীলা যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায়, তাহাকে বলে প্রকটলীলা । আর যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায় না, তাহাকে বলে অপ্রকট লীলা । শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রাকৃত, এজন্ত প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে ; তাই ঐ লীলা নিত্যবর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত নয়নে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না । তবে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যদি দেখিবার শক্তি দেন, তাহা হইলে প্রাকৃত জীব তাহা দেখিতে পায় । কোনও কোনও সময় পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডের লোককে তাঁহার লীলা দর্শনের শক্তি দিয়া থাকেন ; তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা প্রকট হইয়াছে । আবার ঐ শক্তি যখন তিনি অন্তর্ধান করেন, তখন আর জীব তাঁহার লীলা দেখিতে পায় না, তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা অপ্রকট হইয়াছে । তাঁহার কৃপাশক্তি ব্যতীত তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না । “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ । স্বামুতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতঃ প্রভুন্ ॥”- শ্রীতিসন্দর্ভস্থ নারায়ণাখ্যানবচন । ৭ ।

একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেমন অনন্ত প্রকাশ, তাঁহার লীলাস্থল একই শ্রীব্রজমণ্ডলেরও তদ্রূপ অনন্ত প্রকাশ । এই অনন্ত প্রকাশের কোনও এক প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তাদি-অমুরসংহার, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকাদিধামে গমনাদি মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে প্রকটিত হইয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে ।

৩১৪ । শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিকরবর্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতাদি-গুরুবর্গকে প্রকট করেন ; তাহার পরে যথাসময়ে স্বীয় জন্মাদিলীলা যথাক্রমে প্রকট করেন । ইহার হেতু এই :- প্রকটব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লোকবৎলীলা করিয়া থাকেন ; কোনও লোকের জন্মের পূর্বেই যেমন তাহার মাতাপিতার জন্ম ও তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্মপ্রকটনের পূর্বেই মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন করেন, নচেৎ লৌকিক লীলা সিদ্ধ হইতে পারে না ।

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন হইতে মৌষলান্তপর্য্যন্ত - প্রকট-প্রকাশের লীলা সমূহ কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও সময়ে প্রকট হয়, আবার অপ্রকট হয় ; সুতরাং কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ঐ সকল লীলা নিত্য (অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) নহে—অনিত্য । কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ লীলা অনিত্য (বা কিছুকালমাত্র স্থায়ী) নহে ; যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অপ্রকট হয়, তখনই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট হয় ; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা সৰ্ব্বদাই প্রকট থাকে । একজন লোক যদি কুমিল্লা হইতে দিল্লীতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে, কুমিল্লায় তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে ; কিন্তু দিল্লীতে আছে ; তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না । এইরূপে ঐ শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকটত্ব কখনও নষ্ট হয় না । প্রকটলীলা নিত্য । প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, তখন

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্যাম্ (১।২৭)

বয়সো বিবিধত্বেহপি সর্বভক্তিরসাত্মকঃ ।
ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বয়োহত্র কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মকঃ ক্রমপ্রাপ্তঃ জ্যেষ্ঠঃ তেনাশ্রিতসদৃশতয়া লক্ক ইতি বয়স্তুতৌদয়োরপি
প্রাশস্ত্যুক্তম্ । পশ্চাৎ সাদৃশ্যোরনুরিত্যমরঃ । বয়স ইতি । ধর্মীঃ সর্বো গুণাঃ সন্ত্যগ্নিগ্নিতি ধর্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ ।
যতঃ সর্বভক্তিরসাত্মকঃ । অত্রসামান্যভক্তিরসে বর্ণ্যত ইতি শেষঃ । শ্রীজীব। ৬৩

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রকটনের স্থানাভাববশতঃ লীলার প্রকটনও তো বন্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং লীলার প্রাকট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য
কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই :—মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গেলেও অঘটন-ঘটন-
পটীয়সী যোগমায়া প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া লীলা-প্রাকট্যের সুযোগ করিয়া দেন ;
সুতরাং প্রকটলীলার নিত্যত্ব ধ্বংস হয় না । “মহাপ্রলয়েচ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাবেহপি যোগমায়া কল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষ্ণু প্রাকৃতত্বেন
প্রত্যাশ্রিত্যেতি প্রকট। প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যা প্রাকট্যবতী কৃষ্ণহ্যমণি নিম্নোচে
গীর্ষেজগরেণেতু্যদ্ববাক্যাত্মোতিতা জ্যেষ্ঠা । এবং মথুরাধারকয়োরপি প্রকটলীলেতি ।—উজ্জলনীলমণির সংযোগ-
বিশ্লোগস্থিতি-প্রকরণে প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ।”

শ্লো। ৬৩। অর্থঃ । বয়সঃ (বয়সের) বিবিধত্বে অপি (বিবিধত্ব থাকিলেও) সর্বভক্তিরসাত্মকঃ (সর্ব-
ভক্তিরসের আশ্রয়) নিত্যলীলাবিলাসবান্ (নিত্যলীলাবিলাস-বিশিষ্ট) ধর্মী (ধর্মী—সর্বগুণাশ্রিত) কিশোরঃ (কিশোর
বয়স) এব (ই) অত্র (এ সম্বন্ধে—ভক্তিরসসম্বন্ধে—বর্ণিত হয়) ।

অনুবাদ । বয়সের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও সর্বভক্তিরসাত্মক সর্ব-
গুণাশ্রিত ও নিত্য-নুতনলীলাবিশিষ্ট কৈশোর-বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স । ৬৩ ।

বয়সঃ বিবিধত্বে—বয়সের বিবিধ ভেদ । কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই বয়সের বিবিধত্ব । (শ্রীকৃষ্ণ
নিত্যকিশোর বলিয়া প্রোক্ত বা বার্ত্তব্য তাহার নাই) । কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন রকমের বয়স
থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সই ভক্তিরসবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ; কারণ, এই কিশোর বয়সই সর্বভক্তিরসাত্মকঃ—দাস্ত,
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয় । শ্রীকৃষ্ণের কিশোরই মধুর-ভক্তিরসের অবলম্বন ; মধুর ভক্তিতে
দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্যাदि রসের গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া মধুর রসেই সমস্ত ভক্তিরসের সমাবেশ এবং কিশোর কৃষ্ণই
মধুর ভক্তিরসের অবলম্বন বলিয়া কিশোরকেই সর্বভক্তিরসাত্মক বলা হইয়াছে । অথবা, শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমুর্তি
(ভ, র, সি, পু, ১।১) বলিয়া এবং কিশোর কৃষ্ণই সমস্ত রসের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া কিশোরকেই সর্বভক্তিরসাত্মক
বলা হইয়াছে । বাল্যে সখ্যের পূর্ণবিকাশ নাই, মধুরের বিকাশ মোটেই নাই এবং পৌগণ্ডেও মধুর-রসের বিকাশ
নাই বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে সর্বভক্তিরসাত্মক বলা যায় না । এই কিশোর আবার নিত্যলীলাবিলাসবান্—
শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-স্বরূপই নিত্য স্বয়ংরূপ বলিয়া নিত্য-স্বয়ংরূপের লীলা কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সম্পাদিত
হইতেছে ; অপ্রকটব্রজে এই কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত নিত্যলীলা সম্পাদিত হয় বলিয়া কিশোরকে
নিত্যলীলা-বিলাসবান্ বলা হইয়াছে । অপ্রকট-ব্রজে বাল্য ও পৌগণ্ড নাই বলিয়া সেস্থলে বাল্য ও পৌগণ্ডের লীলারও
প্রবাহ নাই । কিন্তু কিশোরের প্রবহমানলীলা প্রকটেও আছে, অপ্রকটেও আছে । এবং প্রকটেও কিশোর-স্বরূপকে
আশ্রয় করিয়াই বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা প্রবহমানতা প্রাপ্ত হয় । ইহাই কিশোরের বৈশিষ্ট্য । কিশোরকে আশ্রয় করিয়া
বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা সার্থকতা লাভ করে বলিয়াই কিশোর হইল ধর্মী—বাল্য ও পৌগণ্ডরূপ ধর্মের অঙ্গীকারকর্তা ।
নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণই প্রকট-লীলায় বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন, নিত্যকিশোরের আশ্রয়েই বাল্য ও পৌগণ্ড

পুতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে ।

সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩১৫

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন ।

কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩১৬

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার ।

সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩১৭

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি ।

রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥ ৩১৮

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী চীকা ।

কৃতার্থতা লাভ করে বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড হইল কিশোরের ধর্ম্য এবং কিশোর হইল ধর্ম্যী । অথবা ধর্ম—সমস্ত গুণ ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি সমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ যাহাতে, সেই কিশোরই ধর্ম্যী বা সর্বগুণান্বিত । বাল্যে কিশো পৌগণ্ডে এসমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ নাই বলিয়া তাহার ধর্ম্যী হইতে পারে না । কিশোরের এসমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই ভক্তিরসে কিশোরেরই সর্বত্র প্রশংসা ।

৩১৩ পয়ারের “কিশোর-শেখর ধর্ম্যী”—এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক ।

কোনও কোনও গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের “নিত্যলীলাবিলাসবান্”—স্থলে “নিত্যানানবিলাসবান্” পাঠ দৃষ্ট হয় ; অর্থ—নিত্য নবনবলীলাবিলাসবিশিষ্ট ; নানাবিধ বৈচিত্র্যময়-লীলাবিশিষ্ট ।

৩১৫-১৬ । পুতনাবধাদি—উক্ত মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র প্রকট-লীলার অন্তর্গত জন্ম, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, গোবর্দ্ধনধারণাদি প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য । পুতনাবধলীলা যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ (অপ্রকট) হয়; অমনি অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়, আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডে যখন অপ্রকট হয়, তখন অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয় । এইরূপে, এক পুতনাবধলীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে (মহাপ্রলয়ে যোগমায়া কল্লিত ব্রহ্মাণ্ডে) প্রকট থাকেই । এমন কোনও সময় নাই, যখন এই পুতনাবধ-লীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে না । সুতরাং এই পুতনাবধ-লীলার প্রকটন নিত্য । শকটভঞ্জন-গোবর্দ্ধন-ধারণাদি অত্যাশ্চর্য্য খণ্ড লীলাসম্বন্ধেও এই কথা ; সুতরাং প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য ।

প্রকট করে অনুক্রমে—মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলার অন্তর্গত খণ্ড লীলাগুলি যথাক্রমে—যেটির পরে যেটি হইলে সমগ্র লীলার লৌকিকত্ব বা সঙ্গতি নষ্ট হয় না, ঠিক সেইটির পর সেইটি যথাযথভাবে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রকটলীলা-স্থানে প্রকটিত হয় । আবার—যেই ব্রহ্মাণ্ডের পর যেই ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র প্রকট-লীলা প্রকটিত হইবে, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক খণ্ডলীলাও যথাক্রমে এবং যথাযথ-ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে ।

৩১৭ । যেন গঙ্গাধার—গঙ্গার ধারার যেমন কোনও স্থানে বিচ্ছেদ নাই, শ্রীকৃষ্ণলীলারও তদ্রূপ কোনও সময়ে বিচ্ছেদ নাই ; অর্থাৎ পিতামাতার প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলা বা তদন্তর্গত কোনও খণ্ডলীলা কোনও সময়েই অতি অল্প সময়ের জন্তও অপ্রকট থাকে না—লীলার প্রাকট্য গঙ্গা-ধারার ছায় নিরবচ্ছিন্ন । সাধারণ জলধারা বলিলেও এই নিরবচ্ছিন্নতা প্রকাশ পাইত ; তথাপি গঙ্গা-ধারার সহিত উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গঙ্গার ধারা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, সেই স্থান যেমন পবিত্র ও উর্ধ্বরতাশক্তিযুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলাও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে স্থানে প্রকটিত হয়, সেই স্থানের পবিত্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধভাব-জনন-বিষয়ে উর্ধ্বরতা সম্পাদন করিয়া থাকে । গঙ্গাজল-স্পর্শে বা গঙ্গামৃত্তিকা-স্পর্শে যেমন জীবের সর্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, জীবের হৃদয় পবিত্র হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাকট্যের স্থান-স্পর্শে এবং লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতেও জীবের সর্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপা পিণ্ডাচী হৃদয় হইতে পলায়ন করে, তাতে হৃদয়ের পবিত্রতা এবং শুদ্ধা-ভক্তি-দেবীর উপবেশনের যোগ্যতা সাধিত হয় ।

৩১৮ । জন্মলীলার পরে বাল্যলীলা, তারপর পৌগণ্ডলীলা, তারপর, কৈশোর-লীলা প্রকট করেন ; কৈশোরে রাসাদি-লীলা প্রকট করেন । কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি ; কৈশোরের পরে প্রৌঢ় বা বার্কক্য-লীলা

নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয় ।

বুঝিতে না পারি, লীলা কেমনে নিত্য হয় ? ১৩১৯

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে ।

কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিঃচক্র-প্রমাণে ॥ ৩২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

নাই । স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য-কিশোর । বাল্য বা পৌগণ্ড্যাব শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-মাত্র ; তত্তৎ-লীলারস আশ্বাদনের জন্ত তিনি বাল্য বা পৌগণ্ড্য ভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন ; তাঁহার স্বয়ংরূপের ভাব বাল্য বা পৌগণ্ড্য নহে ।

৩১৯-২০ । নিত্যলীলা কৃষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য । শ্রীকৃষ্ণ যখন পরব্রহ্ম বলিয়া নিত্য, পরব্রহ্ম বলিয়া তিনি যখন “রসো বৈ সঃ—রসস্বরূপ—রসরূপে আশ্বাদ্য এবং রসিকরূপে আশ্বাদক”, তখন তাঁহার লীলাও নিত্য হইবে । তিনি আশ্বাদন করেন—লীলারস । লীলা বা ক্রীড়া একাকী হয় না, তাই ক্রতি বলেন—স এককো ন ক্রীড়তি । তাঁহার লীলা-পরিকর আছেন, এই পরিকরদের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন । লীলা-ব্যপদেশে পরিকর ভক্তদের প্রেমরস-নির্ঘ্যাস তিনি আশ্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব । আর পরিকর-ভক্তগণও তাঁহার অসমোদ্ধ মাধুর্যরস আশ্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার আশ্বাদ্য-রসত্ব । এই উভয় রূপেই তাঁহার ক্রতিপ্রোক্ত রসস্বরূপত্ব । তাঁহার রস-স্বরূপত্ব যখন নিত্য এবং লীলাতেই যখন তাঁহার রস-স্বরূপত্ব সার্থকতা লাভ করে, তখন তাঁহার লীলাও নিত্য ; তিনি নিত্যলীলা-বিলাসবান (পূর্বভূঁ ৬৩ শ্লোক), তাই তিনি লীলা-পুরুষোত্তম ।

সর্বশাস্ত্রে কয়—শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে নিত্য, সমস্ত শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে । শাস্ত্র হইতে লীলার নিত্যত্বের কথা মুখ্যাবৃত্তিতেও (অর্থাৎ স্পষ্ট উল্লেখেও) জানা যায়, আবার তাৎপর্যাবৃত্তিতেও জানা যায় । লীলার ঐহিক ধামের প্রয়োজন, পরিকরের প্রয়োজন ; তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনী-শক্তিই ধামরূপে অনাদি কাল হইতে অভিব্যক্ত ; স্মতরাং তাঁহার ধামও নিত্য ; তাঁহার পরিকরবর্গও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তিবিগ্রহ ; স্মতরাং তাঁহারও নিত্য (ভূমিকায় ধামতত্ত্ব ও পরিকর-তত্ত্ব প্রবন্ধ এবং ১৪৮৪-পর্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য) । স্মতরাং যেস্থলে তাঁহার ধামের এবং পরিকরবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে স্থলের তাৎপর্যই হইতেছে তাঁহার লীলার নিত্যত্ব । এইরূপে মুখ্যাবৃত্তিতে এবং তাৎপর্যাবৃত্তিতে বহুশাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্বের কথা দৃষ্ট হয় । এস্থলে কয়েকটি শাস্ত্র-প্রমাণ দেখান হইতেছে । ঋগ্বেদে ব্রজধামের উল্লেখ পাওয়া যায়—“যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গাঃ ॥ ১৫৪।৬॥—যেস্থলে ভুরিশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভী সকল বর্ত্তমান ।” ঋকপরিশিষ্টে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায় । “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ।” কঠোপনিষদেও ব্রজলোকের (পরব্রহ্মের ধাম ব্রজলোকের) উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “এতদাবলম্বনং জাহ্নবা ব্রজলোকে মহীতে ॥ ১২।১৭ ॥” গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনম্বরভুরুহতলাসীনং সততং সমরুদগণোহহং স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ পু, তা, ৩৫ ॥” বেদান্তসূত্রেও পরব্রহ্মের—শ্রীকৃষ্ণের—লীলার কথা জানা যায় । “লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্ ।” গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন “কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম (দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া) ।” খেতাখতর-শ্রুতিও বলেন—“তমীশ্বর্যাণং পরমং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্ ॥ ৬।৭ ॥—তিনি ঈশ্বরদিগের মধ্যে পরমেশ্বর, লীলাকারীদিগের (দেবতানাং) মধ্যে পরম-লীলাকারী অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম ।” গোপালতাপনী-শ্রুতিতে কৃষ্ণলীলা ব্রজদ্বী প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “কৃষ্ণাখিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণলী । ব্রজদ্বীজনসমুতঃ ক্রতিভ্যো ব্রহ্মসমুতঃ । উ, তা, ৫৭ ॥” গোপালতাপনী শ্রুতি আরও বলেন—“অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরৈব সঃ—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি ।” ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন—স্বীয়-স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা গোপসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন । “আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্ঘ এব নিরুপপতয়া কলাভিঃ । গোলোক এব নিবসত্যখিলাঅভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৩৭ ॥” আরও বলেন “লক্ষ্মী-সহস্রশতসমুদয়সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্র, স, ৫।২৯ ॥”—এখানে বলা হইল, শ্রীগোবিন্দ লক্ষ্মীরূপা সহস্রশত-গোপসুন্দরী কর্তৃক নিত্য সেব্যমান । গর্গসংহিতায় দেখা যায়, দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

“বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপুতে ব্রজেশ গোপালবেশ কৃতনিত্যবিহারলীল । রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্মধারাম্ ॥ গোলোকখণ্ড ১৩২২ ॥” এস্থলে পরিষ্কারভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে কৃতনিত্য-বিহারলীল—নিত্যলীলাবিলাসী বলা হইয়াছে । পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড নারদের উক্তিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলেন—“আনন্দরূপিণী শক্তিঃস্বামীধরী ন সংশয়ঃ । ত্বয়া চ ক্রীড়তি কৃষ্ণো নুনং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪০।৭ ॥” ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নিত্য ক্রীড়া করেন (ক্রীড়তি বর্তমানকাল দ্বারা নিত্যস্থ স্থচিত হইতেছে) । পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়,—“তাহার মথুরা নিত্য, বৃন্দাবন নিত্য, যমুনা নিত্য, গোপকন্ঠাগণ নিত্য, গোপালবালকগণ নিত্য, শ্রীরাধাও নিত্য । “নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা । যমুনাং গোপকন্ঠাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ ॥ মমাবতারো নিত্যোহয়মত্র মা সংশয়ঃ কৃথাঃ । মমেষ্ঠা হি সদা রাধা সর্বজ্ঞোহহং পরাৎপরঃ ॥ প, পু, পা, ৪২।২৬-২৭ ॥” নারদের নিকটে শ্রীসদাশিবও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ সকলেই নিত্য । তাহার প্রকটলীলা এবং অপ্রকটলীলাতেও তাহার নিত্য বর্তমান । তিনি নিত্যই সখাদের সহিত গোচারণ করেন, বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন করেন । “দাসাঃ সখায়াঃ পিতরৌ প্রেয়শ্চ হরেরিহ । সর্বৈ নিত্য মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥ যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ণিতাঃ । তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভূবি ॥ গমনাগমনে নিত্যং কৰোতি বনগোষ্ঠয়োঃ । গোচারণং বয়শ্চৈব বিনাস্তুর-বিধাতনন্ ॥ পা, পু, পা, ১২।৩-৫ ॥” স্বন্দপুরাণও বলেন—বৎস এবং বৎসতরী, বলরাম এবং গোপবালকদের সহিত বৃন্দাবনে মাধব সর্বদাই (অর্থাৎ নিত্য) ক্রীড়া করেন । “বৎসৈর্বৎসতরীভিঃ সরাণো বালকৈর্বৃতঃ । বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ ॥ পুট্রৈব পুংসাবধূতো ধরাজ্ঞর ইত্যাদি শ্রীভা ১০।১২২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীধৃত স্বান্দবচন ॥” শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, ভগবান্ মধুহৃদন নিত্যই দ্বায়কায় বিরাজমান । “নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুহৃদনঃ ॥ ১১।৩১২৪। তত্র—দ্বায়কায়াম্ ॥”

বুঝিতে না পারি ইত্যাদি উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন স্পষ্টই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাও নিত্য এবং অপ্রকটলীলাও নিত্য । কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সোয়াশত বৎসর লীলা করিয়া আবার অন্তর্দান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; স্মরণ্য প্রকট লীলা যে কিরূপে নিত্য হয়, তাহা বুঝা যায় না । উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের প্রমাণেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন—“মমাবতারো নিত্যোহয়মত্র মা সংশয়ঃ কৃথাঃ ॥ প, পু, পা, ৪২।২৭ ॥ ॥—আমার এই অবতার (প্রকটলীলা) নিত্য, ইহাতে সংশয় করিও না ;” কিন্তু আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মিকা লীলা যে নিত্য হয়, তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না । তাই জ্যোতিষচক্রের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন ।

উপরে “পুতনাবধাদি যত লীলা” ইত্যাদি ৩১৫ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যস্থ উক্ত হইয়াছে ; ৩১৪ এবং ৩১৫-৩১৬ পয়ারের টীকায় তাহা আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে এই পয়ারে ও পরবর্তী কয় পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যস্থ জ্যোতিষচক্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন ।

জ্যোতিষচক্রের নিয়মটি এই । পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে ; একবার ঘুরিতে যে সময় লাগে, তাহাকেই একদিন বা এক অহোরাত্র বলে । পৃথিবীর তুলনায় সূর্য আকাশের একস্থানেই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে । পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে পৃথিবীস্থ লোক এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুও পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে ; কিন্তু জাহাজে চড়িয়া দ্রুতবেগে নদীর মধ্য দিয়া যাওয়ার সময়, লোক যেমন নিজের গতি ভুলিয়া, নদীতীরস্থ স্থিতিশীল বৃক্ষাদিকেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করে, পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান লোকসমূহও সেইরূপ নিজেদের গতি ভুলিয়া স্থিতিশীল-স্থলকে তাহাদের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করে । সূর্যের এই প্রতীয়মান গতিকে তাহার আপেক্ষিক-গতি বলা

গৌর-কৃপা-ভরজিগী টীকা।

যাইতে পারে। এইভাবে, সূর্য্য যখন প্রথম দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন সূর্য্যোদয়, যখন মাথার উপরে আসে, তখন মধ্যাহ্ন, যখন পশ্চিমদিকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে থাকে, তখন সন্ধ্যা, আর যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই রাত্রি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ছায় গোল বলিয়া, পৃথিবীর সকল লোক একই সময়ে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তাদি দেখে না। পূর্ব্বদিকের লোক আগে, পশ্চিমদিকের লোক পরে সূর্য্যোদয়াদি দেখে; যে স্থান যত পশ্চিমে, সেস্থানের লোক তত দেরীতে সূর্য্যোদয় দেখে; পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদি-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে যদি একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া পৃথিবীকে বেঁটন করা যায়, তাহা হইলে এই দড়িগাছি যত লম্বা হইবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে সূর্য্য নিজ আপেক্ষিক গতিতে, এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ডে ততদূর পথ চলিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়। ঐ দড়িগাছিকে যদি ৬০টি সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক এক দণ্ড সময় লাগিবে; তাহা হইলেই বুঝা গেল, যে স্থান ঐ দড়ির যত অংশ পশ্চিমে থাকিবে, সেস্থানে সূর্য্যোদয়াদিও ততদণ্ড পরে হইবে। এইরূপে, কুমিল্লায় যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতায় তাহার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে, পুরীতে একদণ্ড পরে, মথুরায় সোয়া দুইদণ্ড পরে, কুরুক্ষেত্রে আড়াই দণ্ড পরে, বিলাতে প্রায় দুই প্রহর পরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। সুতরাং কুমিল্লায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতা, পুরী, মথুরাদি স্থানে তখনও রাত্রি; উদীয়মান সূর্য্য কুমিল্লায় যখন প্রকট, তখনও কলিকাতা-মথুরাদিতে অপ্রকট। আবার কুমিল্লায় যখন অর্দ্ধদণ্ড বেলা, তখন কলিকাতায় সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় একদণ্ড ও কলিকাতায় আশ্বদণ্ড বেলা, তখন পুরীতে সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় সোয়া দুই দণ্ড, কলিকাতায় পৌণে দুই দণ্ড ও পুরীতে সোয়াদণ্ড, তখন মথুরায় সূর্য্যোদয়; এবং কুমিল্লায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বিলাতে সূর্য্যোদয়। এই রূপে দেখা যায়, আটপ্রহর দিন রাত্রির মধ্যে সূর্য্যোদয় সর্ব্বদাই আছে, মধ্যাহ্ন সর্ব্বদাই আছে, একপ্রহর বা দেড়-প্রহর বেলাও সর্ব্বদাই আছে—অবশ্য একই স্থানে নহে; পৃথিবীর এক স্থানের পর আর এক স্থানে, তারপর আর এক স্থানে ইত্যাদি ক্রমে। এক স্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আর একস্থানে সূর্য্যোদয়; সেস্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আবার আর একস্থানে সূর্য্যোদয় হইল; এইরূপে মধ্যাহ্নাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এইরূপে দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে বা পলে একই স্থানে, সূর্য্যকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যেকটাই এক স্থানের পর আর একস্থানে, ইত্যাদি ক্রমে, সর্ব্বদাই দৃশ্যমান (প্রকট) থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৌঘলাস্ত-পর্য্যন্ত লীলাসমূহের প্রত্যেকটাই এইরূপে এক ব্রহ্মাণ্ডের পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে, তারপর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বদাই প্রকট থাকে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক খণ্ডলীলার প্রকটত্ব—এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও—লীলার হিসাবে—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে—নিত্য।

কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদুরকে উদ্ভব বলিয়াছিলেন—“কৃষ্ণদ্ব্যমণি নিম্নোচে গীর্ণেষজগরেণ হ। কিমুনঃ কুশলং ক্রয়াং গতশ্রীষু গৃহেষহম্ ॥ শ্রী, ভা, ৩২।১৥—অহে বিদুর, শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অন্তর্গত হওয়াতে আমাদের শ্রীহীন গৃহ সকল (শোকাঙ্ককার রূপ) অজগরের (মহাসর্পের) দ্বারা গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব?” এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য এবং তাঁহার অন্তর্দানকে অন্তর্গমন বলাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব যে জ্যোতিষ-চক্রের দৃষ্টান্তে বুঝান যায়, তাহা জানা যাইতেছে। সূর্য্য অন্তর্গমন করিলেও লোপ পাইয়া যায় না; একস্থানে অন্তর্গত হইয়া অন্য স্থানে যাইয়া উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও (সুতরাং তাঁহার লীলাও) একস্থানে অন্তর্দান প্রাপ্ত হইয়া (লোক-নয়নের বাহিরে যাইয়া) অন্য স্থানে আবিভূত (লোক-লোচনের গোচরীভূত) হন; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-সর্ব্বদাই প্রকটিত থাকে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিখ্যাত চক্রবর্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। “কৃষ্ণ এব দ্ব্যমণিঃ সূর্য্যস্তত্ত্ব নিম্নোচে অন্তর্গমে সতি অজগরেণ মহাসর্পরূপশোকাক্ষকারেণ গীর্ণেষু নিগিলিতেষু গৃহেষু নোহস্মাকং স্বপৃষ্ঠানাং বন্ধুনাং কিং কুশলং ক্রয়াম্। অত্র জ্যোতিষচক্রে স্থিতশ্চৈব দ্ব্যমণেরখ-রথসারথ্যাди-পরিকরবিশিষ্টঃ যস্মিন্ বর্ষে অন্তর্মমো দৃশ্যতে তদন্তেষু বর্ষেষু

জ্যোতিষচক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে ।
 সপ্তদ্বীপান্বুধি লজ্জি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩২১
 রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ ।
 তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান ॥ ৩২২
 সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয় ।
 সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ ৩২৩
 এক দুই তিন চারি প্রহরে অন্ত হয় ।
 চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয় ॥ ৩২৪
 ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ মনস্তরে ।
 ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩২৫

সপ্তাশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ।
 তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস ॥ ৩২৬
 অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে ।
 সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩২৭
 জন্ম বাল্য পৌরুষ কৈশোর প্রকাশ ।
 পুতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩২৮
 কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।
 তাতে 'নিত্য লীলা' কহে আগম পুরাণ ॥ ৩২৯
 গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণনাম ।
 কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৩০

গোর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

তদৈবোদয়-পূর্বাঙ্ক-মধ্যাহ্নাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থ্য সপরিবরস্ত তত্তল্লীলাঃ মৃতমজ্জিতজগজ্জননৈব কৃষ্ণস্ত যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্ধানং দৃশ্যতে তদৈব অণ্ডেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মান্তর-রাসোৎসব-কংসবধ-কৃষ্ণাঙ্গাদি-পরিণয়োৎসবাত্মা লীলা দৃশ্যন্তে । জ্যোতিষচক্রে সূর্য্যস্ত উদয়-পূর্বাঙ্কাত্মাঃ প্রতীয়মানস্তাদবাস্তবঃ । কৃষ্ণস্ত তু জন্মান্তান্তত তত্র নিত্যত্বাদ্ বাস্তবঃ এব ইতি বিশেষঃ সর্কাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথমস্তন্ধে দর্শিতং দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণং দর্শয়িত্বাৎ চ ।" এই টীকার শেষ অংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষচক্রের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব বুঝান হইল বটে; কিন্তু দৃষ্টান্ত ও দাষ্ট্যান্তিকের সর্কবিষয়ে সাদৃশ্য নাই । জ্যোতিষচক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্বাঙ্ক, মধ্যাহ্নাদি লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হয় মাত্র; বস্তুতঃ উদীয়মান সূর্য্য, পূর্বাঙ্কের সূর্য্য, মধ্যাহ্নের বা অন্তগমনোত্তর সূর্য্য একরূপই; লোকের নিকটে কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং প্রতীয়মান বিভিন্ন রূপ বাস্তব নহে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সমস্ত লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তব ।

৩২১ । সপ্তদ্বীপান্বুধি—পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত অম্বুধি : বা সমুদ্র । সপ্তদ্বীপ—যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর । সপ্তসমুদ্র যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল ।

৩২২ । ৬০ পলে এক দণ্ড ; ৬০ দণ্ডে একদিন ; সুতরাং একদিনে ৬০ × ৬০ বা ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত পল ।

৩২৭ । অলাতচক্র—একখণ্ড জ্বলিত কাষ্ঠকে দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরাইলে যে চক্রাকার অগ্নি দেখা যায়, তাহাকে অলাতচক্র বলে ; এস্থলে অলাতচক্র-শব্দ অলাতচক্রের উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ড অথেষ্টই ব্যবহৃত হইয়াছে । ঐ কাষ্ঠখণ্ড যেমন যথাক্রমে ঐ চক্রস্থিত প্রত্যেক স্থান দিয়াই যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাও তদ্রূপ যথাক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে প্রকট হয় ।

৩২৮ । পুতনাবধাদি ইত্যাদি—পুতনাবধ-লীলা হইতে মৌষল-লীলা পর্য্যন্ত । শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা পুতনাবধ নন্দালয়ে । আর সর্কশেষ লীলা হইল মৌষল-লীলা, যাহার উপলক্ষ্য তিনি বাদবদিগকে অন্তর্হিত করান এবং নিজেও অন্তর্হিত হন । মৌষলান্ত—মৌষললীলা যাহার অন্তে বা সর্কশেষ । এই লীলা হইয়াছিল দ্বারকায় ।

৩২৯ । কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি—৩১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

আগম-পুরাণ—৩১৯-২০ পয়ারের টীকার আগম-পুরাণের প্রমাণ দ্রষ্টব্য ।

৩৩০ । গোলোক গোকুল—১, ৩, ৩ এবং ১, ৩, ১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য-বিহার।

ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৩১

গৌর-রূপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরদের সহিত সর্বদা অনন্ত প্রকাশে লীলা করিয়া থাকেন। এই অনন্ত প্রকাশের এক প্রকাশে তিনি প্রকট লীলা করিয়া থাকেন (ল, ভা, ক, ৫১৫৬)। তাঁহার ধামেরও প্রকট এবং অপ্রকট প্রকাশ আছে। এই পয়ারে উল্লিখিত “গোলোক গোকুলধাম” বলিতে প্রকরণ-বলে প্রকট গোলোক এবং প্রকট গোকুলকেই বুঝাইতেছে। অপ্রকট গোলোক এবং গোকুলের আর প্রকট গোলোক এবং গোকুলও বিভূ—সর্বব্যাপক। কৃষ্ণসম—কৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন সর্বব্যাপী, গোলোক-গোকুলাদি তাঁহার লীলাস্থল-সমূহও সর্বব্যাপী; “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ, কৃষ্ণতমসম। ১৫১৫১” শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, তাঁহার নরাকৃতি দেহই যেমন সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ঐ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই, পঞ্চকোশ বা ষোলকোশ বা চৌরাশী কোশপরিমিত ব্রহ্মমণ্ডলও (বা দ্বারকামথুরাদি লীলাস্থলও) সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

লীলা করার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিয়া অপর ব্রহ্মাণ্ডে যান না; তিনি নিত্যই তাঁহার স্বীয় ধামে আছেন; স্বীয় ধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কখনও কোথাও যান না; তিনিও তাঁহার ধাম সর্বব্যাপী বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি ও তাঁহার লীলা আছেন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া, মায়াবদ্ধ-জীব প্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাসমূহকে দেখিতে পায় না। তিনি রূপা করিয়া দেখিবার শক্তি দিলে দেখিতে পায়। যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি এই শক্তি দেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি প্রকট, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়; আবার যখন তিনি ঐ শক্তি লইয়া যান, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অপ্রকট হন, তখন আর তাঁহার লীলা বা তাঁহাকে সেই ব্রহ্মাণ্ডে কেহ দেখিতে পায় না।

প্রকট লীলার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায়, মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায়, আবার দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে গমনাগমন তাঁহার লীলার লৌকিকত্ব রক্ষার জন্তই করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি ধাম স্থল দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও যে সর্বব্যাপী, তাহা পরবর্তী ২১শ পরিচ্ছেদে ব্রজ ও দ্বারকার অপূর্ণ বিভূতা বর্ণন উপলক্ষ্যে বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণেচ্ছায় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার প্রকটলীলাস্থল গোলোক-গোকুলাদির সংক্রমণ হইয়া থাকে। কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা প্রকটিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে; তিনি যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাতেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার ধাম আবির্ভূত (লোকনয়নের গোচরীভূত) হইয়া থাকেন। সংক্রম—আবির্ভাব (পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৫১২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩১। গোলোক-স্থানে নিত্যবিহার—শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ছাড়িয়া কোনও ব্রহ্মাণ্ডে আসেন না, তিনি নিত্য গোলোকেই আছেন। (২১২০১১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গোলোকে (গোলোকে প্রকট-প্রকাশে) থাকিয়াই তিনি লীলা করিতেছেন; এবং গোলোকও “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ” বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্থান জুড়িয়াই বিদ্যমান, সুতরাং সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই তাঁহার লীলা সর্বদা চলিতেছে; কিন্তু মায়ারূপ যবনিকার অন্তরালে আছে বলিয়া জীব তাহা দেখিতে পায় না; তিনি রূপা করিয়া যখন যে ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখের যবনিকা তুলিয়া দেন, তখনই সে ব্রহ্মাণ্ডের লোক ঐ লীলা দেখিতে পায়। তিনি রূপা করিয়া এক ব্রহ্মাণ্ডের পর এক ব্রহ্মাণ্ডের, তাহার পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের যবনিকা তুলিয়া দিয়া সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন।

ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম ।

পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ ॥ ৩৩২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ দক্ষিণবিভাগে

বিভাবলহর্য্যাম্ (১১:১৮-১২০)

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।

শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্বৈর্নাটো যঃ পরিপঠ্যতে ॥ ৬৪

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বৃধৈঃ ।

অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহ্লদর্শকঃ ॥ ৬৫

কৃষ্ণশ্চ পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে ।

পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ৬৬

মোকের সংস্কৃত টীকা

পূর্ণতমঃ শ্রেষ্ঠঃ পূর্ণতরঃ মধ্যঃ পূর্ণঃ কনিষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ । চক্রবর্তী । ৬৪

প্রকাশিতেতি । অত্রাখিলস্বমুদয়্যাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্ । ভক্তভক্ত্যন্তরূপাধিকাদিকপ্রকাশাৎ । অসর্বত্বঃ পূর্ণ্যাপেক্ষয়া চাক্ষরত্বঞ্চ স্বপূর্ণ্যাপেক্ষয়া তথাপি পূর্ণতরত্বাদিকমন্তর্যাপেক্ষয়া । শ্রীজীব । ৬৫

কৃষ্ণশ্চেতি । অত্র পূর্ণতমতাতৈশ্বর্য্যগতা—তাবৎ সর্বৈ বৎসপালাঃ পশুতোহজ্ঞশ্চ তৎক্ষণাৎ । ব্যদৃশস্ত ঘনশ্রামাঃ গীতকৌশেয়বাসস ইত্যাদিষু । মাধুর্য্যগতা নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়মিত্যাдиষু । কৃপাগতা চ অহো বকী যং স্তনকালকূটমিত্যাдиষু । দ্বারকামথুরাদিষু ন যথাসংখ্যতয়া প্রয়োগঃ সমসংখ্যতেনাপ্রয়োগাৎ কিন্তু যথাসম্ভব-তথৈব কুত্রচিৎ কস্তাপি বিশেষদর্শনাৎ । শ্রীজীব । ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা প্রকটিত হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডে তখনই সেই লীলার নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় না, লীলা অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত—প্রকট করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের লোককে কেবল দেখিতে দেওয়া হয় মাত্র—ইহাই এই পয়ারে প্রকাশ করা হইতেছে ।

৩৩২ । শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি ব্রজেই পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য ব্রজে তিনি পূর্ণতম, ব্রজেন্দ্রনন্দনই পরিপূর্ণতম, স্বয়ং ভগবান্ । মথুরায় তিনি পূর্ণতর—যেহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রকাশ, ব্রজ অপেক্ষা মথুরায় কম ; “অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ ।” আর দ্বারকায় তিনি পূর্ণ ; মথুরা অপেক্ষাও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ কম ; “পূর্ণোহ্লদর্শকঃ ।” মাধুর্য্যই ভগবদ্বার সার ; স্মতরাং মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যানুগত্যের তারতম্য এবং যোগমায়া কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের যুগ্মত্বের তারতম্যানুসারেই এইরূপ তর-তমতা । ব্রজে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে মাধুর্য্যের অনুগত ; শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়া কর্তৃক পূর্ণতমরূপে মোহিত ।

পুরীদ্বয়ে—দ্বারকাপুরীতে ও মথুরাপুরীতে ; দ্বারকায় ও মথুরায় । এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্কে যথাক্রমে অর্থে মনে হয়—দ্বারকায় ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং পরব্যোমে তিনি তিনি পূর্ণ । কিন্তু গ্রন্থকার যখন এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন সেই শ্লোকগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে ; নচেৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অর্থে ব্যক্ত হইবে না । উদ্ধৃত শ্লোক তিনটির শেষটীতে বলা হইয়াছে—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতরতা এবং দ্বারকাদিতে পূর্ণতা ; “দ্বারকাদি”-বলিতে “দ্বারকা ও পরব্যোম” মনে করিলেই পয়ারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করা যায়—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং দ্বারকায় ও পরব্যোমে পূর্ণ ; ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে হয় ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো। ৬৪-৬৬ । অম্বয় । যঃ (যেই) হরিঃ (শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ) নাটো (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ (শ্রেষ্ঠ-মধ্য প্রভৃতি) শব্দৈঃ (শব্দদ্বারা) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর) পূর্ণঃ (এবং পূর্ণ) ইতি (এই) ত্রিধা

এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্ ।

আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥ ৩৩৩

সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ।

অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৩৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

(তিনরূপে) পরিকীৰ্ত্তিতঃ (পরিকীৰ্ত্তিত হয়েন) । বৃৎঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) প্রকাশিতাখিলগুণঃ (যে স্বরূপে সমস্তগুণ প্রকাশিত, সেই স্বরূপ) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম বলিয়া), অসৰ্ব্ববাঞ্ছকঃ (যাঁহাতে গুণ সকল সৰ্ব্বতোভাবে প্রকাশিত নহে, সেই স্বরূপ—পূর্ণতমস্বরূপ অপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর বলিয়া) অল্পদর্শকঃ (পূর্ণতরস্বরূপ হইতেও অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণ (পূর্ণ বলিয়া) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন) । কৃষ্ণস্ত (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ণতমতা (পূর্ণতমতা) গোকুলাস্তরে (গোকুল-মধ্যে—বৃন্দাবনে), পূর্ণতা পূর্ণতরতা (পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা) দ্বারকামথুরাদিষু (যথাক্রমে দ্বারকামথুরাদিতে) ব্যক্তা (ব্যক্ত—অভিব্যক্ত) অভূৎ (হইয়াছে) ।

অনুবাদ । নাট্যশাস্ত্রে (গুণপ্রকাশের তারতম্যানুসারে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদে শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ—এই তিন প্রকার বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । পণ্ডিতগণ—তাঁহার সৰ্ব্বগুণপ্রকাশক (অর্থাৎ যে স্বরূপে তাঁহার সমস্তগুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই) স্বরূপকে পূর্ণতম, যে স্বরূপে তদপেক্ষা অল্পগুণের প্রকাশ, সেই স্বরূপকে পূর্ণতর এবং যে স্বরূপে তদপেক্ষাও (পূর্ণতর অপেক্ষাও) অল্পগুণের প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা বৃন্দাবনে, পূর্ণতরতা মথুরায় এবং পূর্ণতা দ্বারকাদিতে (দ্বারকায় ও পরব্যোমে) অভিব্যক্ত হইয়াছে । ৬৫-৬৬ ।

দ্বারকামথুরাদিষু—দ্বারকা-মথুরাদিধামে । আদি-শব্দে পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামই লক্ষিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের বিকাশের হিসাবে ব্রজের পরেই মথুরার স্থান ; সুতরাং ব্রজে যখন পূর্ণতম স্বরূপ বিরাজিত, তখন মথুরাতেই পূর্ণতর স্বরূপ মনে করিতে হইবে এবং সেই ভাবে দ্বারকায় পূর্ণস্বরূপ মনে করিতে হইবে ; কিন্তু সকল ভগবৎ-স্বরূপই যখন স্বরূপে পূর্ণ-পূর্ণের কম যখন কোনও স্বরূপই নহেন, তখন স্বরূপের দিক্ দিয়া পরব্যোমের নারায়ণকেও পূর্ণই বলিতে হইবে । আবার পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ বলিয়া গুণবিকাশের দিক্ দিয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমান—কিষ্কিন্দুন—(পরব্যোমস্থ অত্যান্ত ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ; সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেও “পূর্ণ” বলা যায় ; এইরূপ অর্থেই বোধ হয় ৩৩২ পয়াের দ্বারকা ও পরব্যোমের স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে ।

নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে অশেষগুণ নিত্য বিরাজিত ; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের অভিব্যক্তি নির্ভর করে তাঁহার পার্শ্বদভক্তগণের প্রেমবিকাশের পরিমাণের উপরে । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ—তাঁহাদের এই প্রেমের প্রভাবে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও পূর্ণতম ; তাই গুণ-বিকাশের দিক্ দিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণতম-স্বরূপ বলা হইয়াছে ।

ব্রজপরিকরদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-পরিকরদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম ; তাই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও বৃন্দাবন অপেক্ষা কম ; ব্রজের পূর্ণতম-স্বরূপ অপেক্ষা মথুরার স্বরূপে গুণাদির কিছু কম বিকাশ বলিয়া মথুরাবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতর-স্বরূপ বলা হইয়াছে ।

আর, দ্বারকা-পরিকরদের প্রেম মথুরা-পরিকরদের অপেক্ষাও অল্পপরিমাণে বিকশিত ; তাই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ মথুরা অপেক্ষাও কম বিকশিত ; তাই গুণবিকাশের দিক্ দিয়া দ্বারকাবিহারী স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে । এইভাবে পরব্যোমের নারায়ণ-স্বরূপও পূর্ণ ।

এই কয়টা শ্লোক ৩৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণ ।

৩৩৩ । এক কৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এইরূপ তিনজন কৃষ্ণ নহেন ; কৃষ্ণ এক জনই ; ভিন্ন ভিন্ন

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।
 শাখাচন্দ্রশ্রায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩৩৫
 ইহা যেই পড়ে শুনে—সে-ই ভাগ্যবান ।
 কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৩৩৬
 শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সঙ্ক-
 তস্বনিক্রপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারে।
 নাম বিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা ।

স্থানে, তাঁহার মাধুর্য্যাদির ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বিকাশবশতঃই পূর্ণতমাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত হইয়াছেন । (৩১।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

৩৩৫ । শাখা-চন্দ্রশ্রায়—১।২০।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।